ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 8 February, 2020 ■ আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারী , ২০২০ ইং ■ ২৪ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সন্ত্রাসের অন্ধকার ফিরে আসতে দেব না পূর্বোত্তরে ঃ প্রধানমন্ত্রী

কোকরাঝাড়, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। সন্ত্রাসবাদের অন্ধকার আর ফিরে আসতে দেব না পূর্বোত্তরে। হিংসায় মৃত্যু হবে না আর কোনও মানুষের। শুক্রবার অসমের কোকরাঝাড়ের জনসভায় এমনই দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন জনসভায় বক্তব্য রাখার শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, নিজের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনে বহু জনসভা দেখেছি আমি, কিন্তু এত বিশাল জনসমাগম আমি কখনই দেখিনি।

স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে ভারতের অন্যতম বৃহত্তম সমাবেশ হল এটি। কিছু নেতা আমাকে লাঠিপেটা করার কথা বলছে, কিন্তু ভারতের সমস্ত মা-বোনেদের আশীর্বাদের জন্য আমি সুরক্ষিত আছি। প্রত্যেককে আমার শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ। অসমীয়াদের মধ্যে একটি নতুন বিশ্বাস জোগাতে আমি এখানে এসেছি। মোদীকে লাঠিপেটা করার কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু, অসংখ্য মা-বোনেদের রক্ষাকবচের জন্য মোদী সুরক্ষিত। যত লাঠিপেটাই করা হোক মোদীর কিছু হবে না।

প্রধানমন্ত্রী এদিন আরও বলেছেন, আজ শহিদদের স্মরণ করার দিন, যাঁরা দেশের জন্য নিজেদের জীবন বলিদান দিয়েছেন তাঁদের স্মরণ করার দিন। আজ উপেন্দ্রনাথ এবং রূপ নাথ ব্রহ্মকে স্মরণ করার দিন। তাঁদের সম্মান জানানোর দিন। দেশের ১৩০ কোটি নাগরিক আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছে এবং সমস্যা সমাধান করার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছে। আজ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য উদযাপনের দিন। আপনাদের সাহায্য এবং ইচ্ছাশক্তির জন্যই শান্তির পথ উন্মুক্ত হয়েছে। অসমের জন্য নতুন সুযোগ ও নতুন সূর্যোদয় হয়েছে'

কোকরাঝাড়ে জনসভায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের সাথে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

কোকরাঝাড়ের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'বোডো চুক্তিতে ইতিবাচক ভূমিকা পালনকারী অল বোডো স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট অফ বোডোল্যান্ড-এর সঙ্গে যুক্ত যুবসমাজ, বিটিসি-র প্রধান হগরামা মাহীলারে এবং অসম সরকারের প্রতিশ্রুতিকে অভিনন্দন জানানোর দিন। আমরা কখনই এই অঞ্চলকে সন্ত্রাসবাদের অন্ধকার ফিরে আসতে দেব নাউ।এই অঞ্চলে হিংসায় মৃত্যু হবে না কোনও মানুষের। কয়েক দশক ধরে শুধুই গুলির লড়াই চলত, অসমে শান্তির আগমণ ঐতিহাসিক মুহূর্ত।

এদিকে, দীর্ঘ কয়েক দশক অপেক্ষার যবনিকা ঘটেছে। ঐতিহাসিক তৃতীয় শান্তিচুক্তির বলে বড়োল্যান্ডে শান্তির পরিবেশে ফিরে এসেছে। অসম-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে স্থায়ী শান্তির বাতাবরণ ফিরিয়ে আনতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাই এ-ই সময়, আলফা স্বাধীন-সহ উত্তরপূর্বের যে সব উগ্রপন্থী সংগঠন এখনও শান্তি আলোচনায় আসেনি শান্তির জন্য তাঁদেরও সরকারের সঙ্গে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে গ্রিন বগি, সম্মতি দিলেন রেলমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারী।। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে গ্রিন বগি যুক্ত করে ত্রিপুরায় উৎপন্ন ফল-সবজি পরিবহণে সম্মতি দিয়েছেন রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। শুধু তা-ই নয়, এই প্রস্তাব দেওয়ার জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের প্রশংসাও করেছেন।

দিল্লি সফরে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কেন্দ্রীয় রেল, বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। সাক্ষাৎকারে ত্রিপুরার স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব এক টুইট বার্তায় জানিয়েছেন। তিনি বলেন, রেলমন্ত্রীর সাথে আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে ত্রিপুরায় ডেমু ট্রেন পরিষেবার সুষ্ঠুভাবে সঞ্চালন। তিনি দাবি করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, ডেমু ট্রেন পরিষেবা সুষ্ঠুভাবে পরিচালন নিশ্চিত করতে ত্রিপুরায় রেলওয়ের ওয়ার্কশপকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার পাশাপাশি নানা জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ত্রিপুরার তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে দেওঘর এক্সপ্রেসের সূচি সংশোধন সংক্রান্ত মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবের সাথেও একমত হয়েছেন রেলমন্ত্রী। পাশাপাশি কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে ফল ও সবজি পরিবহণের জন্য গ্রিন বগি পরিষেবা সংযুক্ত করার প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন রেলমন্ত্রী। এই প্রস্তাব দেওয়ার জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করেছেন। তাতে ধারণা করা হচ্ছে, ত্রিপুরায় কৃষিজাত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় মোট ভোটার ২৬,৪২,৬১৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারী।। রাজ্যের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। ১ জানুয়ারি ২০২০--কো ভিত্তি ধরে রাজ্যে মোট ভোটার ২৬ লক্ষ ৪২ হাজার ৬১৬ জন।

শুক্রবার ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় ৬০টি বিধানসভা আসনে ১ জানুয়ারি ২০২০-কে ভিত্তি ধরে নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অনুমোদন দিয়েছে। আজ সেই ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি জানান, ত্রিপুরায় ৩৩২৪টি ভোট কেন্দ্র রয়েছে। মোট ভোটার রয়েছেন ২৬ লক্ষ ৪২ হাজার ৬১৬জন।

এ-বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় ১৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ৬৮ জন পুরুষ এবং ১৩ লক্ষ ৫ হাজার ৫২২ জন মহিলা রয়েছেন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ২৬ জন।

এদিকে, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী সার্ভিস ভোটার রয়েছেন ৯৭৯০ জন। তাঁদের মধ্যে পুরুষ ৯৬৩৮ জন এবং মহিলা ১৬২ জন। তৃতীয় লিঙ্গের কোনও সার্ভিস ভোটার নেই ত্রিপুরায়।

প্রসঙ্গত, লোকসভার নির্বাচনের সময় ত্রিপুরায় মোট ভোটার ছিলেন ২৬ লক্ষ ৭ হাজার ২০৮ জন। লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় ভোটার বেড়েছেন ৩৫,৪০৮ জন। লোকসভা ভোটার সময় ১৩ লক্ষ ২৫ হাজার ৯৪৭ জন পুরুষ এবং ১২ লক্ষ ৮১ হাজার ২৪৮ জন মহিলা ভোটার ছিলেন। স্বাভাবিকভাবে, লোকসভা ভোটার তুলনায় চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় ১১,১৩৪ জন পুরুষ এবং ২৪,২৭৪ জন মহিলা ভোটার বেড়েছে। এদিকে, লোকসভা ভোটের সময় তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ছিলেন ১৩ জন। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় আরও তের জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার যুক্ত হয়েছেন।

১০৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষক মামলার পরবর্তী শুনানি ১৬ মার্চ, রাজ্য সরকারকে নোটিশ সুপ্রিম কোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারী।। ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ১০৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের পক্ষে দায়ের স্পেশাল লিভ পিটিশন সুপ্রিমকোর্টে আগামী ১৬ মার্চ পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে। ওইদিন মামলাটি গ্রহণ করার ওপর সম্ভবত চূড়ান্ত শুনানি হবে। তাই, ত্রিপুরা সরকারকে নোটিশ পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি ইউইউ ললিত এবং বিচারপতি বিনীত শরণের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে।

২০১৪ সালে ত্রিপুরা হাইকোর্ট ১০৩২৩ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল করেছিল। এর পর থেকে সুপ্রিমকোর্টে তাঁদের চাকরি বাঁচানোর প্রশ্নে ত্রিপুরা সরকার একাধিকবার পিটিশন দাখিল করেছে। কিন্তু সুপ্রিমকোর্ট হাইকোর্টের রায় বহাল রেখেছে। তবে, শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে ভেঙে না পড়ে তাই চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের অ্যাডহক ভিত্তিতে আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত চাকরির মেয়াদ বাড়িয়েছিল সুপ্রিমকোর্ট। ত্রিপুরা হাইকোর্ট প্রদত্ত রায়ের অনুচ্ছেদ ১২৬ নিয়ে যাঁরা মামলায় পক্ষভুক্ত হয়েছেন কেবলমাত্র তাঁদের চাকরি বাতিল হয়েছে, বাকিদের চাকরি সুরক্ষিত রয়েছে, এ-বিষয়ে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের একাংশ মামলা করেন। কিন্তু সুপ্রিমকোর্ট তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়ায় তাঁরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। পরে দীর্ঘ শুনানি শেষে গত ৩ অক্টোবর ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং বিচারপতি অরিন্দম লোধের ডিভিশন বেঞ্চ সুপ্রিমকোর্টের রায় বহাল রাখে এবং তাঁদের আবেদন খারিজ করে দেন। শুধু তা-ই নয়, ত্রিপুরা সরকার সুপ্রিম কোর্টের আদেশ পালনে বাধ্য, সে-কথাও বেঞ্চ মনে করিয়ে দিয়েছিল। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের প্রতি চরম বঞ্চনা করছে অভিযোগ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারী।। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের প্রতি চরম বঞ্চনা করছে বলে গুরুতর অভিযোগ এনেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পিযূষ কান্তি বিশ্বাস। বিভিন্ন প্রকল্পে রাজ্যকে টাকা পয়সা দিচ্ছে না এবং যেসব প্রকল্পে টাকা পয়সা দেওয়া হচ্ছে সেক্ষেত্রেও পরিমান অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্যের প্রতি চরম অবহেলা ও বঞ্চনার অভিযোগ এনেছে কংগ্রেস দল। শুক্রবার কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পিযূষ কান্তি বিশএবাস বলেন, কেন্দ্রীয় বাজেটে ত্রিপুরা সহ গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রতিচরম বঞ্চনা করেছে। এই পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের জন্য পৃথক কোন অর্থ বরাদ্দের সংস্থানও রাখা হয়নি।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের জনগণ বিজেপিকে প্রত্যাখান করছে বলেই কেন্দ্রীয় সরকার এই অঞ্চলকে বঞ্চিত করেছে বলে অভিযোগ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। ত্রিপুরায় কেন্দ্রীয় ২০০ টি প্রকল্পে ২০১৯ - ২০২০ অর্থ বছরে ১২৭৬৩ কোটি টাকা বরাদ্দ কাটসাঁট করেছে কেন্দ্র। ৫৪টি প্রকল্পে কোন অর্থই দেয়নি রাজ্যকে। সাহস থাকলে এসব বিষয়ে রাজ্য সরকারকে শ্বেতপত্র প্রকাশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধান শিক্ষিকার ভূমিকায় ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা স্কুলে দিলেন তালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ ফেব্রুয়ারী।। প্রধান শিক্ষিকার ভূমিকায় ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা স্কুলে তালা ঝুলিয়ে দেন। জম্পুইজলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীন পাথালিঘাট হাইসুকলে আজ ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। অভিযোগ, প্রধান শিক্ষিকা পাঞ্চালি দেববর্মা প্রতিদিন স্কুলে দেরি করে আসেন। শুধু তাই নয়, তিনি বিনা কারণে প্রায় সময়ই অভিভাবকদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন। আজ সাড়ে নয়টা নাগাদ তিনি স্কুলে আসেন। তাই অভিভাবকরা স্কুলে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

জনৈক অভিভাবকের বক্তব্য, গত ২৪ ডিসেম্বর প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে পাথালিঘাট হাইস্কুলে দায়িত্ব নেওয়ার কথা ছিল পাঞ্চালি দেববর্মার। কিন্তু তিনি গত ৮ জানুয়ারি স্কুলে যোগ দিয়েছেন। ওই অভিভাবকের অভিযোগ, প্রধান শিক্ষিকা পদে পাঞ্চালি দেববর্মা যোগ দেওয়ার পর থেকেই স্কুলে চরম অব্যবস্থা দেখা দিয়েছে। এমনকি এসএমসি কমিটিও তাঁর উপর প্রচন্ড ক্ষুব্ধ বলে অভিভাবকরা দাবি করেছেন। জনৈক অভিভাবকের কথায়, গত ২ ফেব্রুয়ারি অভিভাবক-শিক্ষক বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, অনিবার্যকারণবশত ওই বৈঠকের সূচি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, সেই খবর অভিভাবকদের জানানো হয়নি। তাই তারা ওইদিন স্কুলে গিয়ে ফিরে গেছেন। এবিষয়ে অভিভাবকরা প্রধান শিক্ষিকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ দিল্লী বিধানসভার নির্বাচন

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) ।। রাত পোহালেই দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন। শুক্রবার ভগবানের দ্বারস্থ যুযুধান দু'পক্ষই। এদিন কননাট প্লেসের হনুমান মন্দিরে পুজো দিতে গেলেন দিল্লির বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আবার কালকাজি মন্দিরে পুজো দিলেন দিল্লি বিজেপির সভাপতি মনোজ তিওয়ারি।

আবার এদিনই দিল্লির বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে নোটিশ পাঠায় নির্বাচন কমিশন। অভিযোগ, ৩ ফেব্রুয়ারি তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টে একটি ভিডিও আপলোড করেন, যা নির্বাচনী বিধিভঙ্গকারী। আগামীকাল বিকেল পাঁচটার মধ্যে নোটিশের জবাব চেয়েছে কমিশন।

প্রসঙ্গত, ৪ ফেব্রুয়ারি ওই ভিডিও নিয়ে কমিশনে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিল বিজেপি। তাঁদের অভিযোগ, ওই ভিডিওতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা করেছেন কেজরিওয়াল। প্রাথমিক তদন্তে পর শুক্রবার তাঁকে নোটিশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তায় 'দুর্ঘটনাগ্রস্ত' স্কুটার, হেলমেট ও রক্তমাখা জুতো উদ্ধার, গুম ব্যক্তির দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারী।। ব্যক্তির পাত্তা নেই, উদ্ধার হয়েছে তাঁর ব্যবহৃত দ্বিচক্রযান ভেসপা, হেলমেট এবং রক্তমাখা জুতো। ঘটনা পেঁচারথল থানাধীন উওর ধনিছড়া এলাকার মাছমারায় সংঘটিত হয়েছে।

পেঁচারথল

শুক্রবার ভোর প্রায় পাঁচটা উওর ধনিছড়া সড়ক সংলগ্ন জঙ্গলে একটি ভেসপা স্কুটার, রক্তমাখা কাপড়, জুতো এবং একটি হেলমেট পড়ে থাকতে দেখেন পথচারীরা। তা দেখে তাঁদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। বিষয়টি কিছুক্ষণের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরালও হয়ে যায়। পরবর্তীতে এলাকাবাসীরা স্কুটারটি দেখে শনাক্ত করেন, সেটি এলাকারই জনৈক গোপাল সাহার। তবে তাঁর ব্যবহৃত বাইক ও অন্যান্য সামগ্রী সড়কের পাশে পড়ে থাকলেও তাঁর পাত্তা পাওয়া যায়নি। মনে করা হচ্ছে গোপালবাবু আর নেই। তা হলে তাঁর লাশ কোথায় গায়েব হল, এই প্রশ্নে তোলপাড় এলাকা।

জানা গেছে, জনৈক রাধামোহন সাহার ছেলে পেশায় কাঠ ব্যবসায়ী গোপালবাবুকে গতকাল রাতে স্থানীয় এক বিয়েবাড়িতে শেষবারের মতো দেখা গিয়েছিল। রাতে যথাসময় বাড়ি ফিরে না আসায় গোটা পরিবার উৎকণ্ঠায় কাটিয়েছেন। ফোনেও পাওয়া যায়নি রাতভর। আজ সকালে তাঁর ব্যবহৃত স্কুটার ও অন্য সামগ্রী উদ্ধারের পর জঙ্গলের বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুজি হয়েছে, কোথাও লাশ পাওয়া যায়নি। তবে কয়েক জায়গায় রক্তের ছাপ দেখেছেন মানুষ।

খবর যায় পেঁচরথল থানায়। আসে পুলিশের দল। তাঁরা ডগ স্কোয়াড নিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর মতো আচরণই করেন না মোদী, আক্রমণ রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। 'টিউবলাইট' খোঁচার পর এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে পাল্টা আক্রমণ করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে রাহুল গান্ধীর খোঁচা, 'প্রধানমন্ত্রীর মতো আচরণই করেন না মোদী।'

শুক্রবার সংসদের বাইরে সাংবাদিকদের রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'সাধারণত, একজন প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ মর্যাদা থাকে, প্রধানমন্ত্রীর আচরণেও বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে, কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে এম কোনও গুণই নেই।' ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাঞ্চনপুরের অশান্তির বাতাবরণ নিয়ে উদ্বিগ্ন আমরা বাঙালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারী।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুরে গত কয়েকমাস ধরে যে অশান্তির পরিবেশ বিরাজ করছে তার মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জোরালো দাবি জানিয়েছে আমরা বাঙালি দল। দলের রাজ্য সম্পাদক গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল শুক্রবার আগরতলায় আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেছেন, রিয়াং শরণার্থী সমস্যা নিয়ে বিতর্কের জেরে কাঞ্চনপুর মহকুমায় ৯৩টি অউপজাতি পরিবার হিংসার কবলে পড়ে বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

ওইসব পরিবার এখনও বাড়িঘরে ফিরে যেতে পারেনি। তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ত্রাণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে দল। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমায় আশ্রিত রিয়াং শরণার্থী সমস্যার সমাধান ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। কিন্তু এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে মহকুমায় হিংসাত্মক কার্যকলাপে বেশকিছু অউপজাতি পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে। মোট ৯৩টি পরিবার এখনও বাড়িঘরে ফিরে যেতে পারেনি। তারা চরম নিরাপত্তাহীনতায় অনাহারে অনিদ্রায় দিন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। প্রচণ্ড শীতে জবুথবু ওইসব পরিবারের লোকজন। রিয়াং শরণার্থী সমস্যা সমাধান হলেও বাস্তুচ্যুত এইসব পরিবারের জন্য রাজ্য সরকার ন্যূনতম সহানুভূতি দেখায়নি বলে অভিযোগ আমরা বাঙালি দলের। দলের পক্ষ থেকে শুক্রবার আগরতলায় আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলিকে পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বাড়িঘরে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণেরও দাবি জানিয়েছে আমরা বাঙালি দল।

শুধু তাই নয়, ১৯৮০ সালের ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার পর থেকে যেসব পরিবার এখনও বাস্তুচ্যুত তাদেরকেও বাড়িঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানিয়েছে আমরা বাঙালি দল। এদিকে প্রশাসনিক উদাসীনতার শিকার কাঞ্চনপুরের বাস্তুচ্যুত ৯৩টি অউপজাতি পরিবারের কাছে সামান্য ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছে আমরা বাঙালি দল। দলের পক্ষ থেকে চাল, ডাল, শিশুখাদ্য, বস্ত্র সহ কিছু নগদ টাকাও তুলে দেওয়া হয়েছে। অবিলম্বে কাঞ্চনপুরের বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে আমরা বাঙালি দল বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার গোলাপ দিবস উপলক্ষে প্রিয়জনকে গোলাপ উপহার দেওয়ার জন্য রাজধানীতে একটি দোকানে ক্রেতারা পছন্দ করছেন। ছবি নিজস্ব।

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৬ ◻ সংখ্যা ১২০ ◻ ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ইং ◻ ২৪ মাঘ ◻ শনিবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

স্বস্তির বার্তা শিক্ষামন্ত্রীর

না, রাজ্যে কোনে অর্থ সংকট নাই। রাজ্যবাসীকে সুখবর দিলেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। শিক্ষামন্ত্রী জানাইয়াছেন, 'অর্থ কমিশনের সুপারিশ মত শেয়ার অব সেন্ট্রাল ট্যাক্সের ৪২ শতাংশ টাকা রাজ্যগুলির মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতে হয়। এই ৪২ শতাংশ টাকা আবার জনসংখ্যা, আয়, বন সংরক্ষিত এলাকা তথা ভৌগোলিক অবস্থান সহ বিভিন্ন প্যারামিটারের ভিত্তিতে রাজ্যগুলির মধ্যে বিতরণ করা হয়। রাজ্যের অংশ হল ০.৬৪ শতাংশ। অর্থৎ একশ টাকার মধ্যে ত্রিপুরা পাইয়া থাকে .৬৪ পয়সা। মার্চে শেয়ার অব সেট্রাল ট্যাক্সের তিন কিস্তির টাকা একমাসে আসে।' এইসব তথ্য দিয়া শিক্ষামন্ত্রী জানান, রাজ্যে কোনও অর্থ সংকট নাই। তিনি বিভিন্ন প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বরাদ্দের ফিরিস্তি দিয়া জানাইয়াছেন যে, ২৪টি প্রকল্পে কেন্দ্র টাকা দেয় নাই। এজন্য তিনি সিপিএম সরকারকে দুষলেন। বাম সরকার যাওয়ার আগে ২৪টি প্রকল্পে অর্থব্যয়ের ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেটই দেন নাই। তাই কেন্দ্রীয় সরকার এইসব প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাম সরকার ক্ষমতাচ্যুত হইয়াছে অন্তত দুই বছর হইয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে নতুন সরকার কি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছে? এই প্রশ্নও উঠিতে পারে। ক্ষমতার পালা বদল হয়, কিন্তু, সরকার তো ত্রিপুরা সরকার। ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট না দেওয়ায় ২৪টি প্রকল্পের বরাদ্দ বন্ধ হওয়ায় রাজ্যের তো অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াই গেল।

ত্রিপুরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বচ্ছল ঘটনা তো তাহা রীতিমতো গর্বের বিষয়। দেশজুড়িয়াই তো মন্দা চলিতেছে। এরাজ্যের আর্থিক স্বচ্ছলতা নির্ভর করে অনেকটা সরকারী লেনদেনের প্রবাহের উপর। ত্রিপুরা এমন একটি রাজ্য যে রাজ্যের অর্থনীতির মূল কান্ডারীই হইল সরকার। সরকারী টাকা বাজারে না থাকিলে বাজারে মন্দা ভাব আসে। গরীব মেহনতী মানুষ, সাধারণ ব্যবসায়ীরা শুকাইয়া মরে। যেমন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নির্মাণ কাজে যুক্ত ঠিকেদাররা যদি সময়মতো বিল না পান তাহা হইলে শ্রমজীবী অংশের মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে। ক্ষুদ্র সাপ্লায়ার ব্যবসায়ীরা যাহাদের কমবেশী সরকারের সঙ্গে লেনদেন আছে তাহাদের অবস্থা কি? রাজ্যের গ্রাম পাহাড় সর্বত্রই তো এক অভাবের করাল ছায়া যেন ঘনীভূত হইতেছে। এই সত্যিকে কি অস্বীকার করিবার সুযোগ আছে? আজ সিপিএমের উপজাতি সংগঠন অভিযোগ তুলিয়াছে যে, রাজ্যের গ্রাম পাহাড়ের খাদ্যের অভাব, রুটিরুজির অভাব দেখা দিয়াছে। এই অর্থনৈতিক সংকটের পিছনে সরকারের ভূমিকা কতখানি তাহা অবশ্য বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, রাজ্যে আর্থিক সংকটে বিধায়কদের সাহায্য চাহিয়াছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। রাজ্যের প্রচার মাধ্যমে এই সংবাদ প্রচারের পরই রাজ্যে অর্থ সংকটের বিষয়ে জনমনেও উদ্বেগ দেখা দেয়। রাজ্যের বহু ঠিকাদার বিল না পাওয়ায় রাজ্যে আর্থিক সংকট প্রকটভাবে দেখা দিয়াছে। ত্রিপুরা এমন একটি রাজ্য যেখানে দীর্ঘকাল চলিয়াছে সীমান্ত পাচার, নেশার সামগ্রী পারাপার ইত্যাদি। ফেন্সি কারবারীরা রাতারাতি টাকার কুমীর বনিয়াছেন। গাঁজার টাকায় ত্রিপুরা ভাসিত। বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতায় আসিবার পর নেশার বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা চলে। তবু, নেশা কারবারীদের বিষদাঁত সম্পূর্ণ ভাঙ্গা যায় নাই। এখনও তাহারা মাথা তুলিতে চায়। গাঁজা চাষ এখনও সম্পূর্ণ বন্ধ করা যায় নাই। ত্রিপুরা ছিল পাচারকারীদের স্বর্গরাজ্য। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তে বিএসএফের সঙ্গে বোঝাপড়া ছাড়া এতকাল পাচার কাজ চলিত না। এই পাচারকারীদের দৌলতেও বাজারে কাঁচা পয়সা ঘুরিত। আর কাঁচা পয়সার মুখ দেখিয়া পাচার বাণিজ্যেও জড়াইয়া পড়ে বহু মানুষ। ফেন্সি কারবারীরা এখনও তাহাদের পাচার অব্যাহত আছে। মাঝে মধে পুলিশ আক্রান্ত হইতেছে। অভিযোগ যে, একশ্রেণীর পুলিশ কর্মীর যোগসাজসে পাচার কার্য্য চলিতেছে। তবে, আগের সেই রমরমা অবস্থা নাই। ফলে রাজ্যের বাজারে সেই টাকার হাওয়া লাগিতেছে না। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ তথ্য দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন রাজ্য সরকার অর্থনৈতিক সংকটে নাই। দেশজুড়িয়া এই সংকটের জন্য উদ্বেগ উৎকণ্ঠা চলিলেও ত্রিপুরায় এই সংকটের ঘটনা না থাকিবার মধ্যে তো বিরাট স্বস্তি। শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যবাসীকে এই স্বস্তির বার্তাই দিলেন। সরকারী কর্মচারীরা সময়মতো বেতন ভাতা পাইতেছেন, কোনও অভিযোগ নাই। এমন স্বচ্ছন্দে শিক্ষামন্ত্রী নিশ্চয়ই পুলকিত। রীতিমতো গর্বের বিষয়। আর্থিক সংকট নাই সরকারের। রাজ্যবাসীও স্বস্তিতে। মার্চ মাস তো কড়া নাড়িতেছে। পাওনাদাররা নিশ্চয়ই সরকারের কাছে বকেয়া পাওনা পাইয়া যাইবেন। এর চাইতে সুখের খবর আর কি হইতে পারে?

প্রয়াত হলেন মিস শেফালি চলে গেলেন প্রথম বাঙালি ক্যাবারে-ডান্সার

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রয়াত হলেন প্রথম বাঙালি 'ক্যাবারে-ডান্সার' মিস শেফালি। বুধবার ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। কলকাতার সাড়া জাগানো প্রথম বাঙালি ক্যাবারে-ড্যান্সার ছিলেন মিস শেফালি। উত্তর ২৪ পরগনার সোদপুরের বাড়িতেই জীবনাবসান হয়েছে কলকাতার ক্যাবারে কুইন মিস শেফালির। আসল নাম আরতি দাস। বাবা মারা যেতে বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় চলে আসেন। এরপর ১২ বছরের মেয়েটি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন সংসারের যাবতীয় দায়ভার। ফুটফুটে সেই মেয়ে পা রেখেছিল ফিরপো হোটেলের লিডো রুমে ক্যাবারে নৃত্যে।

ছয়-সাতের দশকে কলকাতার ক্লাব-হোটেল-নিশিনিলয়ে তখন নিশির টান মিস শেফালি। রাতের আলো-আঁধারিতে হুলা-জ্যাজ-চা চা চা-ক্যানক্যান ডান্স করতে করতে নিজের নামটা নিজের অজান্তেই যেন ভুলে গিয়েছিলেন। এক সময় পরিবারের সকলেই ছিল শেফালির ধ্যানজ্ঞান। ২০১৯ সালের ১ এপ্রিল রক্তক্ষরণের সমস্যা নিয়ে ভর্তি হন হাসপাতালে। ভাগ্নে সৌমেন দাস ও ভাগ্নি এলভিনা সাহা ছিলেন নিত্যসঙ্গী। আর ছিল অর্থাভাব! রক্তের জন্য ছুটতে হয়েছে ক্রমাগত। হাসপাতালের খরচটা শুধু লাগেনি। ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত সে ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু, রক্ত ও ওষুধের টাকা যোগাতে হিমসিম খেতে হয়েছে ঘনিষ্ঠদের। এরপর সোদপুরে বাড়ি এসে সুস্থই ছিলেন তিনি। সামান্য হাঁটাচলাও করতেন। কিন্তু এদিন ভোরবেলা আসে দুঃসংবাদ। ফিরপো'জ হোটেল থেকে পার্ক স্ট্রিট, গ্র্যান্ড হোটেলে গানের সুরে নাচ করতে করতে আরতি দাস থেকে মিস শেফালি হয়ে ওঠা এই শিল্পী ঘুমের দেশে পাড়ি দিলেন। মৃত্যুকালে 'রাতপরি'-র বয়স হয়েছিল আনুমানিক ৭৬ বছর।

মিস শেফালি অভিনয় করেছেন সত্যজিৎ রায়ের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' (১৯৭০) এবং 'সীমাবদ্ধ' (১৯৭১) ছবিতে। 'বহ্নিশিখা' (১৯৭৬), 'পেন্নাম কলকাতা' (১৯৯২) ইত্যাদি ছবিতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। নানা ধরনের নৃত্যেই পারদর্শী ছিলেন শেফালি। বাঙালি মেয়ে হয়েও সেই সময়ে এমন পেশা বেছে নেওয়ায়, একদিন অনেকেই তাঁকে বাঁকা কথা বলেছিলেন। শেফালি পাত্তা দেননি। বরং সে সবের জবাব ছিল তাঁর তুমুল সাফল্য। সত্যজিৎ রায় থেকে উত্তমকুমার বাংলার বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিরই প্রিয় মানুষ ছিলেন তিনি।

ত্রিপুরায় ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসন ও বোড়ো সমস্যা সমাধান

উত্তর-পূর্বের দুটি ঐতিহাসিক চুক্তি

এ সূর্য প্রকাশ

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) সম্পর্কে অসত্য ব্যাখ্যা সত্বেও এবং তা প্রত্যাহারের দাবিতে কতিপয় সংখ্যালঘু ব্যক্তি কর্তৃক আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা হলেও নরেন্দ্র মোদী সরকার সংখ্যালঘুদের দীর্ঘকালীন বিচারাধীন সমস্যার সমাধান ও উত্তর-পূর্বের জাতিগত দ্বন্দ্ব নিরসনে নীরবে তাঁর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

যখন সিএএ সমস্ত শিরোনাম দখল করে আছে, তখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ'র পৌরহিত্যে ৫০ বছরের পুরনো বোড়ো সমস্যা ও ২৩ বছরের পুরনো ত্রিপুরার ব্রু-রিয়াং শরণার্থী পুনর্বাসন সমস্যার সমাধানকল্পে দুটি তাৎপর্যপূর্ণ চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে।

বোড়োদের জাতিগত সমস্যার কারণে এখন পর্যন্ত ৪০০০ মানুষের প্রাণ গেছে, কিন্তু সাম্প্রতিক এই চুক্তির ফলে এই সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান পাওয়া গেছে। ভারত সরকার, অসম সরকার এবং বোড়ো প্রতিনিধিদলের মধ্যেকার এই ঐতিহাসিক চুক্তি অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার বোড়ো এলাকায় নির্দিষ্ট প্রকল্পভিত্তিক উন্নয়নের জন্য ১৫০০ কোটি টাকার উন্নয়নের প্যাকেজ দিতে সম্মত হয়েছে। পরিবর্তে ১৫০০ সশস্ত্র ক্যাডার হিংসা ছেড়ে মূল স্রোতে যোগ দিয়েছে। সরকার বলেছে, এই চুক্তির পর বোড়োদের দাবি উত্থাপনের জন্য একটি বিস্তৃত ও চূড়ান্ত সমাধান পাওয়া গেছে। বোড়োদের এই অংশ অস্ত্র সমর্পন করে এবং সংগঠন ভেঙে দিয়ে দীর্ঘ বছর পর সন্ত্রাসের রাস্তা ছেড়ে দেবে। ১৫০০ জন ক্যাডারকে পুনর্বাসন দিতে এবার কেন্দ্র ও অসম সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

বোড়োদের সাথে এই চুক্তি স্বাক্ষরের কিছু দিন আগে নতুনদিল্লিতে ২৩ বছরের পুরনো শরণার্থী সংকট সমাধানের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পৌরহিত্যে কেন্দ্রীয় সরকার, ত্রিপুরা সরকার, মিজোরাম সরকার ও ব্রু-রিয়াং প্রতিনিধিদলের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ফলে ব্রু-রিয়াংদের ত্রিপুরায় পুনর্বাসনের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং এরজন্য ৬০০ কোটি টাকার পুনর্বাসন প্যাকেজ প্রদান করা হবে।

এই ব্রু-রিয়াং শরণার্থী ইস্যু ২৩ বছরের পুরনো সমস্যা ছিল। ১৯৯৭ সালে মিজোরামে জাতিগত উত্তেজনাকে কেন্দ্র করে এই সমস্যার উৎপত্তি হয়েছিল, যার জেরে ৫০০০ পরিবারের ৩০,০০০ মানুষ রাজ্যান্তরী হয়ে ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছিল। এই মানুষগুলি উত্তর ত্রিপুরায় অস্থায়ী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল। বাস্তুচ্যুত আদিবাসীদের সমস্যা অব্যাহত থাকায় ব্রু-রিয়াংদের পুনর্বাসনের জন্য ২০১০ সাল থেকে কিছু চেষ্টা করা হয়েছিল। ৫০০০ পরিবারের মধ্যে ১৬০০ পরিবারকে মিজোরামে ফেরৎ পাঠানো হয়েছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা ও মিজোরাম সরকারকে সহায়তা করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিল। মোদী সরকারের প্রথম উদ্যোগ নেওয়া হয় ২০১৮ সালের জুলাই মাসে যখন সরকার এই পরিবারগুলিকে সহায়তার পরিমাণ বাড়ানোর জন্য একটি চুক্তি সই করে। সেইমত ৩২৮টি পরিবারের ১৩৬৯জন মিজোরামে ফিরে যান। এরপর ব্রু জনজাতি নেতারা ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য একটি সমাধান দাবি করেন। তারা মনে করেন যে ত্রিপুরাতেই তারা বেশি নিরাপদ থাকবেন। সর্বশেষ চুক্তিতে ৩৪,০০০ ব্রু-রিয়াং উপকৃত হবে যারা ত্রিপুরার ছয়টি শিবিরে বসবাস করছেন।

ত্রিপুরার ট্রাইবেল রিসার্স এন্ড কালচারেল ইনস্টিটিউট অনুসারে, রিয়াংরা হলেন ত্রিপুরার দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় এবং ভারতের ৭৫টি আদিম জনজাতি সম্প্রদায় হিসেবে স্বীকৃত। ইনস্টিটিউটের মতে, রিয়াংরা এসেছেন মায়ানমারের শান রাজ্য থেকে। প্রথমে তারা আসেন পার্বত্য চট্টগ্রামে এবং পরে ত্রিপুরায়। উপজাতি এবং এদের একটি বিশাল সংখ্যা পাহাড়ের চূড়ান্ত জুম চাষের উপর নির্ভর করে। তাদের ভাষা কাউব্রু নামে পরিচিত। তাদের মধ্যে বড় অংশ বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারী। রিয়াংদের লোকজীবন ও সংস্কৃতিতে অসামান্য সাংস্কৃতিক উপাদান রয়েছে। যার মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় হ''ল ''বাঁশির সুরে'' হজাগিরি নাচ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ'র পাশাপাশি এই ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা, নর্থ ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স এর চেয়ারম্যান হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, ত্রিপুরা রাজ পরিবারের তরুণ বংশধর প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা এবং ব্রু নেতারা।

চুক্তি অনুযায়ী প্রত্যেক ব্রু পরিবার যারা ত্রিপুরায় বসবাস করছেন তাদেরকে জমি দেওয়া হবে। সেই সাথে দেওয়া হবে ৪ লক্ষ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট, আগামী দুই বছর পর্যন্ত প্রত্যেক মাসের জন্য নগদ ৫০০০ টাকা, দুই বছরের জন্য বিনামূল্যে রেশন। আরও ১.৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে ঘর নির্মাণের জন্য। জমির বন্দোবস্ত দেবে ত্রিপুরা সরকার।

এখানে আরেকটি দল ছিল যারা অষ্টাদশ শতাব্দিতে অসম এবং মিজোরাম হয়ে ত্রিপুরায় আসেন। ইনস্টিটিউটের মতে, রিয়াংদের জনসংখ্যা রয়েছে ১.৮৮ লক্ষ এবং তারা দুটি বড় গোত্রে বিভক্ত- এগুলো হলো মেসকা ও মলসুই। এরা এখনও একটি যাযাবর শাহ দু'টি রাজ্য সরকার এবং ব্রু জনগণকে একত্রিত করার সিদ্ধান্ত নিলে ব্রু আদিবাসীদের যে সমস্যাটি ছিল তার অবসান ঘটাতে যথাযথ চেষ্টা শুরু করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। তিনি ত্রিপুরার রাজা এবং বিভিন্ন উপজাতি নেতাদেরকেও রিয়াংদের মিজোরামে পুনর্বাসনের চেষ্টা করার পরিবর্তে ত্রিপুরাতেই ব্রু জনগোষ্ঠীর বসতি স্থাপনের উদ্যোগের পেছনে সমর্থন পেয়েছিলেন। সম্প্রতি চুক্তি সই করার পর শাহ বলেছিলেন, এটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস' এর নীতি এবং উত্তর-পূর্বের দীর্ঘকালীন ইস্যু সমাধানের করার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এই দুটি চুক্তির মাধ্যমে উত্তর পূর্বের দীর্ঘকালীন সমস্যা সমাধানে নরেন্দ্র মোদী সরকারের আগ্রহ এবং উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলিকে উন্নয়নের পথে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাই প্রকাশ পেয়েছে। যাইহোক, উত্তর-পূর্বের এই ইতিবাচক উদ্যোগগুলির মধ্যে সংখ্যালঘুদের মধ্যে একটা অসন্তুষ্ট অংশ নন ইস্যু নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। **(পিআইবি)**

অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম'

মানস চক্রবর্তী

পূর্ব প্রকাশের পর

'তিতাস একটি নদীর নাম' না পড়ে অদ্বৈত মল্লবর্মণকে চেনা জানা ও বোঝা একেবারেই সম্ভব নয়। নানাবিধ বিষয়ে লেখকের যে গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য ছিল তা এই উপন্যাসে তিনি প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করেছেন। শিশু মনস্তত্ত্ব থেকে শুরু করে জ্যোতিবিজ্ঞান, কল্পবিজ্ঞান, লোকসঙ্গীত, পুরাণ প্রবাদ প্রবচন, মালোদের দৈনন্দিন মুখের ভাষা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর যে গভীর জ্ঞান ছিল তা এই উপন্যাসে বিষয়ে তাঁর যে গভীর জ্ঞান ছিল, তা এই উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয়েছে। তিতাস নদী সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক একেবারে শুরুতেই লিখেছেন, যে তাঁর কূলজোড়া জল, বুকভারা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছ্বাস। স্বপ্নের ছন্দে সে বহিয়া যায়। ভোরের হাওয়ায় তার তন্দ্রা ভাঙ্গে দিনের সূর্য তাকে তাতায়, রাতের চাঁদ ও তারারা তাকে নিয়া ঘুমা পাড়াইতে বসে, কিন্তু পারে না।

মেঘনা-পদ্মার বিরাট বিভীষিকা তার মধ্যে নাই। আবার রমু মোড়লের মরাই, যদু পণ্ডিতের পাঠশালার পাশ দিয়ে বহিয়া যাওয়া শীর্ণ পল্লী তটিনীর চোরা কাঙ্গালপনাও তার নাই। তিতাস মাঝারি নদী। দুষ্ট পল্লীবালক তাকে সাঁতরাইয়া পার হইতে পারে না। আবার ছোট নৌকায় ছোট বউ নিয়া মাঝি কোনওদিন ওপারে যাইতে ভয় পায় না।

তিতাস শাহী মেজাজে চলে। তার সাপের মতো বক্রতা নাই, কৃপণের মতো কুটিলতা নাই। কৃষ্ণপক্ষের ভাঁটায় তার বুকের খানিকটা শুষিয়া নেয়, কিন্তু কাঙাল করে না। শুক্লপক্ষের জোয়ারের উদ্দীপনা তাকে ফোলায়, কিন্তু উদ্বেল করে না। কত নদীর তীরে একদা নীল ব্যাপারীদের কুঠি কেল্লা গাড়িয়া উঠিয়াছিল। তাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কত নদীর তীরে মোগল পাঠানোর তাঁবু পড়িয়াছে, মগদের ছিপনৌকা রকত লড়াইয়ে মাতিয়াছে উহাদের তীরে তীরে কত যুদ্ধ হইয়াছে। মানুষের রক্তে হাতিঘোড়ার রক্তে সেসব নদীর জল কত লাল হইয়াছে। আজ হয়তো তারা শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু পুঁথির পাতায় রেখা কাটিয়া

রাখিয়াছে। তিতাসের বুকে তেমন কোনও ইতিহাস নাই। সে শুধু একটা নদী। লেখক তিতাস-এর সম্পর্কে আরও লিখেছেন যে, 'তিতাস একটি নদীর নাম। এ নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ তার তীরের লোকেরা জানে না। জানিবার চেষ্টা কোনওদিন করে নাই, প্রয়োজন বোধও করে নাই। নদীর কত ভালো নাম থাকে মধুমতী, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, সরস্বতী, যমুনা। আর এর নাম তিতাস। সে কথার মানে কোনওদিন অভিধানে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কিন্তু নদী ও নাম যত প্রিয়, ভালো একটা নাম থাকিলে তত প্রিয় হইতই যে, তার প্রমাণ কোথায়? ভালো নাম আসলে কি? কয়েকটি আখরের সমষ্টি বৈত নয়। কাজললতা মেয়েটিকে বৈদর্ভমালিনী নাম দিলে, আর যাই হোক, এর খেলার সাথীরা খুশি হইবে না। তিতাসের সঙ্গে নিত্য যাদের দেখাশোনা, কোনও রাজার বিধান যদি এর নাম চম্পকবতী কি অলকানন্দা রাখিয়া দিয়া যায়, তারা গরোয়া আলাপে তাকে সেই নামে ডাকিবে না, ডাকিবে তিতাস নামে'।;১৯৭৩ সালে ঋত্বিক ঘটকের পরিচালনায় 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটির চলচ্চিত্রায়ন হলে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। ১৯৯৩ সালে এই উপন্যাসটির নাট্যরূপ দেশ শান্তনু কায়সার। ১৯৬৩ সালে উৎপল দত্ত এই উপন্যাসটির নাট্যরূপ দেন ও পরিচালনা করেন। মনজারুল আলম এই উপন্যাসটির নাট্যরূপ দিতে এগিয়ে এসেছিলেন। তবু এত কিছুর পরেও এই উপন্যাসের লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ সাধারণ পাঠকের কাছে অপরিচিত নাম। সমালোচিত হলেও একথা সত্য যে, অদ্বৈত মল্লবর্মণ সম্পর্কে বহু মিথ্ ও মনগড়া কাহিনি বাজারে চালু আছে। তাই তিনি কিংবদন্তী। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ও জীবনীগ্রন্থে বিভিন্ন প্রাবন্ধিকরা তার সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য পরিবেশন করেছেন। যেমন কোথাও লেখা হয়েছে যে, মাসিক 'মোহম্মদী' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় উক্ত উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পর এর পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যায়। আবার কোথাও লেকা হয়েছে যে ইংরেজ সরকার রোষের কারণে অদ্বৈতর উপন্যাসটি লেখার সাহস দেখাননি। আবার কোথাও লেখা হয়েছে যে, প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য অদ্বৈতর উচ্চশিক্ষা বেশিদূর এগোয়নি। অন্যত্র লেখা হয়েছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া জলেজ থেকে আইএ পাশ করে অদ্বৈত মল্লবর্মণ দারিদ্রের কারণে কলকাতায় অর্থ উপার্জনের খোঁজে এসেছিলেন। কোথাও লেখা হয়েছে তবি প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত 'নবশক্তি' পত্রিকার পরিচালক ক্যাপ্টেন নরেন্দ্র দত্ত'র আহ্বানে তিনি এই পত্রিকায় কর্মজীবন শুরু করে। অন্যত্র দেখতে পাওয়া যায় যে, 'ত্রিপুরা' নামক পত্রিকায় তিনি কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন তথ্যের কারণে তাঁর সম্পর্কে পাঠকদের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন তথ্যের কারণে তাঁর সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া পাঠক সমাজের কাছে জটিল হয়ে উঠছে। কোথাও লেখা হয়েছে, তাঁর সাংসারিক বা পারিবারিক দায় কিছু ছিল না। আবার অন্যত্র লেখা হয়েছে যে, বিধবা দিদি ও দুই ভাগ্নে তাঁর উপর নির্ভরশীল ছিল। তাই অদ্বৈত মল্লবর্মণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ও প্রমাণ সাপেক্ষ তথ্য প্রকাশ হওয়া একান্তই জরুরি। আর সেটাই হবে তাঁর প্রতি আমাদের সঠিক শ্রদ্ধার্ঘ্য। প্রাবন্ধিক মোকতার হোসেন মণ্ডলের লেখা থেকে জানা যায় যে, ১৯৫২ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা থেকে 'মোহম্মদী' পত্রিকায় অদ্বৈত মল্লবর্মণের বিখ্যাত উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম'। ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু হয়। তিনি আরও লিখেছেন যে, এই 'মোহাম্মদীতেই' তাঁর বিখ্যাত রচনা 'অপ্রকাশিত পল্লীগীতি' (মাঘ ১৯৪৪) প্রকাশিত হয়। অদ্বৈতর লেখা 'রক্ত নিশান' নামক একটি কবিতা 'মোহাম্মাদীতে' প্রকাশিত হবার পর ইংরেজ সরকার পত্রিকার দফতরকে তলব করে। এরপর অদ্বৈত মল্লবর্মণ আর 'তিতাস একটি নদীর নাম।' উপন্যাসটি লেকার সাহস দেখাননি। অর্থাৎ ১৩৫২ বঙ্গাব্দ থেকে হিসাব করলে এই ১৪২৬ বঙ্গাব্দে উক্ত উপন্যাসটি প্রকাশের বয়স প্রায় ৭৪ বছর হতো। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে লেখকের মৃত্যুর প্রায় পাঁচ বছর পরে অর্থাৎ ১৯৫৬ সালে উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রাকাশিত হয়। ১৯৫৬ সাল থেকে হিসাব করলে এই ২০১৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত এই উপন্যাসটির বয়স ৬৩ বছর।

এই উপন্যাসটি দীর্ঘজীবী হবে কিনা, তা নিয়ে লেখকের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা এই গ্রন্থের ভূমিকাতে আশঙ্কা। প্রকাশ করেছিলেন তাই তাঁদের সেই আশঙ্কাকে নস্যাৎ করে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, লেখক মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে প্রয়াত হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর এই মহা উপন্যাসটি দীর্ঘজীবী হবার পথে বীরদর্পে এগিয়ে চলেছে। জীবিত থাকাকালীন অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর এই উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে দেখে যেতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু জীবিতকালে তাঁর বহু কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, এমনকি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসও বিভিন্ন নামিদামি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি জীবিত থাকাকালীনই তাঁর বেশ কয়েকটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল। সেদিক থেকে তিনি সৌভাগ্যবান ছিলেন। কিন্তু আক্ষেপ ও দুঃখের বিষয় হল এই যে, তাঁর চেয়েও দুর্ভাগ্য কবি, সাহিত্যিক, লেখক আজও আমাদের চারিপাশে রয়ে গেছে। শুধু লেখক কেন? সন্ধান করলে এরকম অসংখ্য গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী, নাট্যকার, অভিনেতা নৃত্যশিল্পী, অঙ্কনশিল্পী, যন্ত্রসংগীত শিল্পীদের আমরা পাবো, যাঁরা তাদের সারাজীবনের সাধনার বিনিময়ে ন্যূনতম স্বীকৃতিও পাননি। তাই সমস্ত সুচেতনা সম্পন্ন মানুষের একান্ত কর্তব্য সেই সব ছাই চাপা আগুনসম প্রতিভাধরদের খুঁজে বার করা। তা না হলে পরবর্তীকালে আক্ষেপ করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না। **(সমাপ্ত) (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

শুক্রবার উদয়পুরে মিট দ্যা সাইন্টিস্ট অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

চিন থেকে হলদিয়া এল দু''টি জাহাজ, পর্যবেক্ষণে ৫২ জন

হলদিয়া, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : করোনাভাইরাস আতঙ্কের মধ্যেই হলদিয়াতে এসে ভিড়ল চিন থেকে আসা দুটি জাহাজ। দুই জাহাজে আগত ৫২ জন কর্মীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রত্যেককেই আপাতত পর্যবেক্ষণে রাখা হচ্ছে। করোনাভাইরাসে মৃত্যুমিছিল শুরু হয়েছে চিনে। গোটা দেশ একপ্রকার গৃহবন্দি। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়াতে এসে ভিড়ল চিন থেকে আসা দুটি জাহাজ। শুক্রবার সকাল সাড়ে নটা নাগাদ হলদিয়া ডকে এসে থামে ''এমভি রয়্যাল পেরিডট'' ও ''এমভি নীলম্বরী'' নামে দুটি জাহাজ। ''এমভি রয়্যাল পেরিডট'' জাহাজটির সঙ্গে আসেন ২৪ জন কর্মী, যারা প্রত্যেকেই মায়ানমারের বাসিন্দা। আর ''এমভি নীলম্বরী'' জাহাজটির সঙ্গে আসেন ২৮জন কর্মী। তাঁরা প্রত্যেকেই ভারতীয়। তবে দুটি জাহাজই ডকের একদম ভিতর পর্যন্ত ঢুকতে দেওয়া হয়নি। প্রথমে সমস্ত কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। কোনও কর্মীর শরীরেই সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। তবে এখনই তাঁদের বাড়িতে ফিরতে দেওয়া হচ্ছে না। এদের প্রত্যেককেই আপাতত বন্দরের মধ্যে একটি নিরিবিলি বিল্ডিংয়ে পর্যবেক্ষণে রাখা হচ্ছে।

শুধু চিন নয়, এখন হলদিয়া বন্দরে আসা সব জাহাজের যাত্রীদেরই স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে উ সন্দেহ হলে তাঁদের রাখা হচ্ছে পর্যবেক্ষণে।

পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি সংসদ চত্বরে প্রতিবাদ বঙ্গ বিজেপি সাংসদদের

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): এবার প্রতিবাদে নেমে পড়লেন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সাংসদরাও। 'মহিলাদের উপর অত্যাচার বন্ধ হোক, 'পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র বাঁচাও', 'ধর্ষণ বন্ধ হোক পশ্চিমবঙ্গে', 'ধর্ষকদের সরকার আর নেই দরকার', 'নারী নির্যাতনকারী সরকার আর নেই দরকার'-এই সমস্ত স্লোগান তুলে এবং হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে সংসদ চত্বরে প্রতিবাদ মুখর হলেন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সাংসদরা।

পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগ তুলে শুক্রবার সকালে সংসদ চত্বরে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে প্রতিবাদ মুখর হন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সাংসদরা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের বিরুদ্ধে সংসদ চত্বরে গর্জে ওঠেন বঙ্গ বিজেপি সাংসদরাউ উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ, লকেট চট্টোপাধ্যায়, নিশীথ প্রামাণিক, সুভাষ সরকার, সৌমিত্র খাঁ প্রমুখ বিজেপি সাংসদরা।

খালেদা জিয়ার কারাবাসের দুই বছর পূর্তিতে ঢাকায় ঐক্যফ্রন্টের সমাবেশ আজ

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ০৭।। আজ ৮ ফেব্রুয়ারি শনিবার খালেদা জিয়ার কারাবাসের দুই বছর পূর্তির দিনে রাজধানীতে একটি প্রতিবাদ সমাবেশ করবে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট। ড় কামাল হোসেনের সভাপতিত্বে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।ড়কামালের পে লিখিত বক্তব্য পাঠকালে মোহসেন বলেন, জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট খালেদা জিয়াকে কারাগারে আটক রাখার প্রতিবাদ জানিয়ে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) একটি প্রতিবাদ সমাবেশ করবে।তিনি বলেন, বিএনপি চেয়ারপার্সনের মুক্তির দাবিতেই তাদের এই কর্মসূচি।মোহসেন বলেন, ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতারা সকাল ১১টায় শুরু হওয়া এই কর্মসূচিতে বক্তব্য দেবেন।

২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় নিম্ন আদালত পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়ার পরে খালেদা জিয়াকে পুরান ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। পরে উচ্চ আদালত এই মামলায় তার সাজা বাড়িয়ে রায় দেয়।একই বছর খালেদা জিয়া অন্য একটি দুর্নীতির মামলায় দোষী সাব্যস্ত হন। যদিও তার দল দাবি করেছে, দুটি মামলাই ব.াজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।বিএনপি প্রধান গত বছরের ১ এপ্রিল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) চিকিৎসা নিচ্ছেন।

বারুইপুরেউদ্ধার বিপুল পরিমান অস্ত্র, ধৃত ৬

বারুইপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : পরপর দু'টি অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে অভিযান চালিয়ে ধৃত এক অস্ত্র ব্যবসায়ী-সহ পাঁচ দুষ্কৃতী। তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমান আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বারুইপুরের জীবনতলা এলাকায় পাঁচ দুষ্কৃতী ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে তাদের হাতেনাতে পাকড়াও করে পুলিশ। অন্যদিকে বকুলতলা এলাকা থেকে অস্ত্র পাচারের সময় আরও এক অস্ত্র ব্যবসায়ীকে ধরে ফেলে পুলিশ। শুক্রবার তাদের আলিপুর আদালতে তোলা হয়। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে জীবনতলা থানার পুলিশ দেউলি এলাকায় হানা দেয়। সেখানে একটি ভেড়ির কাছে পাঁচ কুখ্যাত দুষ্কৃতীরা জড় হয়েছিল। পুলিশ হানা দিয়ে হাতেনাতে পাকড়াও করে তাদের। এদের মধ্যে দুজন এর আগে ডাকাতি ও অস্ত্র পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিল। ধৃতরা হল শওকত মোল্লা, গোলাম মোল্লা, আতিয়ার রহমান, হাবিবুর মোল্লা, ও শরিফুল মল্লিক। ধৃত দুষ্কৃতীদের কাছ থেকে একটি দেশি একনলা বন্দুক ও এক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে পুলিশ। জেরাতে তারা জানিয়েছে, ডাকাতির উদ্দেশ্যে তারা জড়ো হয়েছিল।

অন্যদিকে, বারুইপুর জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ জয়নগরের বকুলতলা থানার পাঁচ নম্বর মনিরতট এলাকায় হানা দিয়ে সেলিম দর্জি নামে এক অস্ত্র ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে। তার কাছ থেকে তিনটি ওয়ান শটার বন্দুক ও চার রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই সমস্ত অস্ত্রগুলি বিভিন্ন জায়গা বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে আসছিল। রাস্তার মধ্যেই অস্ত্র-সহ তাকে গ্রেফতার করা হয়। জিবনতলা ও বকুলতলা থানার তরফে ধৃতদের শুক্রবার আলিপুর আদালতে তোলা হবে। ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। অস্ত্র আইনেও মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

মহারাষ্ট্র : ভিওয়াণ্ডিতে পোশাক তৈরির ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন, আহত দমকল কর্মী

থাণে, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স): ফের অগ্নিকাণ্ড মহারাষ্ট্রে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মহারাষ্ট্রের থাণে জেলার, ভিওয়াণ্ডি শহরে একটি জামাকাপড় ও পোশাক তৈরির ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট ছ''টি ইঞ্জিন। আগুন নেভানোর সময় আচমকাই ভেঙে পড়ে ফ্যাক্টরির একাংশ, তখনই আহত হয়েছেন একজন দমকল কর্মী। তবে, এই অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির কোনও খবর নেই। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় বৃহস্পতিবার গভীর রাতে নিয়ন্ত্রণে এসেছে আগুন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভিওয়াণ্ডি-কল্যাণ হাইওয়ে বরাবর হনুমান টেকড়ি রোডে অবস্থিত একটি জামাকাপড় ও পোশাক তৈরির ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট ছ''টি ইঞ্জিন। জামাকাপড় ও পোশাক তৈরির ফ্যাক্টরিতে প্রচুর পরিমানে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

আগুন এতটাই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে, আগুনের তীব্রতায় ভেঙে পড়ে ফ্যাক্টরির একাংশ। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন একজন দমকল কর্মী। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দমকল সূত্রের খবর, দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুন। এই অগ্নিকাণ্ডে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

করোনাভাইরাস সংক্রমণে চিনে মৃত্যু বেড়ে ৬৩৬, আক্রান্ত ৩১,১৬১ জন

বেজিং, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মৃত্যু-মিছিল থামছেই না চিনে। বৃহস্পতিবারই কমপক্ষে ৭০ জনের মৃত্যু হয়েছে করোনাভাইরাসের হানায়। ফলে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত চিনে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৩৬। মৃত্যুর পাশাপাশি হু হু করে বেড়েই চলেছে আক্রান্তের সংখ্যাও। এই মুহূর্তে যা প্রায় ৩১ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। হুবেই প্রদেশ-সহ সমগ্র চিনে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩১,১৬১ জন।

শুক্রবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, করোনাভাইরাসের হানায় বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৭০ জনের। ৬৯ জনেরই মৃত্যু হয়েছে হুবেই প্রদেশে। সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৬৩৬। হুবেই-সহ চিনের অন্যান্য প্রদেশে আক্রান্তের সংখ্যা ৩১,১৬১ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের উৎসস্থল চিনের হুবেই প্রদেশে আরও ৬৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,১০০ জন।

পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি : সংসদ চত্বরে প্রতিবাদ বঙ্গ বিজেপি সাংসদদের

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): এবার প্রতিবাদে নেমে পড়লেন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সাংসদরাওউ 'মহিলাদের উপর অত্যাচার বন্ধ হোক, 'পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র বাঁচাও', 'ধর্ষণ বন্ধ হোক পশ্চিমবঙ্গে', 'ধর্ষকদের সরকার আর নেই দরকার', 'নারী নির্যাতনকারী সরকার আর নেই দরকার'-এই সমস্ত স্লোগান তুলে এবং হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে সংসদ চত্বরে প্রতিবাদ মুখর হলেন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সাংসদরা। পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগ তুলে শুক্রবার সকালে সংসদ চত্বরে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে প্রতিবাদ মুখর হন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সাংসদরা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের বিরুদ্ধে সংসদ চত্বরে গর্জে ওঠেন বঙ্গ বিজেপি সাংসদরাউ উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ, লকেট চট্টোপাধ্যায়, নিশীথ প্রামাণিক, সুভাষ সরকার, সৌমিত্র খাঁ প্রমুখ বিজেপি সাংসদরা।

১২ বছরের বালিকাকে গণধর্ষণ, গ্রেফতার চার

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ফের গণধর্ষণের অভিযোগ শহরের বুকে। এবার ১২ বছরের বালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল। বেহালার পর্ণশ্রী থানায় অভিযোগ দায়ের বালিকার পরিবার। ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে চারজনকে।

বুধবার সকালবেলা দুই বন্ধুর সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরোয় সপ্তম শ্রেনীর ওই বালিকা। বৃহস্পতিবার সারারাত কেটে গেলেও বাড়ি ফেরেনা ওই বালিকা। এরপর বৃহস্পতিবার মধ্য রাতে বেহালার পর্ণশ্রী থানায় মিসিং ডায়েরি করে ওই বালিকার বাড়ির লোকেরা উপুলিশ সুত্রে খবর শুক্রবার সকালে বাড়ি ফিরে তার সাথে ধর্ষণের কথা বাড়ির লোকলে জানায় ওই বালিকা। এরপর বেহালার পর্ণশ্রী থানায় অভিযোগ দায়ের করে বালিকার পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে ৪ জনকে গ্রেফতারও করেছে পুলিশ। মোমিনপুর এলাকায় ১২ বছরের ওই বালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লিতে গুদামে বিধংসী আগুন হতাহতের খবর নেই

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা কমছে না, বরং দিন দিন আরও বেড়েই চলেছেউ ফের অগ্নিকাণ্ড দিল্লিতে। শুক্রবার ভোর ৪.৩০ মিনিট নাগাদ দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির বিজওয়াসনের আম্বেদকর কলোনিতে অবস্থিত একটি গুদামে ভয়াবহ আগুন লাগে। ওই গুদামের ভিতরে প্লাস্টিক-সহ বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী মজুত ছিল। গুদামের ভিতরে প্রচুর পরিমাণে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুনরে লেলিহান শিখা। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট ১৪টি ইঞ্জিন। আগুন এতটাই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে, দমকল কর্মীদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়উ যদিও, দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টার পর নিয়ন্ত্রণে এসেছে আগুন।

দিল্লি-র দমকল অফিসার অতুল গর্গ জানিয়েছেন, শুক্রবার ভোর ৪.৩০ মিনিট নাগাদ আম্বেদকর কলোনিতে অবস্থিত একটি গুদামের গ্রাউন্ড ফ্লোর ও এক-তলায় আগুন লাগে। ৭০০ স্কোয়ার ফুট প্লটের মধ্যে অবস্থিত গুদামটি। ওই গুদামের ভিতরে প্লাস্টিক-সহ বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী মজুত ছিলউ দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় শুক্রবার সকালে নিয়ন্ত্রণ এসেছে আগুনউ এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইউ আগুন লাগার প্রকৃত কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

অসমে প্রধানমন্ত্রী মোদী, গুয়াহাটি বিমানবন্দরে উষ্ণ অভ্যর্থনা রাজ্যপাল—মুখ্যমন্ত্রী-নেডা আহ্বায়কের

গুয়াহাট, কোকরাঝাড় (অসম) ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নির্ধারিত সময় ১২.২০ মিনিটে বিশেষ উড়ানে গুয়াহাটির গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পদার্পণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিমানবন্দরে তাঁকে ফুলাম গামোছা, ফুলের তোড়া দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি, মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-এর আহ্বায়ক তথা অসমের বহু দফতরের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি, মন্ত্রী কেশব মহন্ত, বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিত কুমার দাস প্রমুখ বহু।

বিমানবন্দরের লাউঞ্জে রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, নেডা-র আহ্বায়ক এবং কোকরাঝাড়ের নির্দল সাংসদ নবকুমার শরণিয়ার সঙ্গে এক বৈঠকে বসেছেন প্রধানমন্ত্রী। বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রী হেলিকপ্টারে সোজা চলে যাবেন গুয়াহাটি থেকে সড়কপথে প্রায় ২১৩ কিলোমিটার দূরে কোকরাঝারের জানক্রিথাই ফথার মাঠে অস্থায়ী হেলিপ্যাডে। হেলিপ্যাড থেকে প্রধানমন্ত্রীকে শোভাযাত্রার মাধ্যমে সভামঞ্চে নিয়ে যাওয়া হবে। এজন্য হাজার হাজার মানুষ প্রধানমন্ত্রীর আগমনের জন্য অপেক্ষা করছেন। ইতিমধ্যে আজ (শুক্রবার) ভোররাত থেকে এই অনুষ্ঠানস্থল জানক্রিথাই ফথার মাঠে লক্ষাধিক জনতার সমাবেশ ঘটেছে। গোটা বিটিএডি আজ আনন্দের জোয়ারে ভাসছে। প্রসঙ্গত বড়ো শান্তিচুক্তি সম্পাদন উপলক্ষ্যে আজ বিজয়োৎসবের আয়োজন করা হয়েছে কোকরাঝাড়ে। বিজয়োৎসবের প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁকে উষ্ণ স্বাগত জানাতে ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে। উচ্ছ্বসিত বিটিএডি-র অন্তর্গত চার জেলার মানুষ।

ইসলামপুরের বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরীর বাসভবনে ধারাল অস্ত্রের আঘাতে যুবক জখম

ইসলামপুর,৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : শুক্রবার বিকেলে উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরীর বাসভবন গোলঘরে ধারাল অস্ত্রের আঘাতে এক যুবক জখম হওয়ার ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়াল। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিধায়কের বাড়িতে বিশাল পুলিশ মোতায়েন করা হয়। জানা গিয়েছে জখম যুবকের নাম টুবু রেজা।

খোদ বিধায়কের বাড়িতে এই ঘটনা কী ভাবে ঘটল তা নিয়ে রাজনৈতিক জল্পনা তুঙ্গে। করিমের ছেলে তথা পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মেহতাব চৌধুরী বলেন, 'কলেজ নিয়ে গোলঘরে একটি বৈঠক চলছিল। সেই সময় পুরোনো একটি বিবাদ নিয়ে দুটি এলাকার কিছু যুবক মারপিটে জড়িয়ে পড়ে। একজন ছুরি আঘাতে জখম হয়েছে। ঘটনার বিষয়ে জানতে চেয়ে আব্দুল করিমকে বার বার ফোন করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি। ইসলামপুর থানার আইসি শমীক চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ঘটনার তদন্ত চলছে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে'।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা বকুলতলায় আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার দুষ্কৃতী

বকুলতলা (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বকুলতলায় আগ্নেয়াস্ত্র-সহ একজন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল বারুইপুর জেলা পুলিশ ও বকুলতলা থানার পুলিশ। ধৃত দুষ্কৃতীর নাম সেলিম দর্জি ওরফে ভোলে (৩৬)। সেলিমের বাড়ি বকুলতলা থানার অন্তর্গত মধ্য মনিরতট গ্রামে। উদ্ধার হয়েছে তিনটি একনলা ছোট পাইপগান এবং চার রাউন্ড গুলি।

পুলিশ সূত্রের খবর, গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে বকুলতলা থানার অন্তর্গত ময়দা গ্রাম পঞ্চায়েতের মনিরতট গ্রামের বাসিন্দা সেলিম দর্জির বাড়িতে অভিযান চালানো হয়উ ওই অভিযানে সেলিমের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তিনটি ছোট পাইপগান এবং চারটি গুলি। এই ঘটনায় সেলিমকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশউ ধৃতের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

রাজ্যপালের শরনাপন্ন হলেন বৈশাখী

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : এবার মুশকিল আসানের লক্ষ্যে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের শরনাপন্ন হলেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। মিল্লি আল আমিন কলেজের অধ্যক্ষা ছিলেন কলকাতার প্রাক্তন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবী বৈশাখী। একসময় তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের নেত্রীও ছিলেন। কিন্তু শোভনবাবুর সঙ্গে তৃণমূলের সম্পর্ক খারাপ হওয়ার পর বৈশাখীর ওই সাংগাঠনিক পদটি যায়। দীর্ঘদিন ধরে নিজের কলেজেও শুরু হয় অশান্তি। তিনি শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার কথা বলেন। তাতে সুরাহা না হওয়ায় রেগেমেগে মাস তিন আগে বৈশাখী পদত্যাগ করেন। যদিও শিক্ষামন্ত্রী তা গ্রহণ করেননি।

এই অবস্থায় গত সপ্তাহে বৈশাখী ফের দেখা করেন শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে। শিক্ষামন্ত্রী তাঁকে বলেন, কলেজের সমস্যা খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। এদিকে বৈশাখী কলেজে ঢুকতে পারছেন না সেখানকার কিছু শিক্ষক ও অশিক্ষকের বাধায়। স্থানীয় থানায় ডায়েরি করেও লাভ হয়নি। শেষ পর্যন্ত রাজ্যের 'শত্রু' রাজ্যপালের সঙ্গে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দেখা করেন বৈশাখী। সূত্রের খবর, রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে যাবতীয় রাগ তিনি উগরে দিয়ে সুবিচার চেয়েছেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে বাড়তি কিছু কথা বললে শাসক শিবির তার মোকাবিলায় কী অবস্থান নেয়, সে দিকে তাকিয়ে রাজনৈতিক মহলন এদিকে রাজ্যপালের ভাষণের আগে অধ্যক্ষ বিমান বন্দোপাধ্যায়ের ঘরে অনুষ্ঠিত হয় সর্বদলীয় বৈঠক। পাশাপাশি ভাষণ পর্বের আগে বসেছে তৃণমূল পরিষদীয় দলের বৈঠক।

যাদবপুরে ছাত্রভোটে প্রার্থী দিল এবিভিপি

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রভোটে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) এই প্রথম প্রার্থী দিল।বৃহস্পতিবার ছিল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। স্ক্রুটিনিও হয় একই দিনে। ভোট ১৯ ফেব্রুয়ারি। ঠিক হয়েছে, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কলা বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে তারা। অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে লড়াইয়ে রয়েছে টিএমসিপি-ও। বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিভিপি শাখা সম্পাদক সুমন চন্দ্র দাস হিন্দুস্থান সমাচারকে জানান, এই প্রথম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রভোটে প্রার্থী দিল এবিভিপি। ইঞ্জিনিয়ারিং ও কলা বিভাগের মোট ৯টি বিভাগেই আমাদের প্রার্থী দেওয়া হয়েছে।

ছাত্র সংসদের কার্যনির্বাহী প্রতিটি পদেই প্রার্থী দিয়েছে এবিভিপি। দু'টি বিভাগে প্রায় ১৫০ শ্রেণি-প্রতিনিধি পদে প্রার্থী দেওয়া হয়েছে। কলা বিভাগের ছাত্র সংসদের চেয়ারপার্সন-পদে এবিভিপির হয়ে দাঁড়িয়েছেন ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগের ছাত্র শুভদীপ কর্মকার। যাদবপুরে নতুন ছাত্র জোট ডেমোক্র্যাটিক স্টুডেন্টস অ্যালায়েন্সে থাকতে চাইছেন না কিছু দিন আগে এসএফআই থেকে বেরিয়ে আসা পড়ুয়ারা। তাঁদের পক্ষে জয়দীপ দাস জানান, তাঁরা আলাদা ভাবেই ভোটে লড়বেন।

রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানে অন্তর্গত কর্মচ্যুত অশিক্ষক কর্মচরীরা শুক্রবার আগরতলায় রাজ্য সরকারের কাছে সহায়তার দাবি জানিয়েছে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

মুক্তি পেল 'লাভ আজ কাল পরশু'— এর ট্রেলার, একই দিনে মুক্তি পাবে দু'টি ছবি!

শনিবার মুক্তি পেল 'লাভ আজ কাল পরশু' ছবির ট্রেলার। আর ছবিটি মুক্তি পাবে। কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে তাই না? 'লাভ আজ কাল ২' বলে ১৪ ফের্বুয়ারি আরও একটি ছবি বেরনোর কথা না? না, না, সেটি হিন্দি, ইমতিয়াজ আলির পরিচালনা। আর এটি শুদ্ধ বাংলা। 'লাভ আজ কাল পরশু', পরিচালনায় প্রতীম ডি গুপ্ত। কিন্তু একইদিনে পর্দায় একই নামের দু'টো ছবির মুক্তি পাওয়া কি নেহাতই কাকতালীয়? নাকি বঙ্গ পরিচালক অত্যন্ত ভেবেচিন্তেই এই দিনটিকে বেছে নিয়েছেন? একে তো প্রেমের দিন, তার ওপরে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে নামাও যাবে। ফলাফল কী হবে সেটা নিয়ে পরে ভাবলেও চলবে। আপাতত, 'লাভ আজ কাল পরশু' সম্পর্কে একটু কথা বলা যাক। কিতা গান্ধী ও দেব অরিজিতের গাওয়া 'শুনে নে' গানটা তো এরইমধ্যে ইউটিউবে দ্বিতীয় ট্রেন্ডিং গান হিসেবে নাম কিনে নিয়েছে। ছবির বিষয়বস্তু নিয়ে জিজ্ঞেস করাতে পরিচালক প্রতীম ডি গুপ্ত জানালেন, 'তিনটি গল্প, দু'টি আত্মা, একটি অনুভূতি'। পরিচালকের এই মন্তব্য ও ট্রেলার দেখে যেটুকু বোঝা যাচ্ছে, বহুদিন পর বাংলা নিখাদ একটি প্রেমের গল্প দেখবে। তিনটি জুটি, তাঁদের সম্পর্কের টানাপোড়েন। আবার আলাদা আলাদা ভাবে চরিত্রগুলো কীভাবে অন্য সম্পর্কগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে তারই কাহিনি। প্রেম কীভাবে আজ, কাল, পরশু ও তারপরের অনেক অনেক দিন পর্যন্ত মানুষকে জুড়ে রাখে, সেটাই উপলব্ধি করতে চাইছে এই সমস্ত চরিত্র। পারবে কি? জানতে গেলে অপেক্ষা করুন ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। অভিনয়ে দেখা যাবে মধুমিতা সরকার, অর্জুন চক্রবর্তী, পাওলি দাম, অনিন্দিতা বোস, অনির্বান চক্রবর্তী, অভিজিত গুহ ও আরও অনেককে। মফঃস্বলের অলিতে গলিতে সাইকেল নিয়ে প্রেম করার অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে, একমাত্র তাঁরাই কার্তিক আরিয়ানের এই গল্পটি শুনলে মজা পাবেন। মফস্বলের ধর্ম সব জায়গাতেই এক। মধ্যপ্রদেশের ছোট একটি শহর গোয়ালিয়র। আর সেই শহরের অলিগলিতে স্কুলের পোশাক পরা দুই প্রেমিক—প্রেমিকা হাতে হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধু পাশ দিয়ে কেউ চলে গেলে মুখটা ঢেকে নিচ্ছে। যদি কেউ দেখে, তাহলে আর রক্ষে নেই। সেই কিশোর—কিশোরীর বাড়িতে গিয়ে বলে দেবে। আর তারপরে মা—বাবার হাতে পিটুনি। এই গল্পটি বললেন অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান। একসময় তাঁকেও এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কপিল শর্মার কমেডি শোয়ে গিয়ে তাঁর ছোটবেলার এই মিষ্টি প্রেমকাহিনির স্মৃতি সবার সঙ্গে ভাগ করে নিলেন কার্তিক। তখন অভিনেতার বয়স ১৬। স্কুলের সহপাঠীর সঙ্গেই প্রেম করতেন তিনি। একই বেঞ্চে পাশাপাশি বসতেন। একজন হোমওয়ার্ক করে আনলে অন্যজনকে দেখাতেন। কিন্তু স্কুল থেকে বেরিয়ে প্রেম করার সময়েই তাঁদের ভয়ে প্রাণ কাঁপত। তাই দু"একবার একটি চলতি প্রথার সাহায্য নিতেই বাধ্য হলেন ওই প্রেমিক যুগল। কেউ দেখে ফেললে বা কেউ জিজ্ঞেস করলে কার্তিক বলতেন, তাঁরা আসলে তুতো—ভাইবোন। ১৪ ফেব্রুয়ারি তাঁর নতুন ছবি "লাভ আজ কাল ২" মুক্তি পাবে।

নবাবী মেজাজে দেখা দিলেন নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি

দেবলীনা ব্যানার্জীঃ রোমান্টিক কমেডি সবসময়ই দর্শকদের পছন্দের তালিকায় এক নম্বরে থাকে। এমনই একটি কমেডির ইঙ্গিত পাওয়া গেল নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকির আসন্ন ছবি " মোতিচুর চাখনাচুর "এর ট্রেলারে। কমেডির সাথে রোমান্সের তড়কা আর নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকির মতো অভিনেতার উপস্থিতি। ভিন্ন স্বাদের গল্প আর ভিন্ন স্বাদের জুটি। মোতিচুর এ নওয়াজের বিপরীতে রয়েছেন সুনীল শেট্টির কন্যা আথিয়া শেট্টি।

আথিয়াকে বেশ মিষ্টি দেখাচ্ছে ট্রেলারে। এখন এই নতুন জুটি কি ধামাল করতে পারে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত। সেদিনই মুক্তি পাচ্ছে "মোতিচুর চাখনাচুর"। ছত্রিশ বছর বয়সী পুস্পিন্দর পান্ডে বিয়ের জন্য পাগল। যদিও কথাতেই আছে 'শাদি কা লাড্ডু জো খায়া বো ভি পস্তায়া, অউর জো না খায়া বো ভি পস্তায়া'। তাই বিয়ে না করে আপশোস না করার থেকে বিয়ে করে বিবাহিত জীবনে ভোগাটাই অনেকের কাছে শ্রেয় বলে মনে হয়।এটাই মত পুস্পিন্দর পাণ্ডে ওরফে নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকিরও। তাঁর কথায়, '৩৬ বছর বয়স তো হল আর কত দিন একা থাকব?' অতঃপর শুরু হয় মেয়ে খোঁজা। "মোতিচুর চাখনাচুর" নামে ছবিটি ঠিক এরকমই এক বিয়ে পাগল লোকের গল্প নিয়ে তৈরি।অন্যদিকে আথিয়া শেট্টি একটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে, যার স্বপ্ন বিয়ের পর সে বিদেশে পাড়ি দেবে বরের সঙ্গে। অতএব, বাড়ি থেকে পাত্র খুঁজলে যেন বিদেশে প্রতিষ্ঠিত পাত্রই খোঁজা হয়, এটাই তার একমাত্র চাহিদা। শুধু এনআরআই স্বামী চাই তার, সে দেখতে যেমনই হোক !এমনই এক পরিস্থিতিতে আথিয়ার দেখা হয় পুস্পিন্দর ওরফে নওয়াজউদ্দিনের সঙ্গে। সে জানতে পারে যে দুবাইয়ে থাকে পুস্পিন্দর, অতঃপর তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসে। এরপরই আথিয়ার পরিবারের লোক জানতে পারেন যে পাত্র মোটেই বিদেশে থাকে না। তারপর? আদৌ কি পুসপিন্দর পাণ্ডের বিয়ে করার ইচ্ছেপূরণ হবে? ট্রেলারে তার জবাব নেই, জবাব খুঁজতে অপেক্ষা করতে হবে ছবি মুক্তি পর্যন্ত। মজাদার এই ছবিতে নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি ও আথিয়া শেট্টির সঙ্গে দেখা যাবে বিভা ছিব্বের, নভনী পরিহার, বিবেক মিশ্র ও করুণা পান্ডেদের মত অভিনেতাদের।

ফিরছে অক্ষয়-ভূমি জুটি, ছবির নাম জানেন?

বছর কয়েক আগে "টয়লেট এক প্রেম কথা" ছবিতে দর্শকের মন কেড়েছিল অক্ষয় কুমার-ভূমি পেডনেকর জুটি। তারপর থেকে এই দুই অভিনেতা-অভিনেত্রীকে একসঙ্গে পর্দায় আর দেখা যায়নি। এবার বোধহয় সেই খরা কাটতে চলেছে। তবে এবার ছবির প্রধান চরিত্র ভূমি। তাঁকে যে চরিত্রে দেখা যাবে তার নাম দুর্গাবতী। চরিত্রের নামেই ছবির নাম- "দুর্গাবতী"। ছবিটি একটি স্কেয়ারি থ্রিলার।সম্প্রতি "দুর্গাবতী" ছবির কথা টুইটারে ঘোষণা করেছেন অক্ষয় কুমার। সেখানে প্ল্যাকার্ড হাতে তাঁকে ও ভূমিকে দেখা গিয়েছে। অক্ষয়ের হাতে যে প্ল্যাকার্ডটি রয়েছে, সেখানে লেখা আছে "প্রেজেন্টার"। আর ভূমির হাতে যেটি রয়েছে, সেখানে লেখা "হিরো"। অর্থাত দুর্গাবতীর ভূমিকায় দেখা যাবে ভূমিকে। ছবিটি পরিচালনা করবেন অশোক। পরের বছর জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে শুরু হবে ছবির শুটিং।ভূমি পেডনেকর এখন "পতি পত্নী অউর উয়ো" ছবির প্রোমোশনে ব্যস্ত। ৬ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে ছবিটি। ছবিতে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করবেন কার্তিক আরিয়ান ও অনন্যা পাণ্ডে। ১৯৭৮ সালের "পতি পত্নী অউর উয়ো" ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল। সেই ছবিটিকেই এ যুগের মতো করে বানিয়েছেন পরিচালক মুদ্দাসর আজিজ। অন্য দিকে অক্ষয় কুমারের ছবি "গুড নিউজ" মুক্তি পাবে ২৭ ডিসেম্বর। শুক্রাণুর অদলবদল নিয়ে দুই পরিবারের গল্প উঠে এসেছে ছবিতে। ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশনের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে "গুড নিউজ"। এই ছবিতে অক্ষয়ের বিপরীতে অভিনয় করেছেন করিনা কাপুর খান।

জয়েন্টের ব্যথা বাড়িয়ে দেয় এই ৩ টি খাবার

জয়েন্টে ব্যথা বেশ প্রচলিত একটি সমস্যা। আর্থাইটিস ও গাউট জয়েন্টে ব্যথা হওয়ার অন্যতম দুটি কারণ। এ ছাড়া মাসেল স্ট্রেইনস, লিউকেমিয়া, বুরসাইটিস ইত্যাদি সমস্যার কারণে জয়েন্টে ব্যথা হতে পারে।কিছু খাবার রয়েছে, যেগুলো ব্যথাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। তাই জয়েন্টের ব্যথা হলে এ খাবারগুলো এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। জয়েন্টের ব্যথা বাড়িয়ে তোলে এমন কিছু খাবারের নাম জানিয়েছে স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়েবসাইট টপ টেন হোম রেমেডি।১. প্রক্রিয়াজাত মাংস ও লাল মাংসপ্রক্রিয়াজাত মাংস ও লাল মাংসের মধ্যে রয়েছে পিউরিন নামের প্রোটিন। এটি গাউটের লক্ষণকে বাড়িয়ে তোলে।এ ছাড়া প্রক্রিয়াজাত খাবারে এমন কিছু বিষাক্ত পদার্থ রয়েছে, যেগুলো প্রদাহ বাড়িয়ে তোলে। এমনকি মাংস খেলেও শরীরের প্রদাহ বাড়ে। তাই জয়েন্টে ব্যথা হলে এ ধরনের খাবার খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দেওয়াই ভালো।২. পরিশোধিত চিনি বা কৃত্রিম চিনিপরিশোধিত চিনি বা কৃত্রিম চিনিতে এজিইএস নামে বিষাক্ত উপাদান থাকার কারণে এটি প্রদাহ বাড়ায়। পাশাপাশি অতিরিক্ত ক্যালরি থাকার কারণে এটি ওজনকেও বাড়িয়ে তোলে। অতিরিক্ত ওজন জয়েন্টের ওপর চাপ ফেলে এবং ব্যথা বাড়ায়।

পায়ের আঙ্গুলে মিলবে ভাগ্যের ইঙ্গিত

হাতের রেখা দেখে তো জ্যোতিষীরা বিচার করেন। কিন্তু কখনও কখনও দেখবেন জ্যোতিষীরা পাও দেখতে চান। আসলে খুব বেশি বিচার না করে পায়ের আঙুলের মাপ দেখেই বোঝা যায় একটা মানুষের চরিত্র এবং সুখ ভোগের কপাল। এ কারণেই তো প্রাচীনপন্থীরা বিয়ের কনে দেখতে এসে পায়ের পাতা ভালো করে দেখতেন।আসুন দেখে নেওয়া যাক পায়ের কোন আঙুলে কেমন ভাগ্য ও সুখ-ভোগ রয়েছে।বুড়ো আঙুল : যদি পায়ের বুড়ো আঙুল অন্য আঙুলের থেকে তুলনায় বড় হয়, তবে তিনি ভাগ্যবান। তিনি সৃষ্টিশীল, বুদ্ধিমান ও গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতে পারেন। কোন সমস্যাকে নানাদিক থেকে বিচার করে সমাধানের পথ খুঁজতে পারেন। আর বুড়ো আঙুল যদি একটু ছোট হয়, তা হলে তিনি অনেক কাজে পারদর্শী হন। দ্বিতীয় আঙুল : বুড়ো আঙুলের পরের আঙুলটি বুঝিয়ে দেয়, একজন মানুষ জীবন থেকে কী চাইছেন। সেটি বাকি সবগুলো আঙুলের থেকে বড় হলে বুঝতে হবে, তিনি জীবনে যা চান তা পেয়েছেন বা পাবেন। এই ধরনের মানুষের মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। দ্বিতীয় আঙুলের সঙ্গে তৃতীয় আঙুলের মধ্যে দূরত্ব বেশি হলে বুঝতে হবে তিনি খুবই আবেগপ্রবণ।তৃতীয় আঙুল : তৃতীয় আঙুলটি যাদের সবচেয়ে বড়, তাদের কর্মক্ষমতা খুব বেশি। যে কোন কাজে উতসাহের কমতি নেই। সব সময়ে নিখুঁত কাজ করা এদের পছন্দ। আঙুলটি যদি একটু ছোট হয়, তবে তিনি প্রতি মুহূর্তে জীবনকে উপভোগ করে বাঁচেন।চতুর্থ আঙুল : পায়ের চতুর্থ আঙুলটি বলে দেয়, আপনার জীবনে সম্পর্কের ভূমিকা ঠিক কতটা। এই আঙুলটি অন্যগুলোর তুলনায় বড় হওয়া মানে তার কাছে পরিবার সবার আগে। আঙুলটি একটু গুটিয়ে থাকলে তাদের সঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্কে সমস্যা হতে পারে।কড়ে আঙুল : কড়ে আঙুলটি যদি বেশ লম্বা হয় তবে বুঝতে হবে, তার মধ্যে এখনও শিশুসুলভ হাবভাব লুকিয়ে রয়েছে। এরা খুব অস্থির প্রকৃতির হন। খুব তাড়াতাড়ি কোন কিছুতে বিরক্ত হয়ে যান।

২০২৩ সাল থেকে আকাশে চলবে ট্যাক্সি!

গত মঙ্গলবার থেকে আমেরিকার লাস ভেগাসে শুরু হয়ে গেছে ২০২০-র বিশ্বের সবথেকে বড় ইলেকট্রনিক্স সম্মেলন কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স শো বা সিইএস ২০২০। এই শোতে ভবিষ্যতে তৈরি হতে চলা বেশকিছু নতুন ইলেকট্রনিক্স জিনিস, এবং বেশ কিছু কোম্পানির ভবিষ্যত কার্যক্রম লঞ্চ করা হয়েছে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আপনাদের জানাবো। জাপানে টয়োটা ১৭৫ একর জায়গা নিয়ে ভবিষ্যতের শহর তৈরি করার পরিকল্পনা নিচ্ছে যাদের থাকবে নতুন ধরনের রাস্তা, রোবট ইত্যাদি। সঙ্গে ২,০০০ জন মানুষও এই শহরে থাকতে পারবেন। এই শহরটিকে উইভেন সিটি (বোনা শহর) নাম দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও হুন্ডাই এবং উবের মিলে শুরু করতে চলেছে এয়ার ট্যাক্সি প্রোজেক্ট। যা আগামী ২০২৩ এরমধ্যে লঞ্চ করা হবে। দূষণ থেকে বাঁচার জন্য তৈরি করা হচ্ছে নতুন ধরনের ফেস মাস্ক।

স্যামসাং আনতে চলেছে ইনভিজিবল কিবোর্ড। যেটি ফোনের সেলফি ক্যামেরার মাধ্যমে আপনার আঙুলের নড়াচড়া দেখে লিখবে।এছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি নতুন প্রজেক্ট যেমন মার্সিডিজ বেঞ্জের এভিটিয়ার কনসেপ্ট গাড়ি, ঘরের নজরদারি করার জন্য একটি ছোট বলের আকৃতির রোবট আসতে চলেছে।

'নিজের বাবার সামনে কীভাবে এমন পোশাক পর, লজ্জা করে না'

খোলামেলা পোশাক পরে বাবা অনিল কাপুরের সঙ্গে ছবি তোলায় ব্যাপক সমালোচনার শিকার হয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী সোনম কাপুর।ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, আদিত্য রায় কাপুর ও দিশা পাটানি অভিনীত ছবি 'মালাং' ছবির প্রিমিয়ার শো অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার।সেখানে উপস্থিত ছিলেন বলিউডের অনেক তারকাই।এদিন বাবা অনিল কাপুরের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন সোনম কাপুর। আর সেই অনুষ্ঠানেই বাবার সামনে খোলামেলা কাপড় পরে ক্যামেরার সামনে পোজ দেন তিনি। আর তাতেই ট্রলের শিকার হন এই অভিনেত্রী।বাবার সামনে মেয়ের এমন পোশাক পরায় নেটিজেনরা তার সমালোচনা করেছেন।কেউ কেউ সোনমের কাণ্ডজ্ঞান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। আবার একজন বলেছেন, বাবার পাশে এভাবে দাঁড়াতে লজ্জা লাগছে না?আরেকজন লিখেছেন, নিজের বাবার সামনে কীভাবে এমন পোশাক পরে যাও তোমরা? লজ্জা করে না?বলিউড তারকাদের ট্রলের শিকার হওয়ার ঘটনা নতুন কিছু নয়। সম্প্রতি গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে পোশাক নিয়ে তুমুল বিতর্কের মুখে পড়েছিলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া।

বিয়ের সানাই বাজল আলিয়া-রণবীরের

অবশেষে বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হলো বলিউড তারকা আলিয়া ভাট ও রণবীর কাপুরের। আগামী ডিসেম্বরে শীতকালে তাদের বিয়ে হবে।আনন্দবাজার পত্রিকার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।জানা গেছে, মহেশ ভাট পরিবারও রণবীরকে জামাই হিসেবে ইতিমধ্যেই মেনে নিয়েছে।গত বছর মহেশ ভাট 'দ্য টেলিগ্রাফ'কে দেয়া এক সাক্ষাতারে রণবীর সম্পর্কে বলেন, 'অবশ্যই ওরা প্রেম করছে। আমি রণবীরকেভালোবাসি... ও খুব ভালো ছেলে। ওদের সম্পর্ককে ওরা কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে সেটা একান্তই ওদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত।'আপাতত সঞ্জয় লীলা বানসালীর 'গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি'র শুটিং করছেন আলিয়া। এরপর করণ জোহরের ড্রিম প্রজেক্ট 'তখত'-এর শুটিং শুরুকরবেন আলিয়া।এর মাঝেই বেজে উঠল বিয়ের সানাই।

স্মার্টফোন ব্যবহার করেন? হ্যাক থেকে বাঁচতে মেনে চলুন এই পদ্ধতি

এখন স্মার্টফোন সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে। ব্যক্তিগত তথ্য, ছবি ভিডিও ডকুমেন্ট স্টোর করে রাখার জন্য স্মার্টফোন সবথেকে ভালো ডিভাইস। কিন্তু এই স্মার্টফোনের ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্মার্টফোন হ্যাক হয়ে যাবার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আজ আমরা আপনাদের জানাবো কিভাবেআপনারা হ্যাকারদের থেকে বাঁচতে পারবেন- মোবাইলের অপারেটিং সিস্টেম নিয়মিতভাবে আপডেট করতে থাকুন তাহলে হ্যাকাররা আপনার ফোন সহজে হ্যাক করতে পারবে না। আপনার মোবাইলে একটু কঠিন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন যাতে সহজে আপনার ফোন অ্যাক্সেস করা না যায়। পাবলিক ওয়াইফাই ব্যবহার না করাই ভালো কারণ এই ধরনের ওয়াইফাইতে হ্যাকিংয়ের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কোন থার্ড পার্টি অ্যাপ স্টোর থেকে অ্যাপ ডাউনলোড করবেন না কেবলমাত্র গুগল প্লে স্টোর অথবা অ্যাপেলের অ্যাপস্টোর ব্যবহার করুন। আপনার ফোন হ্যাক হয়ে গেলে সবার আগে ইন্টারনেট বন্ধ করুন তারপর আপনার ফোনের সন্দেহজনক অ্যাপটিকে আনইন্সটল করুন।

তারপর সঙ্গে সঙ্গে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অ্যাপকে মোবাইল থেকে সরিয়ে ফেলুন এবং ব্যাংকের সঙ্গে কথা বলে অ্যাকাউন্ট ব্লক করুন।

ভিন্ন স্বাদের গল্প ও ভিন্ন স্বাদের জুটিতে

এঁরাই হলেন নতুন "পতি", "পত্নী" এবং "ও"! ছবি মুক্তি ৬ ডিসেম্বর এই বছর শীতের শুরুতেই বলিউড দর্শক পেতে চলেছেন একটি কমেডি ছবি যার মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন কার্তিক আরিয়ান, ভূমি পেডনেকর ও অনন্যা পাণ্ডে। এই ছবির শুটিং শুরু হওয়া থেকেই দর্শকের আগ্রহ তুঙ্গে ছবির কাস্টিংয়ের জন। ভূমি পেডনেকরের সঙ্গে কার্তিক আরিয়ানের পতি-পত্নী জুটি ও তৃতীয় ব্যক্তির চরিত্রে অনন্যা পাণ্ডে নিঃসন্দেহে ছবি নিয়ে মানুষের কৌতূহল বাড়িয়েছিল। সম্প্রতি ছবির ক্যারেক্টার পোস্টারগুলি প্রকাশ পেতেই ছবি নিয়ে আগ্রহ বেড়ে গিয়েছে কয়েক গুণ।এই পোস্টারগুলি তিন অভিনেতা-অভিনেত্রীই তাঁদের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডলে শেয়ার করেছেন। এই ছবিতে কার্তিকের চরিত্রের নাম চিন্টু ত্যাগী, যে চরিত্রটি নাকি এক আদর্শ স্বামীর চরিত্র। আর তার স্ত্রীর চরিত্রে রয়েছেন ভূমি পেডনেকর, চরিত্রের নাম বেদিকা ত্রিপাঠী। মজা করে নিজের চরিত্র সম্পর্কে লিখেছেন ভূমি যে চরিত্রটি নাকি ইমোশনালি হাই মেনটেনেন্স অর্থাত খুবই অভিমানী, তাই তাকে সব সময় একটু যত্নে রাখতে হয়।বালা টিমকে আগেই আইনি নোটিস পাঠিয়েছিলাম: অভিষেক পাঠকআর ওই পতি ও পত্নীর কেমিস্ট্রির মধ্যে ঢুকে পড়বে অনন্যা পাণ্ডে-অভিনীত চরিত্রটি যার নামটি এখনও জানা যায়নি।। কিন্তু পোস্টারে লেখা রয়েছে যে ও অগ্নিপথ হ্যায়, ইসসে কোই প্যার না কর পায়া। অর্থাত এমনই তার ক্যারিশ্মা যে তার সঙ্গে কারও প্রেম টিকে উঠতে পারে না।এই হাস্যরসাত্মক ছবিটি তিন তারকার কাছেই একটি অত্যন্ত বড় চ্যালেঞ্জ কারণ ১৯৭৮ সালের পতি পত্নী অউর ও ছবিটি বলিউড ছবির ইতিহাসে একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ছবি হিসেবে ধরা হয়।

ছেলে আদিত্যর সঙ্গে বিয়ে হতে চলেছে নেহার! ইঙ্গিত দিলেন উদিত নারায়ণ

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: "ইন্ডিয়ান আইডল"-এর মঞ্চে নেহা কক্করকে প্রেম নিবেদন করেছিলেন আদিত্য নারায়ণ। নেহাত মজার ছলেই বলেছিলেন, "মুঝসে শাদি করোগি?" কিন্তু বাবা যে ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নিয়ে নিয়েছেন, তা বোধহয় বুঝতেও পারেননি আদিত্য নারায়ণ।সম্প্রতি "ইন্ডিয়ান আইডল"-এর এসেছিলেন গায়ক উদিত নারায়ণ ও দীপা নারায়ণ। সেখানেই তিনি বলেন, "ইন্ডিয়ান আইডল" তাঁর কাছে স্পেশ্যাল। কারণ, তাঁর "পুত্রবধূ" এই শোয়ের বিচারকের আসনে রয়েছেন। শুধু উদিত নয়, তাঁর স্ত্রী দীপা নারায়ণেরও পুত্রবধূ হিসেবে নেহাকে মেনে নিতে আপত্তি নেই। আপত্তি নেই নেহার বাবা-মায়েরও। তাঁরাও "ইন্ডিয়ান আইডল"-এ এসে বলেছেন আদিত্য নারায়ণকে জামাই হিসেবে মেনে নিতে তাঁদেরও কোনও আপত্তি নেই। দুই পরিবার রাজি। কিন্তু মিয়া-বিবি কি রাজি? আদিত্য আর নেহা কিন্তু এ ব্যাপারে ঝেড়ে কাশেননি।"৪ বার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলাম", কুশলের মৃত্যুর পর বিস্ফোরক আরও এক অভিনেত্রীসম্প্রতি একটি পর্বে "অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল"-এর "চন্না মেরেয়া" গানটি গাইতে শুরু করেন এক প্রতিযোগী। নাম অদ্রিজ ঘোষ। অদ্রিজের গান শেষ হওয়ার পর, আচমকাই মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে ওই একই গান গাইতে শুরু করে দেন নেহা। শুধু তাই নয়। সঙ্গে এও জানান, গানটি তিনি তাঁর প্রাক্তনের জন্য গাইছেন। গান গাইতে গাইতেই চোখ ছল ছল করে ওঠে নেহার। তিনি কেঁদে ফেলেন। আর এই দৃশ্য দেখেই মন খারাপ হয়ে যায় শোয়ে উপস্থিত বিচারকদের। এর পরই গায়িকার মন ভাল করতে মাঠে নেমে পড়েন বলিউডের জনপ্রিয় গায়ক উদিত নারায়ণের পুত্র আদিত্য। নেহা কক্করকে একেবারে কোলে তুলে নেন তিনি। সঙ্গে শুরু করেন গান- "মুঝসে শাদি করোগি"। আদিত্যর এমন কাণ্ডে হেসে ওঠেন নেহা। মুখে হাসি ফুটে ওঠে বিচারকদেরও। তবে গল্প এখানেই শেষ নয়। মজার ছলেই আদিত্য ঘোষণা করেন, নেহাকে বিয়ে করে তবেই বাড়ি ফিরবেন, নচেত নয়।

শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যায় জর্জরিত? জেনে নিন কি খেলে উপকার পাবেন

শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীরে অক্সিজেন প্রবেশ করে। ফুসফুস সেটা গ্রহণ করে গোটা শরীরে ছড়িয়ে দেয়। এ কারণে ফুসফুসের সক্রিয় থাকাটা খুবই জরুরি।প্রয়োজনীয় কোষ, টিস্যু এবং অঙ্গে অক্সিজেন সরবরাহ করা ছাড়াও শ্বাস-প্রশ্বাস কথা বলতে, হাসতে ও গান গাইতেও সাহায্য করে।তবে শ্বাস-প্রশ্বাসে কোন ধরনের সমস্যা হলে সবসময় ক্লান্তি ও অলস ভাব দেখা দেয়। সেই সঙ্গে মাথা ঘোরা অনুভব হয়। এছাড়া ঠোঁট, নখ এবং ত্বকেও নীলচে ভাব দেখা দেয়।এ কারণে নিঃশ্বাস নিতে কোন ধরনের সমস্যা হলে চিকিতসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। এছাড়া এমন কিছু খাবার আছে যা নিঃশ্বাসের সমস্যা কমাতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে ফুসফুসের কার্যকারিতা বাড়ায়। যেমন-আদা : আদায় থাকা অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরী উপাদান ফুসফুসের কার্যকারিতা বাড়ায়। সেই সঙ্গে যেকোন ধরনের সংক্রমণ কমাতে সাহায্য করে। নিঃশ্বাসের সমস্যা হলে চায়ের সঙ্গে আদা মিশিয়ে, স্যুপে, সালাদে দিয়ে কিংবা এমনি চিবিয়েও আদা খেতে পারেন।হলুদ : রান্নার উপকরণ হিসেবে পরিচিত হলুদ ফুসফুসের জন্য দারুণ উপকারী। নিয়মিত হলুদ চা কিংবা সামান্য কাঁচা হলুদ খেলে শরীরের প্রদাহ কমে। গবেষণায় দেখা গেছে, হলুদ খেলে ফুসফুসের ক্যান্সারের ঝুঁকিও কমে।ব্রকলি : ক্রুসিফেরাস গোত্রের সবজি ব্রকলি ফুসফুসের কার্যকারিতা বাড়ায়। এতে থাকা বিভিন্ন উপাদান ফুসফুসের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়।ব্রকলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন সি থাকায় এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ভূমিকা রাখে। এ ছাড়া ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসের হাত থেকে ফুসফুসকে রক্ষা করতেও ব্রকলি কার্যকরী।বাঁধাকপি : ব্রকলির মতো বাঁধাকপিও ফুসফুসের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। সেই সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।আপেল : আপেলে থাকা ফ্ল্যাভনয়েড ফুসফুসের ক্ষতি হওয়া প্রতিরোধ করে। এতে থাকা ভিটামিন সি এবং ই শ্বসনতন্ত্রের জন্য উপকারী।গাজর : গাজরে থাকা বিটা

(PH & FAX-(0381)-2325988,
email id: eerd.agartala-tr@gov.in)

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-39/EE/RDAD/2019-20 Dt.31/01/2020

The Executive Engineer, RD Agartala Division, Government of Tripura invites item wise separate e-tender (Single bid) from the eligible bidders up to 3 PM of 20/02/2020 for procurement of the following items:

(1)Procurement of PA System complete for use at various worksites under jurisdiction of R D Agartala Division, West Tripura (2nd Call). Estimated value: Rs. 94000.00

(2)Procurement of Carpet for use at various worksites under jurisdiction of R D Agartala Division, West Tripura (2nd Call). Estimated value: Rs. 77000 .00

(3)Procurement of panel door/ Window/Asbestos Cement Sheet (AC Sheet) for use at various worksites under jurisdiction of R D Agartala Division, West Tripura. Estimated value: 500000.00

For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum/ Memorandum will be available in the website only

ICA/C-2423/2019-20

**Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala**

Ref. No.: I (I) DTPCS/EOI/2020/0026 Date: 05/02/2020
Inviting Expression of Interest

The Dhalai Tea Processing Co-op. Society Ltd., Harerkhala, Kamalpur, Dhalai a registered society umder Tripura Co-op. Societies Act 1974 of Small Tea Growers & Co- op. Tea Estate of Dhalai District would enter into an agreement/ MOU with the company/ Firm having Tea manufacturing unit in Tripura to manage/ run Dhalai Tea Processing Co-op. Factory, Kamalpur.

In this regard, Dhalai Tea Processing Co-op. Society Ltd., invites "Expression of Interest" from the company/ Firm having Tea manufacturing unit in Tripura to managing/ running Dhalai Tea Processing Co-op. Factory, Kamalpur by signing an agreement/ MOU.

The detailed terms & conditions may be collected from the office of the Dhalai Tea Processing Co-op. Society Ltd. Harerkhala, Kamalpur, Dhalai on any working day up to 3.00 pm from 08th to 14th February 2020 free of cost.

ICA/C-2429/2019-20

**Sd/-
(Arup Chowdhury)
President**

নতুন পরিসরে
নতুন আঙ্গিকে
২৬ ফেব্রুয়ারি - ৮ মার্চ,২০২০
হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণ

৩৮ তম আগরতলা
বইমেলা ২০২০

সবার সাদর আমন্ত্রণ
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন প্রদেশ কংগ্রেস অস্থায়ী সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশে চাকরি করছে ৫ লাখ ভারতীয় তবে অধিকাংশের নেই ওয়ার্ক পারমিট

ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ০৭।। দেশের বেসরকারি খাতে এখন ভারতীয়দের দাপট। বিশেষ করে তারা পোশাক, বায়িং হাউস, আইটি এবং সেবা খাতে প্রাধান্য বিস্তার করে আছেন। ভারতের পরই শ্রীলঙ্কা ও চীনের অবস্থান। তবে মোট বিদেশির কমপে অর্ধেকই ভারতীয়।

জার্মানভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ডয়চে ভেলের এক বিশেষ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ব্যবসায়ীদের বরাত দিয়ে এতে আশঙ্কা করা হয়েছে, করোনাভাইরাসের কারণে চীনাদের দাপট কমে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়ায় ভারতীয়দের দাপট আরও বাড়তে পারে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বুধবার তাদের এক প্রতিবেদনে বলেছে, বাংলাদেশে মোট বিদেশি ২ লাখ ৫০ হাজার। তাদের মধ্যে বৈধ ৯০ হাজার। বাকিরা অবৈধভাবে বাংলাদেশে আছেন। আর যারা বৈধভাবে আছেন তাদের মধ্যে ৫০ ভাগ কোনো অনুমতি না নিয়েই টুরিস্ট ভিসায় বাংলাদেশে এসে কাজ করছেন। এই বিদেশিরা বছরে ২৬ হাজার ৪০০ কোটি টাকা পাচার করেন। টিআইবি বাংলাদেশে বিদেশিদের হিসাব করেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ২০১৮ সালে দেয়া ৮৫ হাজার ৪৮৬ জন বৈধ বিদেশির তথ্যের ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু বাস্তবে এই সংখ্যা বহুগুণ বেশি।

বাংলাদেশে দুটি তৈরি পোশাক কারখানার মালিকের সঙ্গে কথা বলে ডয়চে ভেলে জেনেছে, নানা কারণে পোশাক খাতে ভারতীয়দের অবস্থান শক্ত। এর মধ্যে পোশাক খাতে জিজাইনসহ আরও কয়েকটি বিষয়ে দ জনশক্তির অভাব আছে। আর পোশাকের বায়িং হাউসগুলো নিয়ন্ত্রণ করে ভারতীয়রা। ফলে পোশাক কারখানাগুলো বায়ার পেতে তাদের কারখানায় মার্কেটিং এবং হিসাব বিভাগেও ভারতীয়দের নিয়োগ করে। তাদের মতে, বাংলাদেশের পোশাক কারখানাগুলোতে এক লাখেরও বেশি ভারতীয় কাজ করেন। অন্যদিকে বায়িং হাউসে এই সংখ্যা আরও বেশি। পোশাকের পরে আইটি খাতে দাপট রয়েছে ভারতীয়দের। এছাড়া আরও অনেক সেবা খাত আছে যেখানে ভারতীয়রা কাজ করেন। এমনকি বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম, বিজ্ঞাপন, কনসালটেন্সি-এসব খাতেও ভারতীয়রা রয়েছেন। ডয়চে ভেলে তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, সবমিলিয়ে বাংলাদেশে কম করে হলেও পাঁচ লাখ ভারতীয় কাজ করে বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই কোনো ওয়ার্ক পারমিট নেই। তারা ট্যুরিস্ট ভিসায় আসেন আর তাদের বেতন অনেক বেশি। ট্যুরিস্ট ভিসায় যারা কাজ করেন তাদের আয় করা পুরো অর্থই অবৈধ পথে বাংলাদেশের বাইরে চলে যায়।

বাংলাদেশের আইটি খাতের একজন উদ্যোক্তা জানান,সফটওয়্যার ও ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ভারতীয় কৌশল ব্যবহারের কারণে ওই দেশের জনশক্তিকেও কাজ দিতে হয়। শুধু তাই নয়, অনেককে ত্রে তাদের লোক রাখার শর্ত জুড়ে দেয়া হয়। আবার ট্রাভেল এজন্টদের বড় একটি অংশ ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণে। তাই তাদের সফটওয়্যার ও তাদের লোক বলে কাজ হয়। এটা সরকারের পলিসির বিষয়। সরকার পলিসি ঠিক করলে তাদের দাপট কমবে।

বাংলাদেশের চাকরির বাজার নিয়ে কাজ করা সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান হলো বিডিজবস ডটকম। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী ফাহিম মাশরুর সংবাদমাধ্যমটিকে বলেন,কর্মরত বিদেশিদের মধ্যে ভারতীয়রাই শীর্ষে। তারপরে শ্রীলঙ্কা, চীন, থাইল্যান্ড। এদের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগেরও ওয়ার্ক পারমিট নেই। অধিকাংশই অবৈধভাবে কাজ করেন। তাদের পেমেন্টও এখানে করা হয় না। ভারতীয় হলে তার পেমেন্ট ভারতেই দেয়া হয়। যারা নিয়োগ করেন তারা এ রকম একটা সিস্টেম গড়ে তুলেছেন।

বাংলাদেশ থেকে কত রেমিট্যান্স দেশের বাইরে যায় সেই হিসাবটি দেখলে বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশিদের সংখ্যা সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। আর বাংলাদেশ থেকে ভারতেই বেশি রেমিট্যান্স যায়। পোশাক খাতের আয়েরও বড় একটি অংশ তাদের টেকনিশিয়ান ও ডিজাইনাররা নিয়ে যান বলে তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে জার্মানির এই সংবাদমাধ্যম। অ্যাকাউন্টেন্ট, প্রশাসনিক কাজেও বাইরে থেকে লোক আনা হয় বলে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) অর্থনীতিবিদ ড় নাজনীন আহমেদ। তিনি জানান, প্রতিবছর আমাদের দেশ থেকে চার-পাঁচ বিলিয়ন ডলার দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। আর এবার আমাদের রেমিট্যান্সের টার্গেট ২০ বিলিয়ন ডলার। তাহলে আমরা যা আনতে পারি তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ আবার বিদেশি কর্মীদের দিয়ে দিতে হয়। এ থেকে বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশিদের সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। এটা আমি বলছি বৈধ চ্যানেলের কথা। অবৈধভাবে কত যায় সেটা সরকার উদ্যোগ নিলে জানতে পারে কিন্তু উদ্যোগ নেই। এই অর্থ সবচেয়ে বেশি যায় ভারত ও শ্রীলঙ্কায়। আমার কাছে অবাক লাগে, এখানে অ্যাকাউন্টেন্ট, প্রশাসনিক কাজেও বাইরে থেকে লোক আনা হয়।

দেশে লাখ লাখ শিতি বেকার থাকা সত্ত্বেও লাখ লাখ ভারতীয় জনবল বাংলাদেশে কাজ করায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) নির্বাহী সভাপতি এবং বেসরকারি সেবা সংস্থা ব্র্যাকের চেয়ারম্যান ড় হোসেন জিল্লুর রহমান। জাগো নিউজকে তিনি বলেন,শিায় আমরা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পেরেছি। কিন্তু শির মান নিয়ে যে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন। আর এটিই হচ্ছে চ্যালেঞ্জ। লাখ লাখ শিতি বেকার। এত বেকার থাকার পরও বাংলাদেশের মতো ছোট্ট একটি দেশে কাজ করছে ভারতের কয়েক লাখ মানুষ। তারা এ দেশের শ্রমবাজার দখল করে রেখেছে। নিয়োগদাতারা বাংলাদেশের শিতিদের সার্টিফিকেট গ্রহণ করছে না। দেশে এত শিতি বেকার! ভারতের লাখ লাখ জনবল এসে কাজ করছে কীভাবে? এটি তো রীতিমতো ভাবনার বিষয়।

এবার অধীর চৌধুরিকে "ফিট ইন্ডিয়া" কটাক্ষ কিরেন রিজেজুর

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রীর পর এবার কংগ্রেস সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরিকে "ফিট ইন্ডিয়া" কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেন রিজেজু। শুক্রবার অধীর চৌধুরিকে একটা ভিডিও উৎসর্গ করেন ক্রীড়ামন্ত্রী উ যে ভিডিওতে দেখা গিয়েছে শরীরচর্চায় ব্যস্ত ক্রীড়ামন্ত্রী।

'ফিট ইন্ডিয়ার' যোগ্য প্রচারক বলে বৃহস্পতিবারই সংসদে কংগ্রেসের সংসদীয় দলের নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরিকে নিয়ে রসিকতা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উ এবার প্রধানমন্ত্রীর সেই রসিকতাকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য কিরেন রিজেজু। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী শুক্রবার টুইটারে একটি ভিডিও শেয়ার করেন। যে ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, যোগ-ব্যায়ামের মধ্যে দিয়ে শরীর চর্চায় ব্যস্ত ক্রীড়ামন্ত্রী। ওই ভিডিও হ্যাশট্যাগ ফিট ইন্ডিয়া ব্যানারে সোশাল সাইটে ছেড়ে কিরেন রিজেজু লেখেন, "আমি শরীর চর্চার এই ভিডিও কংগ্রেসের সংসদীয় দলের নেতা সাংসদ অধীর চৌধুরীজিকে সমর্পণ করলাম। উনি যেভাবে ফিট ইন্ডিয়ার প্রচার করছেন, তার প্রেক্ষিতে এই ভিডিও।" উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সংসদে কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরীকে "ফিট ইন্ডিয়া"র প্রচারক বলে টিপ্পনী কেটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "সংসদে অধীর চৌধুরীকে আমি যখন বলতে দেখি, মনে মনে ক্রীড়ামন্ত্রী কিরণ রিজেজুকে ধন্যবাদ দিই। উনি যে ফিট ইন্ডিয়া প্রকল্প চালু করেছেন, আমাদের সাংসদ অধীর চৌধুরী সেই প্রকল্পের বড় প্রচারক। উনি বক্তৃতাও দেন, সঙ্গে একটু জিমও করে নেন।"

করোনাভাইরাসের জেরে উলসান কমপ্লেক্সে উৎপাদন বন্ধ করল হুণ্ডাই

সিওল, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : চিনে করোনাভাইরাসের প্রভাবে ক্রমশ অচল হচ্ছে শিল্পক্ষেত্র। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির উৎপাদন অভাব তৈরি হয়েছে। তাই বন্ধ হল সিওলে অবস্থিত বিশ্বের সবচেয়ে বেশি উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন হুণ্ডাই গাড়ির কারখানা। শুক্রবার যথেষ্ট পরিমাণ জিনিসের অভাবে উলসান কমপ্লেক্সে উৎপাদন বন্ধ করল হুণ্ডাই। ফাইভ-প্ল্যান্ট নেটওয়ার্ক ক্ষমতাসম্পন্ন এই কোম্পানি প্রতি বছরে ১৪ লাখ গাড়ি তৈরি করে। কোস্টাল অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কলকবজা আমদানির পাশাপাশি বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে গাড়ি বেশ সহজেই রফতানি করা হয়। চিনে করোনা ভাইরাস যাতে ছড়িয়ে না যায় তাতে একে একে বন্ধ হয়েছে বিভিন্ন কারখানা। হুন্ডাই এবং কিয়া যারা বিশ্ব র্যাং কিংয়ের তালিকায় তারা পঞ্চম বৃহত্তম অটোমোবাইল প্রস্তুতকারক। জানা গিয়েছে, প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাবেই এদিন এই কাজ বন্ধ হয়েছে। সাউথ কোরিয়া জুড়েই বন্ধ হয়েছে বিভিন্ন কারখানা। পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের ইয়েলো সমুদ্র চিন এবং কোরিয়ান পেনিনসুলা মধ্যবর্তী জায়গায় অবস্থিত। এই গোটা এলাকা জুড়ে প্রায় ২৫ হাজার কর্মীকে জোর করে কাজ থেকে বিরত রাখা হয়েছে।

শক্তিশালী গণতন্ত্রের জন্য শক্তিশালী বিরোধী দল চাই সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ০৭।। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন,শক্তিশালী গণতন্ত্রের জন্য আমরাও শক্তিশালী বিরোধী দল চাই। পরাজিত হয়ে বিএনপি হতাশায় ভুগছে এবং আবোল তাবোল কথা বলছে। তারা নিজেরাই ঐক্যবদ্ধ না, জনগণকে কীভাবে ঐক্যবদ্ধ করবে?

শুক্রবার (৭ ফেব্রুয়ারি) আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার ধানমন্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দিণের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং সহযোগী সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের সঙ্গে এক বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। কাদের বলেন,ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে ঢাকা মহানগর উত্তর, দণি আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কমিটির তালিকা দলীয় দফতরে ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দিতে বলা হয়েছে। আর যেসব জেলায় যাদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের এপ্রিলের মধ্যে সম্মেলন শেষ করতে বলা হয়েছে।আগামীকাল বিকাল ৪টায় ঢাকা মহানগরের নবনির্বাচিত মেয়র ও ঢাকার সংসদ সদস্যদের সঙ্গে বসা হবে বলেও জানান তিনি।

সিটি নির্বাচনে বিদ্রোহী কাউন্সিলর প্রার্থীদের বিষয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, আমাদের অভ্যন্তরীণ কিছু দুর্বলতা অবশ্যই আছে। এটা উত্তরণের জন্য মহানগরে ওয়ার্ড, থানায় সম্মেলন করে কমিটি করা হবে। আওয়ামী লীগের সাধারণ ওয়ার্ডে বিজয়ী কাউন্সিলর ৯৮ জন, সংরতি ৩৪ জন, মোট ১৩২ জন। ১৬ জন বিদ্রোহী কাউন্সিলর বড় কোনো সংখ্যা নয় শনিবার খালেদা জিয়ার জেলে যাওয়ার দুই বছর পূর্ণ হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে বিএনপির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ আওয়ামী লীগ কীভাবে দেখছে- জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, সাম্প্রতিককালে রাজনীতিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বহমান। এই মুক্তিযুদ্ধের দেশে সাম্প্রদায়িক ধারায় ফিরিয়ে নেয়ার রাজনীতি চলবে না।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন- আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আবদুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল, মির্জা আজম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সবুর, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল, দফতর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক ফজলুর রহমান বাবু, ছাত্রলীগের সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয়, সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য প্রমুখ।

ইয়েমেনে মার্কিন সেনার অভিযানে খতম কাসিম আল-রিমি : ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সন্ত্রাস-দমন অভিযানে আল-কায়েদার ইয়েমেনের প্রধান কাসিম আল-রিমিকে খতম করল আমেরিকা সেনাবাহিনী। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ট ট্রাম্পের নির্দেশেই আল-রিমিকে খতম করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (ভারতীয় সময় অনুযায়ী শুক্রবার ভোররাত) হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে ইয়েমেনে সন্ত্রাস-দমন অভিযান চালিয়েছে আমেরিকা, ওই অভিযানে খতম হয়েছে আরব উপদ্বীপে আল-কায়েদার প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা এবং আল-কায়েদা নেতা আয়মান আল-জাওয়াহিরির ঘনিষ্ঠ কাসিম আল-রিমি।

হোয়াইট হাউস আরও জানিয়েছে, আল-কায়েদার ইয়েমেনের প্রধান

কাসিম আল-রিমি সাধারণ মানুষের উপর অপরিসীম হিংসা চালিয়েছে। আমেরিকা ও মার্কিন বাহিনীর উপর বহুবার হামলা চালিয়েছে। তার মৃত্যুতে আরব উপদ্বীপে আল-কায়েদার সক্রিয়তা কমবেউ সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি, 'আমেরিকার নাগরিকদের ক্ষতি করতে চাইলে সন্ত্রাসবাদীদের খুঁজে বার করা হবে এবং নির্মূল করা হবে।' উল্লেখ্য, গত বছরই পেনসাকোলা নৌ এয়ার স্টেশনে সৌদি অ্যাভিয়েশনের ট্রেনির গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ৩ জন আমেরিকান নাবিকউ ওই হামলার দায় স্বীকার করেছিল কাসিম আল-রিমি।

মা না থাকলে যশ-রুহিকে বড় করতে পারতাম না : করন জোহর

মুম্বই, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মা হিরু জোহর না থাকলে তিনি যশ-রুহিকে বড় করতে পারতেন না। সন্তানদের জন্মদিনে পরিবারের একটি ছবি পোস্ট করে এমনটাই লিখলেন পরিচালক করণ জোহর। করণ ছবি পোস্ট করার সঙ্গে সঙ্গেই বলিউডের শুভেচ্ছার বন্যা উ আজ শুক্রবার তিন বছরে পা দিল যশ-রুহি উ এদিন যশ-রুহির জন্মদিনে পরিচালক পরিবারের সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করে নিজের আনন্দের কথা জানিয়ে লেখেন, তাঁর মা হিরু জোহর না থাকলে তিনি যশ-রুহিকে বড় করতে পারতেন না। বার্তার সঙ্গে পরিবারের একটি ছবিও পোস্ট করেন করণ।

করণ জোহর ছবি পোস্ট করার সঙ্গে সঙ্গেই বলিউডের শুভেচ্ছার বন্যা উ কাজল, সোনালি বেন্দ্রে, রণবীর সিং, সীমা খান, নেহা ধুপিয়া, অভিষেক বচ্চন-প্রত্যেকে জন্মদিনের ভালবাসা জানিয়েছেন করণ জোহরের ছেলে-মেয়েকে। করণ জোহরের প্রযোজনা সংস্থা ধর্মা প্রোডাকশনও শুভেচ্ছা জানায় ইনস্টাগ্রাম পোস্ট করে। আলিয়া ভাট, সিদ্ধার্থ মলহোত্রা, বরুণ ধাওয়ান প্রত্যেকে সেখানে শুভেচ্ছা জানান। রণবীর সিং, অভিষেক বচ্চন-প্রত্যেকে জন্মদিনের ভালবাসা জানিয়েছেন যশ-রুহিকে।

উল্লেখ্য, বুধবার সন্তানদের জন্মদিনের গ্র্যান্ড পার্টি রেখেছিলেন করণ জোহর। তৈমুর আলি খান, আব্রাম, ইয়ানা খেমু, মিশা এবং জৈন কাপুর, রভি কাপুর-সহ প্রত্যেকে উপস্থিত ছিলেন সেখানে। ২০১৭ সালে সারোগেসির সাহায্যে একটি পুত্র ও কন্যা সন্তানের বাবা হন করণ

করোনাভাইরাস চির-নিদ্রায় সনাক্তকারী চিকিতকও

সাংহাই ও বেজিং, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভয়ঙ্কর গতিতে ছড়াচ্ছে নোভেল করোনাভাইরাস। করোনাভাইরাসের হানায় চিনে ইতিমধ্যেই ৬৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা ৩১ হাজারেরও বেশি। করোনা-হানায় মৃত ৬৩৬ জনের মধ্যে রয়েছেন চিনের 'হিরো' চিকিতকও। যিনি ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে করোনাভাইরাসকে 'ভয়ঙ্কর' সনাক্ত করেছিলেন, মারণ ভাইরাসের সংক্রমণে সেই চিকিতক লি ওয়েনলিয়াং-এরও মৃত্যু হয়েছে। চিনের এই চিকিতক গোটা বিশ্বকে মারণ করোনাভাইরাস সম্পর্কে সতর্কও করেছিলেনউ শুক্রবার করোনা-হানায় তিনিও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন।

দিল্লিতে ভোটগ্রহণ ৮ ফেব্রুয়ারি, লড়াই মূলত আপ ও বিজেপির মধ্যেই

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): নির্ঘন্ট ঘোষণা হয়েছে বহু দিন আগেই, ভোট-প্রচারও হয়েছে জোরকদমে। এবার ভোটগ্রহণের পালা। ৮ ফেব্রুয়ারি, শনিবার দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। শনিবার সকাল আটটা থেকে দিল্লিতে শুরু হবে ভোটগ্রহণ। ভোটগ্রহণকে ঘিরে যাবতীয় প্রস্তুতি শেষ, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছেন ভোট-কর্মীরা। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে এবার ত্রিমুখী লড়াই। তবে, লড়াই মূলত আম আদমি পার্টি (আপ) এবং ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র মধ্যেই। দিল্লির ৭০টি বিধানসভা আসনে এক দফাতেই হবে ভোটগ্রহণ। ভোটের ফলাফল ঘোষণা হবে আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি। নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, দিল্লিতে মোট ভোটারের সংখ্যা ১,৪৬,৯২,১৩৬ জন। আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি শেষ হচ্ছে দিল্লি বিধানসভার মেয়াদ। দিল্লিতে মোট ১৩, ৭৫০টি ভোটকেন্দ্রে হবে ভোটগ্রহণ। দিল্লিতে শেষ বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল ২০১৫ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি। সেবার ৭০টি আসনের মধ্যে আম আদমি পার্টি জিতেছিল ৬৭টি আসনেউ বাকি তিনটি পেয়েছিল বিজেপি। কংগ্রেস কোনও আসনে জেতেনি।

বিধানসভায় রাজ্যপালের শান্তিপূর্ণ বক্তব্য নিয়ে নানা প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি .স.) : বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের শুরুতে রাজ্যপালের ভাষণ নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে বিভিন্ন মহলে।

রাজ্য-রাজ্যপাল বিরোধকে কেন্দ্র করে অনেকের আশঙ্কা ছিল শুক্রবারের বাজেট অধিবেশনে। রাজ্যপাল রাজ্যের বিরুদ্ধে এমন কিছু মন্তব্য করবেন, যেটাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক অশান্তি তৈরি হবে। কিন্তু রাজ্যপাল রাজ্যের লেখা বাজেট বিবৃতি পড়ে যাওয়ায় কোনও অশান্তি হয়নি। উপরন্তু বক্তৃতা শেষে রাজ্যপাল বিধানসভার অধ্যক্ষের ঘরে গিয়ে চাপান করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাশে বসিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী এবং অধ্যক্ষ রাজ্যপালকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বিদায় জানান। এর প্রেক্ষিতে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সাংবাদিকদের কাছে তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যপালের চাপে এই বাজেট বক্তৃতায় কেন্দ্র বিরোধী কোনও কথা লেখা হয়নি। হলে সেক্ষেত্রে রাজ্যপাল হয়তো বাজেট ভাষণে রাজি হতেন না। উত্তরবঙ্গের চা-বাগানের সংকট নিয়ে একটা কথাও রাজ্যপাল বললেন না। রেলের বেসরকারিকরণ, সিএএ নিয়েও কোনও সমালোচনা নেই। আসলে রাজ্যপালকে রাজ্য বোঝাতে পেরেছে, এই ভাষণের মধ্যে কেন্দ্র বিরোধী কোনও কথা নেই।

নবতীপর আইনজীবী তথা কলকাতা ও বোম্বে হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায় অবশ্য স্বাগত জানিয়েছেন এই এই বক্তৃতাকে। তাঁর বক্তব্য, প্রথা অনুসারে রাজ্য কিছু লিখলে বাজেট বক্তৃতায় রাজ্যপাল সাধারণত তা পড়েন। তাঁর ভিন্ন মত থাকতেই পারে। উনি নিজে কিছু বলতেও পারতেন। তবে পারস্পরিক অসৌজন্য প্রকাশ না হলেই ভালো। সেটা আমার ভালো লাগে না। খবরের কাগজে বা সামাজিক মাধ্যমে একে অপরকে যদি দোষারোপ করতে থাকেন, সেটা অত্যন্ত অযাচিত বিষয় হয়। বর্ষিয়ান শিক্ষাবিদ তথা প্রেসিডেন্সির প্রাক্তন অধ্যক্ষ অমল মুখোপাধ্যায় বলেন, আজ রাজ্যপালের বাজেট অধিবেশনের বক্তৃতায় স্বস্তি হল। কারণ রাজ্যপাল যা বলেছেন তাতে টান টান উত্তেজনা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি জল ঢেলে দিলেন। উনি প্রস্তুত হয়েছিলেন মুখোমুখি সংঘাতে। আমার মনে হয় দলের হাইকমান্ড নিষেধ করেছে। এই মুহূর্তে দিল্লি হয়ত রাজ্যের সঙ্গে কোনও সংঘাতে যেতে চাইছে না। সে কারণেই বাজেট ভাষণে রাজ্যপাল আক্রমণাত্মক বক্তব্য রাখেননি।

এফডি ও গৃহ ঋণে সুদের হার কমাল এসবিআই, ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর

মুম্বই, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ফিক্সড ডিপোজিট (এফডি) অথবা স্থায়ী আমানতে সুদের হার কমানোর সিদ্ধান্ত নিল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)। স্বল্প হোক অথবা দীর্ঘ মেয়াদের, সমস্ত ধরনের এফডি-র ক্ষেত্রেই সুদের হার কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে এসবিআইউ একইসঙ্গে গৃহঋণেও সুদের হার কমাচ্ছে এসবিআই। আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর হবে এফডি এবং গৃহঋণে নতুন সুদের হার।

শুক্রবার এসবিআই জানিয়েছে, রিটেল টার্ম ফিক্সড ডিপোজিটে সুদের হার কমানো হচ্ছে ১০ থেকে ৫০ বেসিস পয়েন্ট। বিভিন্ন মেয়াদে বাল্ক টার্ম ডিপোজিটেও সুদের হার কমানো হচ্ছে ২৫ বেসিস থেকে ৫০ বেসিস পয়েন্টউ গৃহঋণেও সুদের হার কমানো হচ্ছে ৫ বেসিস পয়েন্টউ এফডি এবং গৃহঋণে নতুন সুদের হার কার্যকর হচ্ছে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি থেকেউ তবে, আগামী ৭ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে যাঁদের এফডি ডিপোজিটের মেয়াদ ফুরোচ্ছে, তাঁদের ক্ষেত্রে সুদের নতুন হার কার্যকর হবে না বলেই জানিয়েছে এসবিআই।

ত্রিপুরা ইলেকট্রনিক্স রিক্সা শ্রমিক সংঘের দ্বিতীয় ত্রিবার্ষিক পশ্চিম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি- নিজস্ব।

আলফা (স্বা)-সহ উত্তরপূর্বের বাকি উগ্রপন্থীদেরও আলোচনায় আসার আহ্বান হিমন্তবিশ্বের

কোকরাঝাড় (অসম), ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দীর্ঘ কয়েক দশক অপেক্ষার যবনিকা ঘটেছে। ঐতিহাসিক তৃতীয় শান্তিচুক্তির বলে বড়োল্যান্ডে শান্তির পরিবেশে ফিরে এসেছে। অসম-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে স্থায়ী শান্তির বাতাবরণ ফিরিয়ে আনতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাই এ-ই সময়, আলফা স্বাধীন-সহ উত্তরপূর্বের যে সব উগ্রপন্থী সংগঠন এখনও শান্তি আলোচনায় আসেনি শান্তির জন্য তাঁদেরও সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-এর আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

শুক্রবার বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর)-এর সদর কোকরাঝাড় শহর সংলগ্ন খারগাঁও টেঙাপাড়ায় জানক্রিথাই ফথার মাঠে বড়ো শান্তিচুক্তি সম্পাদন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত বিজয়োৎসবে ভাষণ দিচ্ছিলেন ড় শর্মা। প্রায় পঁচা লক্ষ জনতার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত বিজয়োৎসব-সমাবেশে হিমন্তবিশ্ব বলেন, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মের দাবি অনুযায়ী বড়োল্যান্ড চুক্তির এক সফল সমাপ্তি ঘটেছে প্রধানমন্ত্রী মোদীর দৌলতে। তিনি বলেন, অসমের ভৌগলিক অখণ্ডতা রক্ষা করে বড়োল্যান্ডকে সর্বাত্মক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের এক নতুন দিগন্ত রচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এর দ্বারা কেবল বড়োল্যান্ড নয়, সমগ্র রাজ্যে শান্তির বাতাবরণ ফিরিয়ে দেওয়ায় তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পাশাপাশি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

স্থায়ী শান্তি এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে অসমকে দেশের অন্য পাঁচ সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্যের তালিকায় নিয়ে যেতে যদি কেউ সক্ষম, তা-হলে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ভাষণে বলেন মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মন্ত্রী দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান করে ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদনের জন্য এর পিছনে যাঁরা ঐকান্তিক অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের অবদানের কথা উল্লেখ করে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিরলস উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ফলেই অসমে বড়ো শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়ে শান্তির বাতাবরণ ফিরে এসেছে।

তিনি জানান, অস্ত্র সংবরণের মাধ্যমে আত্মসমর্পণকারী এনডিএফবি ক্যাডারদের কেউ যাতে পুনরায় পথভ্রষ্ট না হয় তার জন্য সরকার গ্রহণ করবে বিশেষ সাহায্যনীতি। ড় শর্মা বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল কাউন্সিল (বিটিসি)-এর ভূখণ্ডের সম্যক তথ্য দিয়েছেন। এনডিএফবি-র সশস্ত্র সংগ্রামের ফলে যে সকল নিরীহ জনতা, নিরাপত্তারক্ষী প্রাণাহুতি দিয়েছেন, আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের স্মরণ করেছেন ড় শর্মা। তিনি বলেন, এনডিএফবি-র সশস্ত্র সংগ্রামে বহু সেনা, আধাসেনা, অসম পুলিশের বহু লোককে জীবন দিতে হয়েছে। ভাষণে তাঁদের প্রতিও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

পাকিস্তানে ভেঙে পড়ল মিরাজ এয়ারক্রাফ, প্রাণে বাঁচলেন পাইলট

পেশোয়ার, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের ঝং জেলার শোরকোট শহরের কাছে ভেঙে পড়ল পাকিস্তান বায়ুসেনার একটি মিরাজ এয়ারক্রাফ। রুটিং মহড়ার সময় শুক্রবার শোরকোট শহরের কাছে মাঠে ভেঙে পড়ে পাক বায়ুসেনার মিরাজ এয়ারক্রাফ। মাটিতে আছড়ে পড়ার পরই বিমানটিতে আগুন ধরে যায়উ এই বিমান দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই।

পাকিস্তান বায়ুসেনার মুখপাত্র জানিয়েছেন, শুক্রবার শোরকোটের কাছে ভেঙে পড়ে পাক বায়ুসেনার মিরাজ এয়ারক্রাফ। বিমানটি মাটিতে আছড়ে পড়ার আগেই অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসেন পাইলট। মাটিতে আছড়ে পড়ার পরই বিমানটিতে আগুন ধরে যায়। কী কারণে এই দুর্ঘটনা, তা জানতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে পাক বায়ুসেনা।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সংশ্লিষ্ট নথি না পেয়ে রাজ্যপাল ২৭ দিন আটকে রাখলেন রাজ্যের আর্জি

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): রাজ্যের বাৎসরিক আর্থিক হিসেব এবং সহায়ক অনুদানের সংশ্লিষ্ট নথি না পেয়ে ২৭ দিন আটকে রাখলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। অভিজ্ঞদের মতে, এ রকম ঘটনা অভূতপূর্ব। রাজ্যের বাজেট অধিবেশনের মুখে বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

আরও যেটা উল্লেখযোগ্য, তিন দিন আগে একবার অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র এবং একবার মুখ্যসচিব রাজীব সিনহা রাজভবনে এসে রাজ্যপালকে অনুরোধ করা সত্বেও রাজ্যপাল সেই হিসেব এবং সহায়ক অনুদানে অনুমোদন দেননি। শেষ পর্যন্ত শুক্রবার সন্ধ্যায় খোদ মুখ্যসচিব ফের নথিপত্র নিয়ে রাজভবনে যান। সব দেখে আটকে রাখা বিলে সই করেন রাজ্যপাল।

এ ঘটনা জানিয়ে রাতে রাজভবন থেকে বলা হয়, নবান্ন থেকে রাজ্যপালের ওই হিসেব এবং সহায়ক অনুদানে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয় ১০ জানুয়ারি। সূত্রের খবর, সংশ্লিষ্ট প্রমাণপত্র না থাকায় রাজ্যপাল ১৫ জানুয়ারি নবান্নকে দ্রুত সেগুলো পাঠাতে বলেন। তাতে সংবিধানের ২০২ এবং ২০৫ ধারায় এই আবশ্যিকতার উল্লেখও করা হয়। কিন্তু রাজভবনে কোনও উত্তর আসেনি।

এদিকে বাজেট চলে এসেছে। গত রবিবার প্রথমে পরিষদীয়মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় আসেন রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে। এর পর সোমবার আসেন অর্থমন্ত্রী। তার এক দিন বাদে আসেন মুখ্যসচিব। কিন্তু তাতেও রাজ্যপালের সিলমোহর পড়েনি। আজ বিধানসভা থেকে নবান্নতে ফিরে মুখ্যসচিব অর্থ দফতরের কিছু আধিকারিককে নিয়ে রাজ্যপালের কাছে নথিপত্র নিয়ে আসেন সন্ধ্যায়। মুখ্যসচিব এবং অতিরিক্ত মুখ্যসচিবকে ডেকে নেন রাজ্যপাল। এক ঘন্টা আলোচনার পর রাজ্যপাল নিশ্চিত হয়ে সই করেন ওই নথিতে।

“জন-গণ-মন ” যাত্রা : কাটিহারে কানহাইয়া কুমারকে উদ্দেশ্য উড়ে এল জুতো

কাটিহার, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ”জন-গণ-মন ” যাত্রায় সিপিআইয়ের যুব নেতা কানহাইয়া কুমারকে উদ্দেশ্য উড়ে এল জুতো। উঠল ’ফিরে যাও স্লোগান’। শুক্রবার বিহারের কাটিহারে ঘটে এই ঘটনা উ যদিও পুলিশবাহিনীর সক্রিয়তায় বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পান সিপিআইয়ের ওই যুব নেতা উ

দলীয় সূত্রে খবর, সিএএ আর এনআরসি বিরোধী প্রতিবাদের সুর চড়াতে ”জন-গণ-মন ” যাত্রার ডাক দিয়েছেন কানহাইয়া কুমার। ৩০ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই যাত্রায় পা মিলিয়ে এদিন তিনি কাটিহার পৌঁছন কানহাইয়া। শুক্রবার দুপুরে কাটিহারের রাজেন্দ্র স্টেডিয়ামে একটি জনসভা ছিল জেএনইউ”র ওই প্রাক্তন ছাত্র নেতার। তারপরেই ভাগলপুরের পথে তাঁকে উদ্দেশ্য করে পোস্টার দেখানো হয়। উড়ে আসে জুতো। উঠল ’ফিরে যাও স্লোগান’। যদিও সেই সময় উপস্থিত পুলিশবাহিনীর সক্রিয়তায় বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পান সিপিআইয়ের ওই যুব নেতা দাবি ভাগলপুর পুলিশের।

শুরুর আগেই বাধা : টালিগঞ্জে আটকে দেওয়া হল বিজেপির মিছিল, আটক কৈলাশ-মুকুল সহ বহু নেতাকর্মী

কলকাতা,৭ ফেবুয়ারি (হি.স.) : মিছিল শুরুর আগেই বিজেপির অভিনন্দন যাত্রা ঘিরে ধুন্ধুমার টালিগঞ্জে উ এনআরসি, সিএএ- র সমর্থনে টালিগঞ্জ থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত মিছিল হওয়ার কথা থাকলেও উ টালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে মিছিল শুরুর আগেই মিছিল আটকে দিল পুলিশ উ পুলিশ-বিজেপি কর্মী হাতাহাতিতে ধুন্ধুমার টালিগঞ্জ উ আটক করা হল কৈলাশ বিজয়বর্গীয়, মুকুল রায়, জয়প্রকাশ মজুমদার-সহ একাধিক নেতা-কর্মীকে উ

সংশোধিত নাগরিকত্ব বিল আইনে পরিণত হওয়ার পর বিরোধীরা এর বিরোধিতা করলেও উ এর সমর্থনে কেন্দ্রীয় সরকার তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন জানিয়ে জেলায় জেলায় অভিনন্দন যাত্রা করছে বিজেপি।শুক্রবার বিজেপির রাজ্য পর্যবেক্ষক কৈলাশ বিজয়বর্গীয় নেতৃত্বে এমন একটি মিছিল ছিল টালিগঞ্জ থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত উ তবে এদিন মিছিল শুরুর আগেই মিছিলে বাধা দেয় পুলিশ উ পুলিশের অভিযোগ মিছিলের কোনও অনুমতিই ছিল না উ তাই তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না মিছিল উ মিছিলে বাধা দিতেই পুলিশ-বিজেপি কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক ধস্তাধস্তি বাধে উ এদিনের মিছিলে বিজেপির রাজ্য পর্যবেক্ষক কৈলাশ বিজয়বর্গীয় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়, রাজ্য বিজেপির সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার-সহ একাধিক নেতা-কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। এদিন মোট ৪৫০ জন নেতা-কর্মীকে পুলিশ আটক করেছে বলে দাবি বিজেপির। দলের নেতা কর্মীদের আকট করতেই টালিগঞ্জ থানার সামনে ভিড় জমিয়েছেন বিজেপি কর্মীরা। এ ঘটনার জেরে এলাকায় কার্যত স্তব্ধ যান চলাচল।

কৈলাশ বিজয়বর্গীয় বলেন, সিএএ-এর সমর্থনে শান্তিপূর্ণ মিছিল হচ্ছিল। তিনি প্রশ্ন করেন, এ রাজ্যে সিএএ-র বিরোধিতায় মিছিল করা যায়, কিন্তু সিএএ-এর সমর্থনে মিছিল করা যায় না। এই কি মমতার রাজ্যে গণতন্ত্র?

রাহুলের মন্তব্যকে ঘিরে তুমুল হট্টগোল সংসদে, হাতাহাতিতে বিজেপি-কংগ্রেস সাংসদরা

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রাহুল গান্ধীর ‘ডান্ডা’ মারা বিতর্কে তুমুল হইচই লোকসভায়। শুক্রবার এই ইস্যুতে হাতাহাতিতে জড়ালেন বিজেপি ও কংগ্রেস সাংসদরা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হর্ষবর্ধন যখন প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করার জন্য সমালোচনা করছিলেন, সেই সময় তাঁর দিকে তেড়ে যান দুই কংগ্রেস সাংসদ। তখন এক বিজেপি সাংসদ তাঁদের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। ঘটনায় তুমুল হট্টগোল শুরু হয় সংসদে। অধ্যক্ষ ওম বিড়লা অধিবেশন দুপুর পর্যন্ত মুলতুবি করে দেন। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি রাহুল গান্ধী বেকারত্ব নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করে বলেন, ‘আগামী ছ’মাসের মধ্যে বেকাররা প্রধানমন্ত্রীর পিঠে ডান্ডা মারবেন’। বৃহস্পতিবারই রাহুল গান্ধীর কটাক্ষের পালটা জবাব দেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। সংসদে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নাম না করে কংগ্রেস সাংসদকে ‘টিউবলাইট’ বলে কটাক্ষ করেন এবং বলেন, সূর্য প্রণাম করে তিনি নিজের পিঠ এত শক্ত করবেন যাতে হাজার ডান্ডা খেলেও কিছু হবে না। এদিন লোকসভায় রাহুলের মন্তব্যের সমালোচনা করে বলতে ওঠেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হর্ষবর্ধন। তখন বিরোধী দলনেতা অধীর চৌধুরি এর প্রতিবাদ করে বলেন, সংসদের বাইরের মন্তব্য নিয়ে এখানে আলোচনা করা যাবে না। কিন্তু নিজের বক্তৃতা চালিয়ে যান হর্ষবর্ধন। সেইসময় কংগ্রেস সাংসদ মানিকম টেগোর ও হিবি ইডেন নিজেদের আসন থেকে উঠে আসেন। কার্যত দুজনে তেড়ে আসেন হর্ষবর্ধনের দিকে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে পিছন থেকে বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ সরণ সিং মানিকমকে সরিয়ে দেন। হাতাহাতি বেধে যায় দু’পক্ষের মধ্যে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে অধ্যক্ষ অধিবেশন দুপুর পর্যন্ত মুলতুবি করে দেন।

নির্ভয়া মামলা: ১১ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে শুনানি

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নির্ভয়ার চার ধর্ষক-খুনিদের আলাদাভাবে ফাঁসি দেওয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের আবেদনে শুক্রবার শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, হাইকোর্টের দেওয়া এক সপ্তাহের সময় শেষ হবে আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি। তারপরই অর্থাৎ আগামী মঙ্গলবার সেই আবেদনের শুনানি করবে সুপ্রিম কোর্ট। এদিন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এদিন সুপ্রিম কোর্টে বলেন, ”যথেষ্ট দেশের ধৈর্যের পরীক্ষা হয়েছে। এ ব্যাপারে এ বার হস্তক্ষেপ করুক সুপ্রিম কোর্ট।” জানান সাজাপ্রাপ্ত দোষী মুকেশ, বিনয় এবং অক্ষয়-র সমস্ত আরজির পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং সকলকে সকল সাজাপ্রাপ্ত দোষীদের একসাথে ফাঁসির সাজা বলবত না করে আলাদা কার্যকর করা যেতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার পক্ষ থেকে আবেদন করে জানানো হয়েছে, সমস্ত সাজাপ্রাপ্ত দোষীদের আইনি পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে তাদের ফাঁসি সাজা দেওয়া হোক। গত ৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লি হাইকোর্ট এই মামলার রায় জানিয়েছে, নির্ভয়া গণধর্ষণ ও হত্যা মামলায় সাজাপ্রাপ্তদের আলাদা আলাদা ভাবে ফাঁসি দেওয়া হবে না, একসঙ্গে ফাঁসি কার্কর করা হবে। হাইকোর্টের এই রায় কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার শীর্ষ আদালতে আর্জি জানায়।

দেহ উদ্ধার শৌচাগার থেকে তিহাড় জেলে রহস্য-মৃত্যু বিচারাধীন বন্দির

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লির তিহাড় জেলে রহস্যজনক-মৃত্যু হল বিচারাধীন একজন বন্দিরউ শুক্রবার সকালে তিহাড় জেলের শৌচাগার থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে চারটি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত একজন বন্দির দেহউ তিহার জেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, শুক্রবার জেলের শৌচাগার থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে গগন (২১) নামে একজন বিচারাধীন বন্দির দেহ। তিহাড় জেলের ৩ নম্বর কারাগারে বন্দি ছিল গগনউ তার বিরুদ্ধে চারটি মামলা রয়েছে।

বছর ২১-এর গগন-এর বিরুদ্ধে চারটি মামলা রয়েছেউ তিহাড় জেলের ৩ নম্বর কারাগারে বন্দি ছিল গগনউ শুক্রবার সকালে শৌচাগারে গিয়েছিল সেউ পরে শৌচাগার থেকেই গগনের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, গগন আত্মঘাতী হয়েছে। যদিও, আত্মঘাতী হওয়ার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখছে তিহাড় জেল কর্তৃপক্ষ।

পঙ্গপালের আক্রমণের জেরে পাকিস্তানের পর সোমালিয়াতেও জরুরি অবস্থা ঘোষণা

মোগাদিসু, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : এবার বিপাকে সোমালিয়া উ পাকিস্তানের পর সোমালিয়াও আক্রান্ত ঝাঁকবদ্ধ পতঙ্গ পঙ্গপালের তীব্র আক্রমণে পঙ্গপালের আক্রমণের জেরে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে আফ্রিকার এই দেশটি।

ঝাঁকে ঝাঁকে পতঙ্গ। দেখে ভয়াবহ না মনে হলেও পতঙ্গটির আক্রমণ দেশটির কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্তদের জন্য ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করেছে। এর আক্রমনে পাকিস্তান ছাড়াও আফ্রিকার দেশ সোমালিয়াতেও ঘোষণা করা হয়েছে জরুরি অবস্থা। ইথিওপিয়া, কেনিয়াসহ আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশ ছাড়াও সৌদি আরব পঙ্গপালের আক্রমণের মুখে পড়েছে বলে খবর। পঙ্গপাল নিয়ন্ত্রণে কীটনাশক ব্যবহারের প্রচলন থাকলেও আফ্রিকায় পঙ্গপাল দমনে শুধু কীটনাশক ব্যবহারে ফল মিলবে না বলে মনে করছেন রাষ্ট্রসংঘের বিশেষজ্ঞরা। এর মধ্যে পরিস্থিতি সামাল দিতে ৭ কোটি ডলার অনুদান চেয়েছে সংস্থাটি।

রাষ্ট্রসংঘের এক সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, পঙ্গপালের ১০ লাখ পতঙ্গের একটি ঝাঁক একদিনে ৩৫ হাজার মানুষের খাবার খেয়ে ফেলতে পারে। ফলে ইথিওপিয়া, কেনিয়াসহ পূর্ব আফ্রিকায় এর ফলে তৈরি হতে পারে মানবিক সংকট।

এদিকে পঙ্গপালের আক্রমণে সৃষ্ট এই পরিস্থিতির জন্য জলবায়ু পরিবর্তনকে দায়ী করেছেন বিশ্লেষকরা। রাষ্ট্রসংঘের পঙ্গপাল পূর্বাভাস বিষয়ক এক কর্মকর্তা জানান, ঘূর্ণিঝড় থেকেই এই পতঙ্গের আগমন ঘটে। গত ১০ বছরে ভারত মহাসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বেড়েছে এই পতঙ্গের আক্রমণ।

সোমবার শাহিনবাগ থেকে প্রতিবাদীদের সরানোর আবেদনের শুনানি সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে যাতে কোনও রকম প্রভাব না পড়ে, সেই কারণে শাহিনবাগ থেকে প্রতিবাদীদের সরানোর জন্য আবেদনের শুনানি পিছিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। দিল্লিতে ভোটের পর আগামী সোমবার এই মামলার শুনানি হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এসকে কউল এবং বিচারপতি কেএম জোসেফের দুই সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ শুনানি সোমবার পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। দিল্লির প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ নন্দ কিশোর চলতি সপ্তাহের শুরুতে এই আবেদন করেন। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে দিল্লির শাহিনবাগে ২০০-রও বেশি মহিলা এক মাসেরও বেশি সময় ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। দিল্লির প্রবল ঠান্ডা উপেক্ষা করেও এখানেই অবস্থান বিক্ষোভে করে চলেছেন তাঁরা। সিএএ বিরোধী আন্দোলনে গোটা দেশের মুখ হয়ে দাঁড়িয়েছে শাহিনবাগ। এই পরিস্থিতিতে আন্দোলনকারীদের সরাতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন দিল্লির প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ নন্দ কিশোর।

নির্বাচন

● প্রথম পাতার পর

পাঠায় কমিশন। দিল্লির কুর্সিতে আসীন কেজরিওয়ালের হাতিয়ার যদি উন্নয়ন হয়ে থাকে, তবে গেরুয়া শিবিরের হাতিয়ার রাজধানী জুড়ে চলতে থাকা সিএএ বিরোধী আন্দোলন। বিশেষ করে শাহিনবাগের আন্দোলনে দিল্লিবাসীর কতটা অসুবিধা হচ্ছে, তা বারবার প্রচারে তুলে ধরেছেন তাঁরা। সেই আন্দোলনে মদত দিচ্ছেন বলে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছে গেরুয়া শিবির। প্রচার যত শেষবেলার দিকে এগিয়েছে, আক্রমণের ঝাঁজ ততই বেড়েছে। ভোটারদের মধ্যে ধর্মীয়ভাবে আড়াআড়ি বিভাজনের চেষ্টা করতেও পিছপা হননি বিজেপি নেতৃত্ব। অন্যদিকে মোদীঝড়ে ভর করে ২০১৪ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসেছিল বিজেপি সরকার। তারপরেও ২০১৫ সালের দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে মুখ থুবড়ে পড়ে বিজেপি। মাত্র তিনটি আসনে শিকে ছিঁড়েছিল তাদের। যদিও ২০১৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ৩২টি আসন জিতে দিল্লিতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়েছিল বিজেপি। কিন্তু ম্যাজিক ফিগার পায়নি। শেষমেশ আপ-কংগ্রেস হাত মিলিয়ে সরকার গড়ে। বেশিদিন টেকেনি সেই সরকার। রাষ্ট্রপতি শাসনের পর ২০১৫তে ফের নির্বাচন হয়।

কংগ্রেসের

● প্রথম পাতার পর

করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। ত্রিপুরাকে বিভিন্ন প্রকল্পে আর্থিক বরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়ায় রাজ্যের উন্নয়ন মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

রেলমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

পণ্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে রফতানি করার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে।

সিএএ বিরোধিতার নামে দেশবিরোধী কার্যকলাপকে প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে : আর কে সিনহা

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)-এর বিরোধিতায় উত্তাল গোটা দেশ। প্রতিবাদে সরব কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। ঘটছে হিংসাত্মক ঘটনাও। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)-এর বিরোধিতায় দেশজুড়ে চলতে থাকা বিক্ষোভ-প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহা। শুক্রবার রাজ্যসভার জিরো আওয়ারে সাংসদ আর কে সিনহা বলেছেন, সিএএ বিরোধিতার আড়ালে দেশবিরোধী কার্যকলাপকে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে।

এদিন রাজ্যসভার জিরো আওয়ারে সাংসদ আর কে সিনহা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, ‘সংসদের উভয় কক্ষে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ হয়েছে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) এবং তা বাস্তবায়িতও হয়েছে। বাস্তবায়নের পর বহু জায়গায় সিএএ-র বিরোধিতা করা হয়েছেউ গণতান্ত্রিক কাঠামোয় প্রতিবাদ করার অধিকার রয়েছে নাগরিকদের, তাতে কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু, প্রতিবাদ-বিরোধিতার আড়ালেই কিছু কিছু জায়গায়, দেশবিরোধী কার্যকলাপ দেখা গিয়েছেউ দেশ ভাগ করার স্লোগানও দেওয়া হয়েছে।

সাংসদ আর কে সিনহা আরও বলেছেন, সিএএ বিরোধিতার আড়ালে এমন পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে, যাতে অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হয়। আমি মনে করি শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের অধিকার থাকা উচিত, কিন্তু অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করার অধিকার কারও নেই। রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে সাংসদ আর কে সিনহা বলেছেন, আমি আপনার মাধ্যমে বলতে চাই, দেশবিরোধী কার্যকলাপে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

১০৩২৩

● প্রথম পাতার পর

উচ্চ আদালতের রায়ে বলা হয়েছিল, সুপ্রিমকোর্ট এ সংক্রান্ত মামলায় এই সিদ্ধান্ত দিয়ে ফেলেছে। সেক্ষেত্রে নতুন করে কোনও রায় দেওয়ার এক্তিয়ার নেই উচ্চ আদালতের। আদালত আরও বলেছিল, সুপ্রিমকোর্টের রায়ের ভিত্তিতে এখন কেবলমাত্র রাজ্য সরকার এ বিষয়ে ভাবতে পারবে। সাথে আদালত আরও বলেছিল, রাজ্য সরকারের উচিত সুপ্রিমকোর্টের রায় কার্যকর করা। কারণ, সংবিধান মেনে রাজ্য সরকার সুপ্রিমকোর্টের রায় মানতে বাধ্য। পাশাপাশি, আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছিল এই রায়ের রিভিউ করার ব্যাপারে এখন আর কোনও এক্তিয়ার নেই মামলাকারীদের।

আজও সুপ্রিমকোর্টে ওই মামলা গ্রহণের বিষয়ে শুনানি সম্পূর্ণ হয়নি। আজ ছিল মোশন হিয়ারিং। সুপ্রিম কোর্ট আগামী ১৬ মার্চ সম্ভবত ওই মামলা গ্রহণ করবে কিনা সে-বিষয়ে চূড়ান্ত রায় দেবে। তার আগে ত্রিপুরা সরকারকে নোটিশ পাঠিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। ফলে, এখনই বলা যাচ্ছে না, ওই সব চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের ভাগ্যের চাকা ঘুরবে, নাকি ৩১ মার্চ তাঁদের স্থায়ী ভাবে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে।

তালা

● প্রথম পাতার পর

কাছে কৈফিয়ত চেয়েছিলেন। তাতে, প্রধান শিক্ষিকা পাঞ্চালি দেববর্মা অভিভাবকদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

আজ স্কুলে তালা লাগানোর খবর পেয়ে দুপুর দুইটা নাগাদ জম্পুইজলা বিদ্যালয় পরিদর্শক পঞ্চমোহন জমাতিয়া, উপবিদ্যালয় পরিদর্শক শম্ভুরাম দেববর্মা সহ এক আধিকারিক দল স্কুলে ছুটে যান। সেখানে গিয়ে অভিভাবক এবং এসএমসি কমিটির সদস্যদের সাথে ওই আধিকারিকরা বৈঠক করেন। এসএমসি কমিটির সদস্য বিমল দেববর্মা সহ স্থানীয় অভিভাবকরা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে প্রধান শিক্ষিকা পাঞ্চালি দেববর্মার বিরুদ্ধে ডেপুটেশন প্রদান করেছেন। সাথে ওই প্রধান শিক্ষিকাকে শীঘ্রই বদলি করার দাবি তুলেছেন। বিদ্যালয় পরিদর্শক তাদের দাবি পূরণ করার আশ্বাস দিলে স্কুলের তালা খুলে দেন অভিভাবকরা।

রাহুল গান্ধীর

● প্রথম পাতার পর

এরপরই রাহুল গান্ধীর খোঁচা, ‘প্রধানমন্ত্রীর মতো আচরণই করেন না মোদী।’বৃহস্পতিবার সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় রাহুল গান্ধীকে তীক্ষ্ণ খোঁচা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, ‘অনেক টিউবলাইট এমনই হয়।’ প্রধানমন্ত্রীর ‘টিউবলাইট’ খোঁচার প্রেক্ষিতে শুক্রবার রাহুলকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘সংসদে আমাদের কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না, আমার কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে।’ সংসদে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নাম না করে কংগ্রেস সাংসদকে ‘টিউবলাইট’ বলে কটাক্ষ করেন এবং বলেন, সূর্য প্রণাম করে তিনি নিজের পিঠ এত শক্ত করবেন যাতে হাজার ডান্ডা খেলেও কিছু হবে না।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-এর আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

শুক্রবার বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর)-এর সদর কোকরাঝাড় শহর সংলগ্ন খারগাঁও টেঙাপাড়ায় জানক্রিথাই ফথার মাঠে বড়ো শান্তিচুক্তি সম্পাদন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত বিজয়োৎসবে ভাষণ দিচ্ছিলেন ড় শর্মা। প্রায় পঁচা লক্ষ জনতার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত বিজয়োৎসব-সমাবেশে হিমন্তবিশ্ব বলেন, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মের দাবি অনুযায়ী বড়োল্যান্ড চুক্তির এক সফল সমাপ্তি ঘটেছে প্রধানমন্ত্রী মোদীর দৌলতে। তিনি বলেন, অসমের ভৌগলিক অখণ্ডতা রক্ষা করে বড়োল্যান্ডকে সর্বাত্মক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের এক নতুন দিগন্ত রচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এর দ্বারা কেবল বড়োল্যান্ড নয়, সমগ্র রাজ্যে শান্তির বাতাবরণ ফিরিয়ে দেওয়ায় তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পাশাপাশি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

রাস্তায়

● প্রথম পাতার পর

তদন্ত চালান। কিন্তু রাতে এই খবর লেখা পর্যন্ত গোপাল সাহার লাশ উদ্ধার করা যায়নি, জানিয়েছেন থানা কর্তৃপক্ষ। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাণাদিত্য দাস এবং এসডিপিও গমনজয় রিয়াং টিএসআর বাহিনী নিয়ে গোটা এলাকায় তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান জারি রেখেছেন বলে জানা গেছে।

নির্বাচন কমিশন

আটের পাতার পর

অভিযোগ দায়ের করে আপ সুপ্রিমোর বিরুদ্ধে উ বিজেপির অভিযোগে বলা হয়েছে, “আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন করে বর্তমান মত পার্থক্য উস্কে/পারস্পরিক ঘৃণা তৈরি করে/বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি করে ভোট আদায়ের” লক্ষ্যে ভিডিওটি আপলোড করা হয়েছে। এরপরই তাঁকে নোটিশ পাঠাল নির্বাচন কমিশন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানো নোটিশে ভিডিওর পুরো অংশটি লিখিত আকারে যোগ করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ভিডিওটির প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে, মনে হয়েছে, এটির “সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে পারে এবং সামাজিক ও ধর্মীয় মতপার্থক্য উস্কে দিতে পারে”। শনিবার বিকেল ৫টার মধ্যে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে জবাব দিতে বলা হয়েছে।

সৌজন্য সাক্ষাৎ

আটের পাতার পর

২০১৮ সালে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার ত্রিপুরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত গৃহীত বিভিন্ন জনমুখী পদক্ষেপগুলি সম্পর্কেও দলের রাষ্ট্রীয় সভাপতিকে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী দেব। এই সময়ের মধ্যে রাজ্যবাসীর স্বার্থে সরকারের নানা কর্মসূচির কথা এদিন তুলে ধরেন তিনি। এছাড়া ভবিষ্যতে সরকারের নানা লক্ষ্যমাত্রাগুলিও রাষ্ট্রীয় সভাপতির কাছে তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

খেলা

প্রথম ম্যাচ হেরে সিরিজ জয়ের সাম্প্রতিক ধারা কি ধরে রাখতে পারবে ভারত?

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি।। নিউজিল্যান্ডকে টি-টোয়িন্টি সিরিজে ৫-০ হারানোর পর একদিনের সিরিজের শুরুতেই ধাক্কা খেয়েছে ভারত। বিরাট কোহালির দল স্কোরবোর্ডে ৩৪৭ রান তুলেও হেরে গিয়েছে বুধবার। সিরিজে টিকে থাকতে শনিবার তাই জিততেই হবে টিম ইন্ডিয়াকে। এর আগে শেষ দুই একদিনের সিরিজেও প্রথম ম্যাচ হেরে গিয়েছিল ভারত। কিন্তু তারপর দুটো সিরিজেই ফিরে এসেছিল দল। সিরিজ জিতে ও ছিলেন বিরাট কোহালিরা। নিউজিল্যান্ডেও কি শেষ দুই একদিনের আন্তর্জাতিকে জিতে সিরিজ দখল করবে ভারত, প্রশ্ন উঠছে ক্রিকেটমহলে। মাথায় রাখতে হবে, কিউয়িরা কিন্তু হ্যামিল্টনে সিরিজের প্রথম একদিনের ম্যাচে কেন ইুলিয়ামসনকে পায়নি। টি-টোয়েন্টি সিরিজের মতো ওয়ানডে সিরিজের দলেও নেই ট্রেন্ট বোল্ট, লকি ফার্গুসন ম্যাট হেনরির মতো প্রথম দলের নিয়মিত পেসাররা। কিন্তু তার পরও ওয়ানডে সিরিজে ১- ০ এগিয়ে রয়েছে নিউজিল্যান্ড। রোহিত শর্মাকে ছাড়া একদিনের সিজি খেলতে বাধ্য হচ্ছে ভারতও। নেই শিখর ধওয়ন। তবে তার পরও প্রায় সাড়ে তিনশো রান তুলেছিলেন ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা। বোলারর অবশ্য সেই পুঁজি নিয়েও জেতাতে পারেননি। তবে ভারতীয় দলকে অনুপ্রাণিত করতে পারে শেষ দুই একদিনের সিরিজের গতিপথ। গত বছরের শেষের দিকে চেন্নাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে চেন্নাইয়ে প্রথম একদিনের ম্যাচে ২৮৮ রান তুলেও হেরে গিয়েছিল ভারত। বিশাখাপত্তনমে দ্বিতীয় ম্যাচে রোহিত শর্মা ও লোকেশ রাহুলের দাপটে ৩৮৭ তুলেছিল ভারত। আর কটকে শেষ একদিনের ম্যাচে জয় আসে চার উটিতেটে। ২-১ ফলে সিরিজ জেতে টিম ইন্ডিয়া। চলতি বছরের গোড়ায় মুম্বইয়ে প্রথম একদিনের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ১০ উইকেটে হেরেছিল ভারত। রাজকোটে পরের ম্যাচে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহালি ও শিখর ধওয়নের ব্যাটের দাপটে ৩৬ রানে আসে জয়। আর বেঙ্গালুরুতে শেষ ম্যাচে রোহিতের সেঞ্চুরি সিরিজ জেতায় দলকে। এ বার নিউজিল্যান্ডেও একই ভাবে পিছিয়ে থেকে সিরিজ জিততে চাইছে বিরাটের দল। ইতিহাস ভারতের বিপক্ষে। নিউজিল্যান্ডে প্রথম ম্যাচ হেরে যাওয়ার পর ভারত এখনও পর্যন্ত সিরিজ জিততে পারেনি। ২০০৮- ০৯ মরসুমে ও ২০১৯ সালে ভারত দু'বার নিউজিল্যান্ডে একদিনের সিরিজ জিতেছিল। আর দু'বারই সিরিজের প্রথম ম্যাচ জিতেছিল ভারত। এ বার কিন্তু হেরে ওয়ানডে সিরিজ করেছেন বিরাটরা।

বাগানকে হারানোর ছক কষছেন বালিগঞ্জের চীনে 'বাঙালি

ইয়ান ল। পাঞ্জাব এফ সি—র কোচ। নাম শুনে মনে হতে পারে বিদেশি। কিন্তু এখানেই 'কাহানি মে টুইস্ট'। চীনা পরিবারের জন্ম হলেও তিনি আপাদমস্তক 'বাঙালি'। কলকাতায় জন্ম। বালিগঞ্জের গরচা রোডের বাড়িতে বেড়ে ওঠা। পড়াশোনার পাশাপাশি কলকাতা ময়দানে ফুটবল খেলা। খেলতে খেলতেই কোচিংয়ে। মাত্র ২৬ বছর বয়সেই আই লিগের দল পাঞ্জাব এফ সি—র কোচের পদে তাঁকে বসিয়েছেন ক্লাবকর্তা রঞ্জিত বাজাজ। আপাতত লিগ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইয়ানের দল। ১০ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে। রবিবার সামনে মোহনবাগান। সেই ম্যাচ জিতে বাগানের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান কমানোর লক্ষ্যে দল নিয়ে এখন কলকাতায় ইয়ান।বহুকাল আগে প্রপিতামহ চীন দেশ ছেড়ে কলকাতা এসেছিলেন। জন্মের পর থেকে ব্যবসায়িক (চাইনিজ রেস্তোরাঁ, জুতো, জামাকাপড়, লন্ড্রি) পরিবারে বেড়ে উঠলেও ইয়ানকে বারবার টেনেছে ফুটবল মাঠ। বাবা-মা বাধা দেননি। কলকাতা লিগে সি এফ সি—তে জামশিদ নাসিরির কাছে ফুটবলার হিসেবে নিজেকে প্রথম মেলে ধরার সুযোগ পান। পরে জুনিয়র বেঙ্গল, ইন্ডিয়া দলে খেলেন। সেখান থেকেই ২০০৯-১০ মরশুমে জর্জ টেলিগ্রাফে। কোচিংয়ে আসাও তখনই। ইয়ানের কথায়, '২০১২-১৩ মরশুমে তৎকালীন আই এফ এ সহ সচিব জয়দীপ মুখার্জির (এখন সচিব) উদ্যোগেই ডি লাইসেন্স কোচিং কোর্স করি। তার পরই কোচিংয়ে আগ্রহ বাড়ে। ক্যালকাটা ইউনাইটেড ক্লাবকে কোচিং দিয়ে পঞ্চম ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন করি। বুঝে যাই খেলা আর কোচিং একসঙ্গে হবে না। ধাপে ধাপে বিভিন্ন ক্লাবে ও জাতীয় স্তরে কোচিং করানোর ফাঁকে সি, বি—এর পর এ এফ সি এ লাইসেন্স কোচিং কোর্স সেরে ফেলি। মাঝে ফেডারেশনের ডেভেলপমেন্ট অফিসারের পদেও ছিলাম। তবে বরাবরই লক্ষ্য ছিল কলকাতার কোনও বড় ক্লাবে কোচিং করার। তাই মহমেডান স্পোর্টিং ডাকায় সাময়িক দায়িত্ব নিই। এরপর আই লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে মিনার্ভা যখন এ এফ সি কাপে খেলার সুযোগ পেল, তখন আমাকে ডাকলেন রঞ্জিত বাজাজ। সুযোগটা হাতছাড়া করিনি। তখন থেকেই দায়িত্বে। এবার আই লিগে দলকে ভাল জায়গায় পৌঁছে দেওয়াই লক্ষ্য।' মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলে না খেলার জন্য আক্ষেপ আছে? ইয়ান বলছেন, 'অবশ্যই আছে। তবে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান বা এটিকে—র মতো দলে কোচিং করাতে পারলে না খেলার আপসোস মিটবে।' কোচ হিসেবে কাকে বেশি অনুসরণ করেন? ইয়ান বললেন, 'মার্সেলো বিয়েলসা এবং জুরগেন ক্লপের

কোচিং দর্শন বেশি পছন্দ। দুই কোচের টেকনিক্যাল, ট্যাকটিক্যাল আর অ্যাটাকিং স্টাইল মেনে ফুটবলারদের খেলাতে চেষ্টা করি। পেপ গুয়ারদিওলাও অনেক বড় কোচ। তবে বিয়েলসা ও ক্লপকেই এগিয়ে রাখি।' রবিবারের মোহনবাগান ম্যাচ নিয়ে কী ভাবনা? ইয়ানের জবাব, 'মোহনবাগান এই মুহূর্তে দারুণ ছন্দে আছে। ওরা ৬ পয়েন্টে আমাদের থেকে এগিয়ে। ব্যবধান কমাতে হলে হারাতেই হবে। ম্যাচটা তাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। ফাইনালের মতো। হারলে বাগানের সঙ্গে ৯ পয়েন্টের ব্যবধান তৈরি হয়ে যাবে। কিন্তু মোহনবাগান আর তার পরের ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলকে হারাতে পারলে খেতাবি দৌড়ে থেকে যাব। ফুটবলারদের এটা মাথায় রেখে খেলতে বলেছি। কঠিন লড়াই দিতে তৈরি দু'দলকেই।' মোহনবাগানের খেলে যাওয়া ডি পান্ডা ডিকা দুরন্ত ফর্মে। করেছেন ৮ গোল। কোচ ইয়ানের মতো গোটা পাঞ্জাব দলটাই এখন জয়ের জন্য তাকিয়ে ডিকার দিকে। প্রথম ম্যাচে হারের পর টানা ৯ ম্যাচ অপরাজিত। ৪ টি জয়, ৫টি ড্র। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের বিরুদ্ধে লুধিয়ানার মাঠে এগিয়ে এগিয়েও গোল খেয়ে ড্র করেছে পাঞ্জাব এফ সি। ইয়ানের মতে, 'এটাই সমস্যা। ভাল খেলেও শেষদিকে মনঃসংযোগ হারিয়ে গোল হজম করেছে দল। তাই ডিফেন্স জমাট করতে কিংসলে ও নির্মল ছেত্রীকে নিয়েছি। অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার পজিশনে অলউইন জর্জকে। আশা করছি, এতে দলে আক্রমণভাগ ও রক্ষণভাগের ভারসাম্য বাড়বে।'

কলকাতায় মায়ের সোনা, লখনউয়ে বসে দেখল শিশু

৭ ফেব্রুয়ারি।। মা সোনা জেতার জন্য বারবেল হাতে একের পর এক ভারী ওজন তুলছেন আর লখনউয়ে ভিডিয়ো কলে তা দেখছে চার বছরের ছেলে। বৃহস্পতিবার চমকপদ এই দৃশ্যের সাক্ষী থাকল ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র। জাতীয় ভারোত্তোলনে মেয়েদের ৮১ কেজি বিভাগে কাঙ্খিত সোনা জেতার পর মঞ্চে আবেগ চেপে রাখতে না পেরে কেঁদেই ফেললেন একত্রিশ বছরের সৃষ্টি সিংহ। তারপর দ্রুত দৌড়ে গেলেন ছেলে শ্রেয়াস্তের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে। বিজয় মঞ্চ থেকে সোনার পদক নিয়ে নামার পর সৃষিত্মট বললেন,. ছেলে বড় হয়ে যাতে বলতে পারে তার মা কিছু করেছে, এ জন্যই খেলা ছেড়ে দেওয়ার পাঁচ বছর পরে আবার অনুশীলন শুরু করেছিলাম। লক্ষ্য ছিল সোনা। কালই লখনউ ফিরে যাব। ছেলের গলায় পরিয়ে দেব এটা। কত দিন একে দেখিনি। বলতে বলতে ঢুকে যান ডোপ পরীক্ষার ঘরে। বাবা বিন্ধ্যাচল সিংহ এক সময় কুস্তি করতেন। এখন স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান। দাদা সন্দীপ সিংহ ভারোতেলাক ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তাই বারবেল তুলতে চলে আসতেন দাদার সঙ্গে। কমনওয়েলথ গেমস, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ও জাতীয় পর্যায়ে সোনা- রুপো পেয়েছেন অনেক। বিয়ের পরও নিয়মিত নেমেছেন প্রতিযোগিতায়। কিন্তু গর্ভবতী হওয়ার পর খেলা ছেড়ে দেন ২০১৩ সালে। পাঁচ বছর বারবেল হাতেই তোলেননি। ছেলে মানুষ করছেন। ছেলের দু'বছর বয়স হওয়ার পর ফের শুরু করেন অনুশীলন। বলছিলেন, গত ছয় মাস বাড়ি যাইনি। ছিলাম প্রস্তুতি শিবিরে। প্রতিদিন মনে হত বাড়ি ফিরে যাই। সোনার দরকার নেই। ছেলেকে মানুষ করি। বারবার ছেলের সঙ্গে কথা বলে মনকে শান্ত করতাম। পরিশ্রমের ফল পেলাম। আমার কষ্ট করা সার্থক। সোনা জেতার পর রেল কর্মী সৃষ্টি সুযোগ পেতে চলেছেন কাজাখস্তানে এশীয় চ্যাম্পিয়নশিপে। সেখানে যাওয়ার আগেও তো শিবিরে থাকতে হবে? ও তো এখন একা একা থাকতে শিকে গিয়েছে। সমস্যা হবে না। সৃষ্টি অবশ্য এদিন মেয়েদের ৮১ কেজি বিভাগে সোনা জিতলেন ২০৫ কেজি ওজন তুলে। স্ন্যাচে তোলের ৯৩ ক্লিন অ্যান্ড জার্কে। ১২২। দ্বিতীয় স্থানে চণ্ডীগড়ের বলজিন্দার কৌর। তুললেন ১৯৫ কেজি। ব্রোঞ্জ জিতলেন তামিলনাড়ুর টি দার্শিনী। এ দিন পুরুষদের ১০২ কেজি বিভাগ স্ন্যাচে তোলেন ৯৩, ক্লিন অ্যান্ড জার্কে ১২২। দ্বিতীয় স্থানে চণ্ডীগড়ের বলজিন্দার কৌর। তুললেসন ১৯৫ কেজি। ব্রোঞ্জ জিতলেন তামিলনাড়ুর টি দার্শিনী। এ দিন পুরুষদের ১০২ কেজি বিভাগে স্ন্যাচে ইভেন্টে সোনা জিতে রেকর্ড গড়লেন রেলের প্রদীপ সিংহ। তুললেন ৩৪৬ কেজি। স্ন্যাচে নিজের ১৫০ কেজির রেকর্ড ভেঙে তুললেন ১৫১ কেজি। ৩২৫ কেজি তুলে রুপো জিতলেন শুভম। মেয়েদের ৭৬ কেজি বিভাগে সোনা জিতলেন চন্ডীগড়ের দীপিকা হান্ডা। তুললেন ২১১ কেজি। রুপো জিতলেন তামিলনাড়ুর আরক্ষা আলিশ। তুললেন ২০৭ কেজি। ব্রোঞ্জ পেলেন মণিপুরের তুমিনা দেবি। **প্রাথমিক স্কুলে ক্লাস রজারের** দক্ষিণ আফ্রিকায় টেনিস কিংবদন্তি রজার ফেডেরার এবং রাফায়েল নাদালের প্রদর্শনী ম্যাচে নিয়ে আগ্রহ তুঙ্গে। ফেডেরার বলেছেন, অনেক দিন ধরেই তিনি কেপ টাউনে এই ম্যাচটার পরিকল্পনা করছিলেন। নাদালকে এক বার বলতেই তিনি রাজি হয়ে যান। শুক্রবারের এই ম্যাচে নামার আগে আবার ফেডেরার নিজের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাজে নামিবিয়া গিয়েছিলেন। সেখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খুদে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ক্লাসও করেন ২০ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী। বাচ্চারা স্কুলে কতটা শিখতে পারছে, সেটা জানতেই এই উদ্যোগ ফেডেরারের।

৩৮ বছর বয়সি সুইস মহাতারকা এর পরে নামিবিয়ার প্রেসিডেন্ট এবং সে দেশের উচ্চ পদস্থ সরকারী আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা ও করেন। রজার ফেডেরারের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আফ্রিকার ছটি দেশ এবং সুইৎজারল্যান্ডে কাজ করে। এখনও পর্যন্ত শিশুদের শিক্ষায় ৭৫০ মিলিয়ন নামিবিয়টান ডলার (প্রায় ৩৬০ কোটি টাকা) ব্যয় করেছে। তৈরি করা হয়েছে ৭০০০ প্রাথমিক স্কুল। প্রায় ১৫ লক্ষ শিশু এই স্কুলগুলিতে পড়ে। ফেডেরার এখান থেকেই উড়ে যাবেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। নাদালের বিরুদ্ধে প্রদর্শনী ম্যাচে নামতে। ফেডেরার বলেছেন, রাফার উপস্থিতি ম্যাচটা আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে।

ফাইনাল হোক যশস্বীর, চান কোচ জ্বালা

: এক ঢিলে দুই পাখির মতো এক ফোনে গুরু---শিষ্য। দু'জনেই এখন দক্ষিণ আফ্রিকায়। গুরু জ্বালা সিংকে ফোন করে জানা গেল পাশেই আছেন শিষ্য যশস্বী জয়সোয়াল। অতঃপর একই ফোন কল---এ কথা বললেন দু'জন। যশস্বী জয়সওয়াল: এর আগে যতবার স্যর এসেছেন আমার খেলা দেখতে, আমি তাড়াতাড়ি আউট হয়ে গেছি। এবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমার সেঞ্চুরি দেখলেন মাঠে বসে। কিন্তু আমায় না জানিয়ে। উনি মাঠে এলে আমি রান পাব না এটা মনে হয় একটা কুসংস্কার ছিল। আমি জানি, ফাইনালেও স্যর মাঠে থাকবেন। জ্বালা সিং: কখনওই পরের ম্যাচ নিয়ে আমরা আলোচনা করি না। যাতে ও চাপে পড়ে না যায়। যা জানার, তা জেনেই তো দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছিল। এখন নতুন করে কী বলব। তবু যশস্বী জানতে চাইছে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোথায় কোথায় ভুল করেছিল। আমি শুধু বলেছি, এটা তোর জীবনের সেরা ইনিংস। বাকি ব্যাপারগুলো নিয়ে

ফাইনালের শেষে কথা বলব। তবে এখানে এসে দেখছি, খুব ভাল ইংরেজি বলছে। আগের চেয়ে ইমপ্রুভ করেছে। এটা তো আন্তর্জাতিক পরিবেশ। ক্লাস নাইন পাশ করেছে। টেন্থ ক্লাসে পরীক্ষা দিতে তিনবার দেওয়ার জন্য আবেদন করেছিল। সময় পায়নি। যশস্বী: স্যরের কাছে জানতে চেয়েছিলাম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমার বডি ল্যাঙ্গোয়েজ কেমন ছিল। বলতে চাইছেন না। কী কী ভুল করেছি, সেটাও বলছেন না। জ্বালা: বললাম তো, যা বলার দেশে ফিরে বলব। শুধু বলেছি, আমার মতো তোরও কোনও গডফাদার নেই। তাই ক্রিকেটে মন দে। যশস্বী: স্যর কিছু না বললেও আমি বলেছি, বিপক্ষে পাকিস্তান থাকায় ভেতরে একটা অনুভূতি হচ্ছিল ভাল কিছু করার। সঙ্গী ওপেনার দিব্যাংশ সাক্সেনা খুব ভাল ব্যাট করেছে। আমি চাপমুক্ত হয়ে ব্যাট করতে পেরেছিলাম। দুজনেই ঠিক করেছিলাম, বিপক্ষে যখন পাকিস্তান, কিছু একটা করতেই হবে। জ্বালা: ওর বিশ্বকাপে সুযোগ পাওয়ার খবর প্রথম পেয়েছিলাম ওর কাছ থেকেই। ওকে একটু বেশি উত্তেজিত মনে হয়েছিল। সেটা কমানোর জন্য বলেছিলাম, তুই তো আন্ডার নাইন্টিন ইন্ডিয়ান টিমের হয়ে খেলছিস তিন বছর। বিশ্বকাপ বলে বাড়তি উত্তেজনা কেন? আমি শুধু চাই, তুই দক্ষিণ আফ্রিকায় সব দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রান কর। সেদিন আমি সবচেয়ে খুশি হব। ফিল হাল তো মেরে লড়কা টপ মে হ্যায়। এখনও ফাইনাল বাকি আছে। যশস্বী: ফাইনালের জন্য এখনও পর্যন্ত কোনও পরামর্শ দেননি স্যর। শুধু বলছেন, আগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কথা ভাব। দল চ্যাম্পিয়ন হলে তুইও পাদপ্রদীপের তলায় থাকবি। তোর সেরাটা দে। জ্বালা: তা—ই তো বলব। আগে ইন্ডিয়ান টিম। তারপর ব্যক্তিগত পারফরমেন্স। আমার শিষ্য বলে বলছি না। বোলার হিসেবে ওর প্রতিভার বিচ্ছুরণ এখনও হয়নি। ম্যাচ টাইট হয়ে গেলে ওকে বোলিং করতে ডাকা হয়। আমি বলেছি, নেভার মাইন্ড। আগে দেখতে হবে দল কী চাইছে? সেই অন্যায়ী খেলতে হবে। আপনারা সবাই যশস্বী আর ভারতীয় দলকে শুভেচ্ছা জানান। অনেকেই জানতে চাইছেন, ফাইনালে বিপক্ষে কোন দল থাকলে সুবিধে হয়। আমি বলেছি, এসব নেতিবাচক চিন্তাভাবনা। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন যারা দেখছে, তারা বিপক্ষ টিম নিয়ে ভাববে কেন?

ডেভিস কাপ দলে ভরসা সেই লিয়েন্ডার

৭ ফেব্রুয়ারী।। আগামী মাসের শুরুতেই ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ডেভিস কাপের দ্বৈরথে নামবে ভারত। ক্রোয়েশিয়ার রাজধানী জাগ্রেবে অনুষ্ঠিত হতে চলা সেই টাইয়ে ভারতের অক্রীড়ক অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন রোহিত রাজপাল। ছয় সদস্যের সেই ভারতীয় দলে রাখা হয়েছে অভিজ্ঞ লিয়েন্ডার পেজকেও। বৃহস্পতিবার বলরাম সিংহের নেতৃত্বাধীন সর্বভারতীয় টেনিস অ্যাসোসিয়েশন (এআইটিএ) -এর নির্বাচক কমিটি ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে এই টাইয়ের ডাবলস ম্যাচের জন্য বেছে নেন লিয়েন্ডার-সহ তিন খেলোয়াড়কে। যে দলে রয়েছেন রোহন বোপান্না ও দ্বিবীজ শরণ। এর আগে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নুর সুলতানে আয়োজিত ডেভিস কাপ টাইয়ে খেলেননি বোপান্না ও দ্বিবীজ। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেই ডেভিস কাপ টাইয়ের সময়ে অসুস্থ ছিলেন বোপান্না। আর দ্বিবীজ তাঁর বিয়ের অনুষ্ঠানের দলে ছিলেন না। এই দু'জন দলে আসায় বাদ পড়লেন জীবন নেদুনচেজিয়ান। ডাবলসে এটিপি র‍্যাঙ্কিংয়ে লিয়েন্ডার পেজের (১১৭) অঙ্গাগে রয়েছেন জীবন (১০৫) ও পূরব রাজা (৯১)। কিন্তু তাদের পিছনে থেকেও কেন লিয়েন্ডারকে দলে রাকা হয়েছে, তাঁর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলরাম বলেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যারা খেলেছিল, তাদের সবাইকে দলে নেওয়া সম্ভব নয়। এর আগে গহত নভেম্বরে মহেশ ভূপতি পাকিস্তানে খেলতে যেতে রাজি না হওয়ায়. তার জায়গায় রাজপালকে অক্রীড়ক অধিনায়ক করা হয়। সেই নির্দেশই বহাল রইল। জাগ্রেবে ভারতের ম্যাচ ৬ ও ৭ মার্চ। রাজপাল এই মুহূর্তে ডিএলটিএ-র প্রেসিডেন্টের পদে রয়েছেন। এ দিন ফের ভারতীয় ডেভিস কাপ দলের অক্রীড়ক অধিনায়ক হিসেবে পুর্নবহাল থাকার পরে রাজপাল বলেন, এআইটিএকে ধন্যবাদ ফের আমাকে এই দায়িত্বে বহাল রাখার জন্য। ইন্ডিয়ান ওপেনে কোয়ার্টার ফাইনালে হারলেন লিয়েন্ডার পেজ। ডাবলসে ম্যাথু এবডেনের সঙ্গে জুটিতে নেমেছিলেন লিয়েন্ডার। তাঁদের ৬-২, ৬-১ হারায় পূরব রাজা এবং রামকুমার রমানাথনের জুটি। পাশাপাশি সিঙ্গলসে হেরে গিয়েছেন প্রজ্ঞেশ গুণেশ্বরনও। লিয়েন্ডার অবশ্য জানিয়েছেন, ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু বেঙ্গালুরু এটিপি চ্যালেঞ্জারে তিনি খেলবেন।

টোকিও অলিম্পিকে ঘোড়াকে ব্যবহার করবে পাকিস্তান, আপত্তি তুলল ভারত

এবার এক ঘোড়া নিয়ে স্নায়ুর লড়াইয়ে ভারত—পাকিস্তান! তবে এখানে কোনও ঘোড়া কেনাবেচার বিষয় নেই। ভারতীয় ঘোড়সওয়ার ফাওয়াদ মির্জা ২০২০ অলিম্পিকে যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। একই বিভাগে পাকিস্তানের ঘোড়সওয়ার উসমান খানও যোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছেন। কারণ তিনিই প্রথম পাকিস্তানের ঘোড়সওয়ার যিনি অলিম্পিকের এই বিভাগে কোয়ালিফাই করেছেন। অলিম্পিকের ইভেন্টে উসমান যে ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে প্রতিযোগিতায় নামবেন তাকে নিয়েই যত সমস্যা।জানা গিয়েছে, উসমান তাঁর ঘোড়ার নাম দিয়েছেন আজাদ কাশ্মীর। যদিও এটি সেই ঘোড়ার আসল নাম মোটেও নয়। এই ঘোড়ার তদারকির দায়িত্বে ছিল ইন্টারন্যাশনাল ইকুয়েস্ট্রিয়ান ফেডেরেশন। ২০১৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার বেলিন্ডা ইসিবিস্টরে সেই ঘোড়াটিকে কেনেন উসমান। তখন সেই ঘোড়াটির নাম ছিল হিয়ার টু—স্টে। ঘোড়াটির নাম বদলে আজাদ কাশ্মীর রেখে দেন উসমান। আর এই নামেই এবার তিনি অলিম্পিকে নামতে চাইছেন। এতেই আপত্তি জানিয়েছে ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা।

করোনাভাইরাস আতঙ্কে অলিম্পিক আয়োজক দেশ!

চলতি বছর জাপানের টোকিওতে বসবে "দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ" অলিম্পিকের আসর। ২৪ জুলাই থেকে টুর্নামেন্ট শুরু হবে। চলবে ৯ আগস্ট পর্যন্ত। এর আগে করোনাভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত আয়োজক দেশটি।বর্তমানে করোনা আতঙ্কে কাঁপছে গোটা বিশ্ব। ব্যতিক্রম নয় জাপানও। চীন থেকে উদ্ভূত ভাইরাসের সংক্রমণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। খেলার জগতেও তা থাবা বসাচ্ছে।৫ মাস পরই টোকিও অলিম্পিক। ব্যাডমিন্টন থেকে ভারোত্তোলন, জিমনেসটিকসসহ অলিম্পিকে একাধিক ইভেন্টে আধিপত্য দেখান চীনা খেলোয়াড়রা। এবারও সেরা পারফরম্যান্স প্রদর্শনের প্রত্যাশা করছেন তারা।ইতিমধ্যে চীনে করোনাভাইরাসে মৃত্যের সংখ্যা ৫০০ ছাপিয়ে গেছে। এই প্রাদুর্ভাব নিয়ে গোটা বিশ্ব চিন্তিত। একাধিক দেশে সতর্কতা জারি হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন বিমানবন্দরেও সতর্কতা জারি

রয়েছে।চীনে এখন পর্যন্ত ২৫ মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। স্বভাবতই এর ভয়াবহতা নিয়ে বেশ শঙ্কিত অলিম্পিক আয়োজক কমিটি। কমিটির প্রধান তোসিরো মুতো করোনা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, করোনাভাইরাস এখন মহামারী আকার নিয়েছে। আশা করি, দ্রুত এ ভাইরাস নিরাময় করা যাবে। খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। খেলোয়াড়রা যাতে টুর্নামেন্টে নিজেদের সেরাটা দিতে পারে, সেটি নিশ্চিত করাই আমাদের প্রথম কাজ।উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে করোনাভাইরাস আতঙ্কে চীনা মাস্টার্স ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট স্থগিত হয়েছে। ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে সেটি শুরু হওয়ার কথা ছিল। তবে তা এখন মাঠে গড়াচ্ছে না। স্থগিত করা হয়েছে চাইনিজ ফুটবল লিগও। যেখানে খেলে থাকে বিশ্বের তারকা ফুটবলাররা।

ফিনিশার হতে চাই, ধোনি হতে পারব না: হার্দিক

নয়াদিল্লি: চলতি বছরেই অক্টোবর-নভেম্বর মাস নাগাদ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হবে অস্ট্রেলিয়ায়। আর তারজন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। ইংল্যান্ডে বিশ্বকাপের জন্য দল বাছাই নিয়ে যে বিপাকে দেশকে পড়তে হয়েছিল, এবার যেন তেমনটা না হয়, সেবিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ম্যানেজমেন্ট। ওপেনিংয়ে রোহিত শর্মা, কেএল রাহুল নাকি রোহিত শর্মা এবং শিখর ধবন, এ নিয়ে এখন থেকেই পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে। চার নম্বরে শ্রেয়স আইয়ারও পোক্ত হচ্ছেন। হাতে রয়েছেন ঋষভ পন্থও। মহেন্দ্র সিংহ ধোনি খেললে সমীকরণ বদলাতে পারে। এই পরিস্থিতিতে দলে যদি হার্দিক পাণ্ডারও ঠাঁই হয়, তাহলে কী হবে? বোলার হিসেবে তাঁর ভূমিকা থাকবে এনিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে ব্যাটিংয়ের গভীরতা বাড়াতেও যে তিনি দলের পছন্দ হয়ে উঠতে পারেন সে সম্ভাবনাও ফেলে দেওয়া যায় না। হার্দিক নিজেও ব্যাটে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফিনিশারের ভূমিকা পালন করতে চান হার্দিক।তাহলে কি ধোনির জায়গা নেবেন তিনি? উত্তর হল, না।

হার্দিক ফিনিশার হতে চান। ঠিকই। তবে ধোনি হতে পারবেন না। এক সাক্ষাতকারে তিনি জানিয়েছেন, ''আমি কখনই ধোনির জুতোয় পা গলাতে পারব না এবং সে কথা আমি ভাবিও না। তবে সত্যি বলতে আমি চ্যালেঞ্জ নিতে চাই। আমি যাই করব, তা দলের ভালর জন্যই করব।''প্রসঙ্গত, গত বছর সেপ্টম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শেষ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন হার্দিক। চোটের কারণে ছিটকে গিয়েছিলেন তিনি। সার্জারি হয়েছে।

বিশ্রামের পর মাঠে ফিরেছেন। নিজের নেট প্র্যাক্টিসের ভিডিও শেয়ার করে বার্তা দিয়েছেন, তিনি সুস্থ এবং শীঘ্রই ফিরবেন। আন্তর্জাতিক দলে না থাকলেও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতীয় এ দলের হয়ে খেলতে পারেন হার্দিক।এই সাক্ষাতকারে কফি উইথ করণের বিতর্কিত এপিসোড নিয়েও কথা বলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য ওই এপিসোডে বল তাঁর কোর্টে ছিল না। যা ঘটেছে, তার ওপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না, মন্তব্য হার্দিকের।

১০ লাখ ডলারের লটারি জিতলেন মোহাম্মদ সালাহ!

মিসরীয় ফুটবল কিংবদন্তি ও লিভারপুল স্ট্রাইকার মোহাম্মদ সালাহ মাঠে জয় উৎসবের জন্যই বেশি বিখ্যাত। সারা দুনিয়াতে তার অসংখ্য ভক্ত। তাকে ভালোবাসে না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কষ্টকর।এবার তার নামে নাম রাখা ১১ মাস বয়সী একটি শিশু দশ লাখ ডলারের লাটারি জিতেছেন। মোহাম্মদ সালাহর ভক্ত শিশুটির বাবা। সেই কারণে এই কিংবদন্তির নামে নিজের সন্তানের নাম রাখেন।-খবর আরব নিউজেরচলতি সপ্তাহে দুবাই ডিউটি ফ্রি (ডিডিএফ) লটারি জয়ের ভাগ্যবানে পরিণত হয় শিশুটি। তার বাবার নাম রামিস রহমান। দক্ষিণ ভারতের কেরালা থেকে তিনি দুবাইয়ে অভিবাসী হন।গত ১৫ জানুয়ারি টিকিটটি কেনার পর বিষয়টি আর মাথায় রাখেননি তিনি বলে জানান। ৪ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার লটারির ড্র ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর ডিডিএফ থেকে রামিস রহমানের কাছে ফোন আসে যে তার ছেলে মোহাম্মদ সালাহ এই লটারির বিজয়ী।আবুধাবিতে হিসাবরক্ষকের কাছ করেন এই ভারতীয়। তিনি বলেন, এই লটারি জয়ে আমি খুবই আনন্দিত।ছেলের নাম মোহাম্মদ সালাহ রাখার কারণ জানিয়ে রামিস বলেন, মোহাম্মদ সালাহ কিংবদন্তি ফুটবল খেলোয়াড়। আমি তাকে পছন্দ করি। তার পরিশ্রম ও যে শৈলীতে তিনি খেলেন তা আমি ভালোবাসি।ফুটবলের প্রতি নিজের অনুরাগের কথা জানিয়ে ওই ভারতীয় বলেন, আমি ভালো খেলতে পারি না। কিন্তু টেলিভিশনে খেলা দেখতে পছন্দ করি।

কের চৌমুহনীতে বাইক চোর আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারী।। রাজধানী আগরতলা শহরের কের চৌমুহনি থেকে এক বাইক চোরকে শুক্রবার সকালে আটক করা হয়েছে। তার নাম রফিক মিঞা। বাড়ি জয়নগর বিজিপি ইটভাট্টা এলাকায়। তাকে উত্তমমধ্যম দিয়ে স্থানীয় জনগণ পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। সে এর আগেও বাইক চুরির ঘটনায় জড়িত রয়েছে বলে জানা গেছে। পশ্চিম থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করেছে।

জিবির ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের সংকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারী।। রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবির ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের মজুত ভান্ডার তলানিতে এসে ঠেকেছে। রোগীর পরিবারের লোকজনরা হন্যে হয়ে ঘুরেও রক্ত পাচ্ছেন না। বিলোনিয়ার চোত্তাখলা এলাকার এক রোগীকে অপারেশন করানোর জন্য অপারেশন থিয়েটারের হটবিলে নিয়ে য্যায়ার পরও রক্ত পাননি রোগীর পরিবার। ফলে চিকিৎসা ও অপারেশনের কাজ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এসব বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট কিছুই বলতে পারছেন না। তাতে ক্ষোভে ফুঁসছেন।

চেয়ারম্যানের নির্দেশে রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী ভাষণ থেকে মোছা হল শব্দ

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গতকালের রাজ্যসভায় দেওয়া ভাষণ থেকে একটি শব্দ বাদ দেওয়া হল। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সংসদে ভাষণ থেকে মুছে ফেলা হল একটি শব্দঊ জাতীয় জনসংখ্যাপঞ্জী নিয়ে বিরোধীদের আক্রমণ করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ব্যবহৃত একটি শব্দ মোছা হল। সভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডুর নির্দেশে কংগ্রেসের গুলাম নবি আজাদের করা একটি মন্তব্যও মুছে ফেলা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বাজেট অধিবেশনের সূচনায় সংসদের দুই কক্ষের যৌথ সিটিংয়ে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের ভাষণের জন্য ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় প্রধানমন্ত্রীর জবাবি বক্তৃতার একটি শব্দ বাদ দেওয়া হল। রাজ্যসভা সচিবালয় থেকে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রাজ্যসভার ৬ ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যা ৬টা ২০ থেকে ৬টা ৩০ এর মধ্যে অধিবেশনের কিছুটা অংশ সভার কার্যবিবরণী থেকে ছেঁটে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু।

গতকাল প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পর রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা তথা শীর্ষ কংগ্রেস নেতা গুলাম নবি আজাদের বক্তৃতার একটি শব্দও বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেন নাইডু। সংসদের উচ্চকক্ষের গোটা দিনের অধিবেশন পর্ব খতিয়ে দেখে কোনও বিশেষ অংশ আপত্তিকর, নিয়মসঙ্গত নয় দেখলেই নিয়মিত সভার রেকর্ড থেকে বাদ দিতে বলেন চেয়ারম্যান।

শনিবার দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন। তাই শুক্রবার ভোট সামগ্রী সংগ্রহ করছেন ভোট কর্মীরা। ছবি- পিআইবি।

বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতির সাথে মুখ্যমন্ত্রীর সৌজন্য সাক্ষাৎ

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ভারতীয় জনতা পার্টির রাষ্ট্রীয় সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথমবারের মতো জগতপ্রকাশ নাড্ডার সঙ্গে শুক্রবার সাক্ষাৎ করেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। নয়াদিল্লিতে তাঁরা সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। দলীয় সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় জগতপ্রকাশ নাড্ডাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী।

মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর আশীর্বাদে আগামী দিনে তাঁর দক্ষ নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি আরও শক্তিশালী এবং বৃহত্তম হয়ে উঠবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব। দলের একজন সাধারণ কার্যকর্তা থেকে সর্বভারতীয় সভাপতি হওয়া পর্যন্ত নাড্ডার রাজনৈতিক জীবনের কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী টুইট করে বলেন, তিনি একজন অনুকরণীয় নেতা।

এদিন বিপ্লব কুমার দেব বিজেপি-র রাষ্ট্রীয় সভাপতিকে রাজ্যে দলের সংগঠন সম্পর্কিত বিষয়ে অবগত করেছেন। পাশাপাশি দলীয় সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে উভয়ের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

সবচেয়ে বড় শিক্ষক হচ্ছেন মা ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারী।। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আজ মলয়নগরস্থিত মডার্ন হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলের বর্ষপূতি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, শিক্ষার্থীদের কাছে সবচেয়ে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল 'তাদের বাড়ি'। আর সবচেয়ে বড় শিক্ষক হচ্ছেন 'মা'। তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের কাছে স্কুল জীবনই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ সময়। শিক্ষা মানে শুধু ডিগ্রী নয়।

পড়াশুনার চাপ দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মনকে ভারাক্রান্ত করা উচিৎ নয়। তাদের প্রক'ত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। কারণ যেকোন দেশের ভবিষ্যৎই দেশের যুব সমাজের উপর নির্ভরশীল। উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী তাদের সমাজ, দেশ ও পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকিবল থাকতেও পরামর্শ দেন। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার ত্রিপুরাকে সর্বক্ষেত্রে দেশের মধ্যে একটি বিশেষ পর্যায়ে নিয়ে যেতে চায়। তারজন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন হল গুণগত শিক্ষা ব্যবস্থা। রাজ্য সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে নানাবিধ নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করার মাধ্যমে সেই দিশাতেই কাজ করে চলেছে। রাজ্যের উন্নয়নে গুণগত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, পুষ্টি সহ বিশেষ করে ১৭টি বিভিন্ন বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। বর্তমান সরকার সেদিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে রাজ্যের সার্বিক বিকাশে কাজ করে চলছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন অচিরেই মডার্ন হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুল রাজ্যের বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের প্রাক্তন অধিকর্তা র'ি দেবনাথ বলেন, বিদ্যালয়টিতে আন্তরিকতার ছাপ রয়েছে। যা ছাত্রছাত্রীদের ভাল মানুষ তৈরী করতে সহায়তা করে। তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, ছেলেমেয়েদের পড়ালেখাতে স্বতস্ফূর্তভাবে বাড়তে দেওয়া দরকার।

এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কু'বন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ দীপঙ্কর রায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের বরিষ্ঠ আইনজীবী কল্যাণ নারায়ণ ভ-াচার্য এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ সুজিৎ দাশগুপ্ত।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ম্যাগাজিন 'উৎকর্ষ'-এর মলাট উন্মোচন করেন। এছাড়াও উপস্থিত অতিথিগণ বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ক'তী ছাত্রছাত্রীদেরকে শংসাপত্র ও শুভেচ্ছা মারক প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

উদয়পুর টাউন হলে মিট দ্য সায়েন্টিস্ট প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারী।। ত্রিপুরা স্টেট কাউন্সিল ফর সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি এবং গোমতী জেলা সায়েন্স ফোরামের উদ্যোগে আজ উদয়পুর টাউন হলে মিট দ্য সায়েন্টিস্ট প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার বিষয় ছিলো রসায়নের রূপান্তর, অ্যালকেলি থেকে বহুমাত্রিক আধুনিক বিজ্ঞান। এছাড়া বক্তব্য রাখেন গোমতী জেলার জিলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপন অধিকারী, উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী মিট দ্য সায়েন্টিস্ট প্রোগ্রামের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে রিসোর্সপার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বোস ইনস্টিটিউটের সিনিয়র প্রফেসার ড. গৌতম বসু। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলার জেলাশাসক ড. টি কে দেবনাথও। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা স্টেট কাউন্সিল ফর সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির জয়েন্ট মেম্বার সেক্রেটারি তথা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দাস। অনুষ্ঠানে উদয়পুরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিলোনীয়ায় যান দূর্ঘটনায় নিহত বাইক আরোহী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৭ ফেব্রুয়ারী।। যান দূর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক ব্যক্তি। দূর্ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ জেলার বিলোনীয়া থানার অধীন ঈশানচন্দ্রনগরে। নিহত ব্যক্তির নাম খোকন চন্দ্র বিশ্বাস। বয়স ৫৮। একটি গাড়ি পেছন দিক থেকে ধাক্কা দেওয়ায় বাইক থেকে ছিটকে পড়ে রাস্তায় ছটফট করে প্রাণ হারন খোকনবাবু।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বিলোনীয়ার ঈশানচন্দ্র নগরে একটি সমাধির মঠ উৎসবের নিমন্ত্রনের খাবার খেয়ে বাইখোরার পশ্চিম চরকবাইস্থিত নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন খোকন চন্দ্র বিশ্বাস। ছেলে অভিজিৎ বিশ্বাসের বাইকে চেপে তিনি ফিরছিলেন। ঈশানচন্দ্র নগরের কাছেই পেছন দিক থেকে আসা একটি বেপরোয় গাড়ি বাইকটিকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। রাস্তায় ছিটকে পড়েন খোকন চন্দ্র বিশ্বাস। আশেপাশের লোকজন তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসকরা জানান, হাসপাতালে পৌঁছার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। এদিকে গাড়ি নিয়ে চালক পি আর বাড়ি থানায় আত্মসমর্পণ করেছে।

শহরী গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণের আর্জি কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীর কাছে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারী।। শহরী গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্কের অধীনে গোটা ত্রিপুরাকে যুক্ত করার দাবি কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীর কাছে জানালেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আপাতত, পশ্চিম ত্রিপুরা ও গোমতী ত্রিপুরা শহরী গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র দেবেন্দ্র প্রধানের সাথে দেখা করেছেন। ত্রিপুরার সার্বিক বিষয় নিয়ে তারা আলোচনা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীকে ত্রিপুরায় গ্যাস ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্প পর্যালোচনার অনুরোধ জানিয়েছেন। পাশাপাশি ইন্দ্রধনুষ গ্যাস গ্রিড লিমিটেডের নর্থইস্ট গ্যাস গ্রিড প্রকল্পটি ত্রিপুরায় ২৫০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে গেছে। ওই প্রকল্পেরও পর্যালোচনার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীর কাছে শহরী গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক ত্রিপুরায় আরও সম্প্রসারণে অনুরোধ জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, বর্তমানে পশ্চিম ত্রিপুরা ও গোমতী ত্রিপুরা শহরী গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ত্রিপুরার বাকি ৬ জেলাও ওই নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, ত্রিপুরা সারা দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্যাস উৎপাদক রাজ্য হিসেবে পরিচিত। ফলে, সারা ত্রিপুরায় গ্যাসের নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হলে ত্রিপুরাবাসী দারুণ উপকৃত হবেন।

এক ট্যুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় তেল ও গ্যাসের পরিকাঠামো এবং সম্পূর্ণ হাইড্রো কার্বন সম্ভাবনার বিষয়ে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীর সাথে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে নোটিশ পাঠাল নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ট্যুইটারে ভিডিও পোস্ট করে বিপাকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল ঊ তাঁকে নোটিশ পাঠাল নির্বাচন কমিশন। বিজেপির দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে নোটিশ পাঠাল নির্বাচন কমিশন ঊ শনিবার বিকেল ৫টার মধ্যে তাঁকে জবাব দিতে বলা হয়েছে।

গত ৩ ফেব্রুয়ারি ট্যুইটারে একটি ভিডিও পোস্ট করেন কেজরিওয়াল। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পোস্ট করা ভিডিওতে তাঁকে দাবি করতে দেখা গিয়েছে, বিরোধী দল এবং তাঁদের প্রতি বিশ্বস্ত সংবাদমাধ্যম বিধানসভা নির্বাচনে জয়ে সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতিতে বেশি উৎসাহী যেখানে, শহরের উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে চায় আপ সরকার।

এরপরই ৪ ফেব্রুয়ারি বিজেপি

ছয়ের পাতায় দেখুন

ল্যাংটা বাবার উৎসবে দুস্কৃতি হামলায় গুরুতর ঘায়েল চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারী।। ল্যাংটা বাবার উৎসবে গিয়ে দুষ্কৃতি দ্বারা ৩-৪ জন যুবক রক্তাক্ত হয়ে আহত। ঘটনা চাকমাঘাটে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা রাতে। এব্যাপারে তেলিয়ামুড়া থানাতেও কিছুই জানানো হয়নি।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বৃহস্পতিবার দিন চাকমাঘাটের খোয়াই নদীর ব্যারেজ সংলগ্ন ল্যাংটা বাবা দরগাতে উৎসব ছিল। সেই উৎসবে উভয় অংশের মানুষজন শামিল হয়। ওই উৎসব চলাকালীন সময়েই কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতি কয়েকজন যুবককে এলোপাথাড়িভাবে মারধর করে। এতে আহত হয় সুমন শর্মা (২২), প্রসেনজিৎ সরকার (২৪), ঈশান দেববর্মা (২১) সহ অন্য একজন। অভিযোগ নেশাগ্রস্ত গুটি কয়েক যুবক নিত্যদিন জারুইলং পাড়াস্থিত একটি স্কুলের সামনে আড্ডা দেয় এবং স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করে। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা প্রতিবাদও করে।

এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে উচ্ছৃঙ্খল যুবকরা অর্থাৎ দুষ্কৃতিরা বৃহস্পতিবার চাকমাঘাটের উৎসবস্থলে বেধড়কভাবে পিটিয়ে ৩-৪ জন যুবককে আহত করে। পরে উপস্থিত জনতা আহতদের তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের ইমার্জেন্সি ব্লকে নিয়ে আসেন। জারুইলংস্থিত স্কুলের সামনে নেশাগ্রস্ত যুবকদের আড্ডা। চাকমাঘাটের ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে আসার সময় নেশাগ্রস্ত যুবকরা ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন সময়ে উত্যক্ত ও মারধর করে। এসিব ঘটনাগুলি উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের অভিভাবকদের জানানো হয়েছে। দুষ্কৃতিরা সংখ্যায় ১০-১২ জন বলে জানা গেছে। ঘটনায় তদন্তক্রমে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।